উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৮,২৭১.২৮ (-৩১২.৫৩)

নিফটি : ২৩,৬৯৬.৩০ (-৪২.৯৫)

ভারতীয়দের হাতে কড়া, পায়ে বেড়ি

আমেরিকা থেকে ১০৪ ভারতীয়কে ফেরত পাঠাল ট্রাম্প সরকার। মার্কিন সেনা বিমানে হাতকড়া এবং পায়ে শিকল পরা ভারতীয়দের ছবি ভাইরাল হওয়ায় বিতর্ক দানা বেঁধেছে।

» ৭

ফোর্ট উইলিয়ামের নাম বদল

২৫০ বছরের পুরোনো ঐতিহাসিক ফোর্ট উইলিয়ামের নাম এবার বদলে যাচ্ছে। নতুন নাম হচ্ছে 'বিজয় দুর্গ'।

» ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
২৮° সর্বোচ্চ	১৩° সর্বনিম্ন	২৭° সর্বোচ্চ	১১° সর্বনিম্ন	২৮° সর্বোচ্চ	১২° সর্বনিম্ন	২৮° সর্বোচ্চ	১৪° সর্বনিম্ন

আমিষ খাবারে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে বিতর্কে শত্রুঘ্ন

» ৫

শিলিগুড়ি ২৩ মাঘ ১৪৩১ বৃহস্পতিবার ৪.০০ টাকা 6 February 2025 Thursday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 258

স্বপ্নের ফেরিওয়ালা

রিলায়েন্স গোষ্ঠীর কর্ণধার মুকেশ আম্বানি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ৫০ হাজার কোটি বিনিয়োগের

১৫ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের আশ্বাস নেওটিয়া গ্রুপের। তৈরি হবে একাধিক হোটেল

১৬ হাজার কোটিতে শালবনিতে বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরি করবে জিন্দাল গোষ্ঠী। ঘোষণা সজ্জন জিন্দালের

দার্জিলিং, শিলিগুড়ি সহ ৬টি শহরে হোটেল ব্যবসায় বিনিয়োগ করবে আইটিসি

আশ্বাসে মিলায় শিল্প...

চা বাগানের ৩০ শতাংশে পর্যটন

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি : চা পর্যটনে বড় পদক্ষেপ। এতদিন বন্ধ ও পরিত্যক্ত চা বাগানের পাশাপাশি চালু বাগানের অব্যবহৃত জমির ১০ শতাংশ চা পর্যটনে ব্যবহার করা যেত। জমি ব্যবহারের সেই পরিমাণ একলাফে বাড়িয়ে ৩০ শতাংশ করে দিল রাজ্য সরকার। বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের প্রথম দিন নিউটাউনের বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে সেই ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

চা শিল্পে পরিচিত নাম পাহাড়ের মকাইবাড়ি বাগানের কর্ণধার রুদ্র চট্টোপাধ্যায়কে সামনে রেখে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'চা বাগানের জমিতে হোটেল, রিসর্ট ও হোমস্টে করলে রাজ্য সরকার বিশেষ সুবিধা দেবে। রাজ্য সরকার সেখানে কর্মসংস্থানের জন্য এই পরিকল্পনা নিয়েছে।' চা বাগানের বাইরেও হোটেলে লগ্নিতে প্রস্তাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে উত্তরবঙ্গকে।

মমতার ভাষণের আগেই আইটিসি গ্রুপের প্রধান সঞ্জীব পুরী ওই প্রস্তাবের কথা জানান। তিনি বলেন, 'দার্জিলিং, শিলিগুড়ি সহ রাজ্যের ৬টি শহরে হোটেল ব্যবসায় বিনিয়োগ করবে আইটিসি। সেখানে

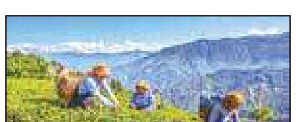

> উত্তরবঙ্গ আমাদের কাছে শিল্পের অন্যতম গন্তব্য। সেখানে পাহাড়, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, জঙ্গল, চা বাগান আছে। টি ট্যুরিজমকে আমরা বিশেষভাবে গুরুত্ব দিচ্ছি।
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

প্রচুর কর্মসংস্থান হবে।' মুখ্যমন্ত্রীর ভাষায়, 'কলকাতার পাশাপাশি উত্তরবঙ্গ আমাদের কাছে শিল্পের অন্যতম গন্তব্য। সেই কারণে আমরা উত্তরবঙ্গে শিল্পস্থাপনে এত গুরুত্ব দিচ্ছি। সেখানে পাহাড়, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, জঙ্গল, চা বাগান আছে। টি ট্যুরিজমকে আমরা বিশেষভাবে গুরুত্ব দিচ্ছি।'

সেই ভাষণেই মমতা চা বাগানের পরিত্যক্ত ও অব্যবহৃত জমিতে টি ট্যুরিজমে নানা ছাড়ের কথা বলেন। তিনি বলেন, 'আমরা চাই, টি ট্যুরিজমে স্থানীয় মানুষের আরও বেশি কর্মসংস্থান হোক। হোমস্টের মাধ্যমে স্থানীয় মানুষ আরও বেশি উপার্জন করুক।' যদিও চা বাগানের ৩০ শতাংশ জমি পর্যটনের জন্য ব্যবহার করতে হলে চালু আইনকে সংশোধন করতে হবে। এতে সার্বিকভাবে চা শিল্পে প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

আইটিসি গোষ্ঠীর প্রধানও বলেন, 'আমরা উত্তরবঙ্গকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছি। আগামী দু'বছরের মধ্যে শিলিগুড়ি, দার্জিলিংয়ে আমাদের হোটেল তৈরি হয়ে যাবে, যেখানে কর্মসংস্থান হবে। রাজ্য সরকার আমাদের সহযোগিতা করেছে।'

এরপর দশের পাতায়

শুধু আম্বানির ৫০ হাজার কোটি লগ্নি

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি : প্রতি বছরের মতো বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে এবারও বিনিয়োগ প্রস্তাবের বন্যা। আশ্বাসে এগিয়ে রিলায়েন্স গোষ্ঠীর কর্ণধার মুকেশ আম্বানি। সন্দেহ নেই, ইতিমধ্যে তিনি বাংলায় প্রচুর লগ্নি করেছেন।

'দিদি'র দরবারে মুকেশ আম্বানি। বুধবার বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে।

বুধবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে আরও একধাপ এগিয়ে রিলায়েন্স গোষ্ঠী আগামী এক দশকে বাংলায় আরও ৫০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন মুকেশ।

জিন্দাল গোষ্ঠীর প্রধান সজ্জন জিন্দালও জানিয়ে দিলেন, পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনিতে বিদ্যুৎ প্রকল্প গড়তে চান তিনি। সেজন্য ১৬ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগে প্রস্তুত তিনি। শালবনির ওই প্রকল্প ছাড়াও দুর্গাপুরে একটি বন্ধ কারখানা তিনি কিনবেন বলে জানালেন। অম্বুজা গোষ্ঠীর প্রধান হর্ষ নেওটিয়া আবার আগামী এক বছরে ১৫ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের ঘোষণা করলেন।

প্রস্তাবগুলি এসেছে বুধবার নিউটাউনে বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়োজিত বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানেই। যেখানে উপস্থিত ছিলেন দেশের বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের শীর্ষস্থানীয়রা। আইটিসি ইনফোটেকের প্রধান সঞ্জীব পুরী, কলকাতায় আগামী এক বছরের মধ্যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স হাব করবেন বলে জানালেন।

প্রথম দিনের সম্মেলন শেষে বুধবার রাতেই এক্স হ্যান্ডেলে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করলেন, ইতিমধ্যে ৯১ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব এসে গিয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, 'এ বছর কত বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি আসছে, তা আমরা বৃহস্পতিবার জানাতে পারব। কারণ ওইদিন অনেকগুলি মউ স্বাক্ষরিত হবে। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে আমাদের কতগুলি মউ স্বাক্ষরিত হল এবং কত টাকা বিনিয়োগের আশ্বাস পাওয়া গেল, তা আমরা জানিয়ে দেব।'

দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে রাজ্যে বিদেশি বিনিয়োগও আসতে পারে বলে আভাস শোনালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রিলায়েন্স গোষ্ঠীর প্রধান মুকেশ আম্বানি বলেন, '২০১৬ সালে আমি প্রথম বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে এসেছিলাম। তখন এ রাজ্যে আমার বিনিয়োগ ছিল ২ হাজার কোটি টাকার কম। ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আমাদের বিনিয়োগ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫০ হাজার কোটি টাকা।'

বাংলায় লগ্নিতে নিজের সুখকর অভিজ্ঞতা তুলে ধরে আম্বানি বলেন, 'আমি আনন্দিত যে,

এরপর দশের পাতায়

প্রাপ্তির ভাঁড়ার শূন্য

'২৩-এর বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে ১৮৮টি মউ চুক্তি হয়েছিল। ৩ লক্ষ ৭৬ হাজার ২৮৮ কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাব জমা পড়েছিল। বাস্তব কিন্তু ওই প্রস্তাব বা আশ্বাস থেকে কয়েক আলোকবর্ষ দূরে

স্কুল শিক্ষা

- ১৬৭৬ কোটি টাকার বিনিয়োগের আশ্বাস। মউ হয়েছিল ১৩টি।
- **শিক্ষার মানোন্নয়ন তো হয়ইনি, উপরন্তু স্কুলছুটের সংখ্যা বাড়ছে।**

উচ্চশিক্ষা

- ৩০৬ কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাব। ৩৮টি আইটিআই তৈরির আশ্বাস।
- **এক বছরের মধ্যে উত্তরবঙ্গে নতুন করে একটিও আইটিআই হয়নি।**

তথ্যপ্রযুক্তি

- উত্তরবঙ্গে চার হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব।
- **নতুন করে একটিও তথ্যপ্রযুক্তি কেন্দ্র গড়ে ওঠেনি।**

স্বাস্থ্য

- ১৪০টি ফার্মাসি গড়ার বার্তা দিয়েছিল নেওটিয়া গ্রুপ
- **ক'টি ফার্মাসি হয়েছে, তা নিয়ে রয়েছে প্রশ্ন।**

পর্যটন

- আইটিসি'র সঙ্গে ৯৩টি মউ স্বাক্ষর হয়েছিল। ১৩১৪ কোটি টাকার বিনিয়োগের ঘোষণা হয়েছিল। নতুন স্বপ্ন দেখেছিল উত্তরের পর্যটন।
- **এখনও পর্যন্ত উত্তরবঙ্গে আইটিসি'র একটিও হোটেলের ভিত গড়ে ওঠেনি।**

এমএসএমই

- ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিটে বিনিয়োগের প্রস্তাব ছিল ৩৫০ কোটি টাকা।
- **সরকারি উদ্যোগে কোনও ইউনিট গড়ে ওঠেনি। কিছু ইউনিট তৈরি হলেও তা ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং সংগঠনগুলির প্রচেষ্টায়।**

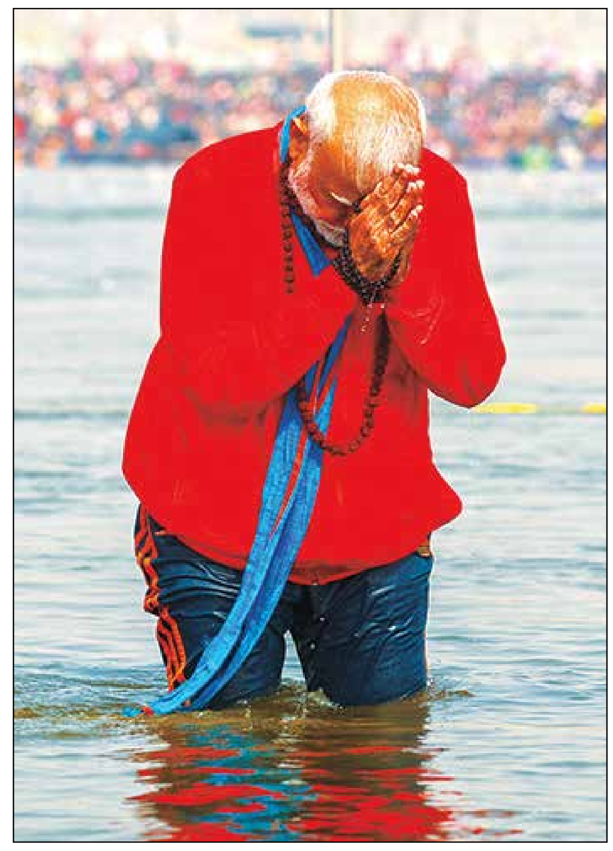

দিল্লিতে যখন ভোট চলছে, তখন কুম্ভে স্বস্তির স্নান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। বিকেলে এগজিট পোলেও মিলেছে বিজেপির পাল্লা ভারীর আভাস। বুধবার প্রয়াগরাজে।

মুজিবের বাড়িতে চলল বুলডোজার

আগুন হাসিনার বাসভবনেও

ঢাকা, ৫ ফেব্রুয়ারি : রাতারাতি গুঁড়িয়ে দেওয়া হল শেখ মুজিবের ৩২ নম্বর ধানমন্ডির ঐতিহাসিক বাড়ি। রীতিমতো বুলডোজার দিয়ে বাড়িটি ভাঙা হয়। ধরিয়ে দেওয়া হয় আগুনও। পাশাপাশি ধানমন্ডির ৫ নম্বর সড়কে হাসিনার বাড়ি সুধা সদনেও হামলা চালানো হয়। সেখানে রাতে আগুন ধরিয়ে দেয় ছাত্র-জনতা। এমনকি শেখ মুজিবের ভাইদের খুলনার বাড়িতেও এদিন একইসঙ্গে হামলা চলে।

এরই মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের ৫৩ বছর পর মুক্তিযুদ্ধ ও বীর মুক্তিযোদ্ধার সংজ্ঞায় পরিবর্তন করতে চলেছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। বদলে যাচ্ছে মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধের সংজ্ঞা। 'জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫' খসড়া প্রকাশ করেছে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। খসড়ায় মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধার সংজ্ঞা থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে যারা সরাসরি যুদ্ধে অংশ নেননি, তাদের 'মুক্তিযুদ্ধের সহযোগী' হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হচ্ছে।

ধানমন্ডিতে মুজিবের বাড়িকে বলা হয় স্বাধীনতার সূতিকাগার। এক সময় পুলিশ ও সেনাবাহিনী ঘটনাস্থলে এলেও কিছুক্ষণের মধ্যে তারা পিঠটান দেয়। তারপর আনা হয় দ্বিতীয় বুলডোজার। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাড়িটি অদৃশ্য হয়ে যায়।

বুধবার সকাল থেকে প্রচার

হয়ে যায়, সোশ্যাল মিডিয়ায় শেখ হাসিনা ভাষণ দেবেন। একে ঘিরেই উত্তেজনার পারদ চড়ে। দুপুর থেকে ছাত্র-জনতা ঢাকার রাজপথের দখল নেয়। নানা স্লোগান দিতে থাকে। বাড়তে থাকে উত্তেজনা। প্রসঙ্গত, গত ৫ অগাস্ট হাসিনা সরকারের পতনের পর সুধা সদন সম্পূর্ণ খালি হয়ে যায়।

এদিন বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা জানায়, যারা ছাত্র হত্যায় যুক্ত সেই সব ফ্যাসিবাদীদের কোনও চিহ্ন বাংলাদেশে রাখা হবে না। অবিলম্বে শেখ হাসিনাকে ভারত থেকে দেশে ফিরিয়ে এনে শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে বলে তারা দফায় দফায় স্লোগান দিতে থাকে।

মানুষের ঘেরাটোপে শাবক সহ হাতিরা

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৫ ফেব্রুয়ারি : বন্যপ্রাণী-মানুষের সংঘাত ভয়াবহ আকার নিচ্ছে ডুয়ার্সে। ডামডিম চা বাগানে হাতিকে উত্ত্যক্ত করা, কুমলাই চা বাগানে খাঁচাবন্দি চিতাবাঘের লেজ ধরে টানাটানির পর এবার নাগরাকাটা চা বাগানে শাবক সহ হাতির পালকে তাড়া করল উন্মত্ত জনতা। মানুষের তাড়ায় ক্ষিপ্ত হাতিদের দলনেত্রী পালটা তেড়ে আসায় পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হয়ে ওঠে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রশাসনকে ১৬৩ ধারা জারি করতে হয়। তাতেও জনতার ঘেরাটোপে আটকে পড়া হাতিদের সামাল দিতে নাস্তানাবুদ হতে হয় বনকর্মীদের।

পরিবেশপ্রেমীরা বলছেন, ডুয়ার্স মানেই ঐতিহ্যগতভাবে বন্যপ্রাণের সঙ্গে সহাবস্থান। সেখানে লোকালয়ে কোনও বন্যপ্রাণীর দেখা মিললেই বর্তমানে স্থানীয় বাসিন্দাদের এমন উন্মত্ত মনোভাব ক্রমশ দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বন দপ্তরের চালসার রেঞ্জ অফিসার প্রকাশ থাপা বলেন, 'চারদিকে ঘেরাও হয়ে না থাকলে পরিস্থিতি এতটা জটিল হত না। বনকর্মীরা সতর্ক থাকায় কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি হয়নি।' খুনিয়া স্কোয়াডের রেঞ্জ অফিসার

এরপর দশের পাতায়

বহিরাগতরাই কলেজের নিয়ন্ত্রক

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৫ ফেব্রুয়ারি : বাংলায় একটি প্রবাদ আছে, 'শিং ভেঙে বাছুরের দলে'। কলেজে কলেজে ছাত্র নেতাদের দেখলে এই আপ্তবাক্যটিই মনে পড়ে সবার প্রথমে। কেউ কলেজের পাট চুকিয়েছে বছর দশেক আগে, কেউ আবার কলেজের গণ্ডিই পেরোননি। কিন্তু রাজনীতির সুতোর টানে তাঁরাই সেজে ছাত্র নেতা। কলকাতার যোগেশচন্দ্র কলেজ হোক কিংবা শিলিগুড়ি কলেজ, সরস্বতীপুজো নিয়ে ঝামেলায় জড়িয়ে রয়েছে এই বহিরাগত ছাত্র নেতারাই। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, কোনও কলেজ কর্তৃপক্ষই বহিরাগতদের শায়েস্তা করতে পদক্ষেপ করতে পারছে না। বিষয়টি নিয়ে অসন্তোষ জমছে পড়ুয়াদের মনেও।

কমার্স কলেজের সঙ্গে রেষারেষির সঙ্গে সরস্বতীপুজোয় অনুষ্ঠান বন্ধ করে দিয়েছিল শিলিগুড়ি কলেজ। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, এই রেষারেষির পেছনে বর্তমান পড়ুয়াদের কোনও হাত নেই। পুরো কাণ্ডই ঘটিয়েছে বহিরাগতরা। অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ (টিএমসিপি)-এর গুটিকয়েক নেতার বিরুদ্ধে। তাঁদের মধ্যে একজন ঠিকাদারির সঙ্গে যুক্ত দীর্ঘদিন। তাঁর বিরুদ্ধে রয়েছে তোলাবাজির অভিযোগও।

শিলিগুড়ি কলেজ সূত্রে খবর, সরস্বতীপুজো থেকে নবীনবরণ অনুষ্ঠান- সবেতেই ছড়ি ঘোরাচ্ছে বহিরাগত নেতারা। সাধারণ পড়ুয়াদের সেখানে কোনও ঠাঁই নেই। নবীনবরণের অনুষ্ঠানে কোনও ব্যান্ড গাইবে বা সরস্বতীপুজোর প্রসাদে

কলেজের সরস্বতীপুজোয় পুলিশ প্রহরা। -ফাইল চিত্র

খিচুড়ি হবে না পোলাও- সবটা ওই দাপুটে প্রাক্তনীদের কথামতোই ঠিক হয়। বাংলা বিভাগের পঞ্চম সিমেস্টারের এক পড়ুয়ার কথায়, 'আমরা কলেজে পড়তে আসার আগে থেকে একটা গ্রুপকে দেখে যাচ্ছি। শুনেছি তাদের কেউ ২০১৬ কেউ ২০১৭ সালে পাশ করেছে। কিন্তু এখনও ওই নেতারাই সব। কলেজের অফিসে যখন তখন ঢুকে পড়ারও এন্ট্রি পাস আছে ওদের। এটা কী করে সম্ভব? কলেজ কর্তৃপক্ষই বা কেন কিছু বলছে না?'

এসএফআইয়ের দার্জিলিং জেলা কমিটির সেক্রেটারি অঙ্কিত দে'র দাবি, 'সরস্বতীপুজো ঘিরে কলেজে যা হল তা আসলে টিএমসিপি'র নেতাদের স্বার্থের বিবাদ। টিএমসিপি'র নেতারা বিভিন্ন অভিযোগে অভিযুক্ত। অনেকের নামে তোলাবাজির অভিযোগ রয়েছে। কলেজের যে কোনও অনুষ্ঠানে টিএমসিপি'র সেই তোলাবাজ নেতাদের দেখা যাচ্ছে।'

এরপর দশের পাতায়

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

মদের বোতল হাতে হুজ্জতি

ভোররাতে রাস্তা আটকে ৫০০০ টাকা দাবি দুই দুষ্কৃতীর

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৫ ফেব্রুয়ারি : মদের বোতল হাতে দুই বাইক আরোহী মুরগিবোঝাই পিকআপ ভ্যান আটকে টাকা তোলার চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। আর সেই চেষ্টাকে কেন্দ্র করে বুধবার ভোরে রীতিমতো পুলিশের সঙ্গে ইঁদুর-বিড়াল খেলা চলে দেবীডাঙ্গা থেকে চম্পাসারির রাস্তায়। আর এই ইঁদুর-বিড়াল খেলার মধ্যেই ভাঙা হয় পিকআপ ভ্যানের লুকিং গ্লাস। শেষমেশ অবশ্য ফিল্মি কায়দায় পাকড়াও হয় দুই বাইক আরোহী। পুলিশ জানায়, ধৃত ওই দুই তরুণের নাম জিতেন প্রসাদ ও শেখর ঝা। ওই এলাকারই বাসিন্দা। পুলিশ জানতে পেরেছে, ধৃতদের বিরুদ্ধে এলাকায় বিভিন্ন সময় অসামাজিক কার্যকলাপের অভিযোগ রয়েছে। ধৃতদের এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, যাবতীয় ঘটনার সূত্রপাত বুধবার ভোরে। কোচবিহার থেকে পিকআপ ভ্যানে দেবীডাঙ্গায় মুরগি দিতে এসেছিল রহমত মিয়াঁ। রহমত বলেন, 'ঘটনার সূত্রপাত চম্পাসারিতে ফেরার সময়। দেবীডাঙ্গার রাস্তায় বাইকে করে এসে দুজন তরুণ রাস্তা আটকে দেয়। তারা গাড়ি আটকে হুজ্জতি করতে শুরু করে। ৫০০০ টাকা দাবি করে।' কিন্তু ইতিমধ্যে ওই

ধৃতদের আদালতে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। -সংবাদচিত্র

এলাকায় পুলিশের টহলদারি ভ্যান চলে আসায় ওরা বাইক নিয়ে পালিয়ে যায়। ফের ওই তরুণরা পিকআপ ভ্যানের রাস্তা আটকাতে পারে বলে আঁচ করেন টহলদারি ভ্যানে থাকা প্রধাননগর থানার এসআই বিশ্বজিৎ বিশ্বাস। রহমতকে দিয়ে দেন নিজের মোবাইল ফোনের নম্বর। রহমতেরও ফোন নম্বর তিনি নেন।

রহমত বলছিলেন, 'দেবীডাঙ্গা পেরিয়ে আমি চম্পাসারির রাস্তায় ওঠার পর ওই এএসআই আমাকে নিজে থেকে ফোন করেন, জানতে চান, কোনও সমস্যা হচ্ছে নাকি।' সমস্যা নেই বলে ফোন কাটতে কাটতেই ফের ওই দুই তরুণ বাইকে করে এসে রাস্তা আটকানোর চেষ্টা করে। কোনওভাবে ওদের পাশ দিয়ে বেরোনোর চেষ্টা করলে পেছনে বসা তরুণ মদের বোতল ছুড়ে গাড়ির

এরপর দশের পাতায়

মাইক্রো ইন্টার্নশিপ

নিউজ ব্যুরো

৫ ফেব্রুয়ারি : দ্য ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট ও দ্য ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট পূর্ব ভারতের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় গ্রুপ হয়ে উঠেছে যারা শীর্ষস্থানীয় গ্লোবাল সংস্থাগুলি থেকে সমস্ত কোর্সের পাঠক্রমের মধ্যে মাইক্রোক্রেডিট ও মাইক্রো ইন্টার্নশিপকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। এই অগ্রণী পদক্ষেপ শিক্ষাক্ষেত্রে বিপ্লব আনতে চলেছে। পড়াশোনার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের বাস্তব-বিশ্বের অভিজ্ঞতা ও শিল্প-প্রাসঙ্গিক দক্ষতা দিয়ে প্রস্তুত করছে। এর মাধ্যমে পড়ুয়াদের কাছে গুগল, মাইক্রোসফট, টেসলার মতো কোম্পানির মাইক্রোকোর্সের সুবিধা থাকবে। এই কোর্স করলে ভবিষ্যতে কেরিয়ার গড়তে তরুণদের সুবিধা হবে। ইতিমধ্যে এ নিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ দেখা দিয়েছে। বিশ্বজুড়ে তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে দিনদিন প্রতিযোগিতা বেড়ে চলায় চাকরির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

KENDRIYA VIDYALAYA, NHPC, RAMBI
DT.-DARJEELING (W.B), PIN 734008
आज़ादी का अमृत महोत्सव

WALK-IN-INTERVIEW

The Vidyalaya is going to conduct walk-in-Interview for engagement of part time teachers purely on contractual basis for preparing panel for the academic session 2025-26 for various posts of PRTs, TGTs (Hindi & Social Science), Computer Instructor, Special Educator and Sports Coach. For these posts the interview will be conducted on 10.02.2025 (Monday) at KV NHPC RAMBI reporting time at venue 8:30 AM. Eligibility criteria, registration form and details information please visit website https://nhpcrambi.kvs.ac.in

Principal I/C
KV NHPC RAMBI

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

শিলিগুড়ি প্রধান শাখা : রজনী বাগান, হিলকার্ট রোড, ভেনাস মোড়ের নিকট, শিলিগুড়ি -৭৩৪০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)
টেলি : (০৩৫৩) ২৩৪০১৯৭, ই-মেল : S692@indianbank.co.in
পরিশিষ্ট - IV-A (দ্রষ্টব্য রুল ৮ (৬) এর প্রতি অনুবিধি দেখুন)
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

[illegible]

সম্পত্তির বিশদ বিবরণ :-	[illegible] (৮৮), হোল্ডিং নং- ৪০৯/১ শ্রী রাজেশ রাঠি এবং শ্রী রাজীব রাঠির স্বত্বাধিকারণে অবস্থিত। সীমানা : উত্তর - বাবুলাল শর্মার জমি এবং ভবন। দক্ষিণ- ৫.৫ ফিট চওড়া সর্বজনীন প্যাসেজ এবং সিঁড়ি। পূর্ব- শ্রী সত্যেন্দ্র আর্য, শ্রী সঞ্জয় গোলচা এবং অন্যদের সম্পত্তি। পশ্চিম- শ্রীমতী সীমা সিংঘল এবং অন্যদের সম্পত্তি।
সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা	জানা নেই
সংরক্ষিত অর্থমূল্য	টাঃ ১২,৩৭,০০০.০০/- (টাকা বারো লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার মাত্র)
ইএমডি অর্থমূল্য	টাঃ ১,২৩,৭০০.০০/- (টাকা এক লক্ষ তেইশ হাজার সাতশো মাত্র)
দর বৃদ্ধির পরিমাপ	টাঃ ১০,০০০.০০ (টাকা দশ হাজার মাত্র)
ই-অকশনের তারিখ এবং সময়	০৭/০৩/২০২৫ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৫:০০টা পর্যন্ত
সম্পত্তির আইডি নং	আইডিআইবি ৫০২৫২৯৮৫৫৯১

দরদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী ওয়েবসাইট (https://www.ebkray.in) PSB Alliance Pvt Ltd. অনলাইনে দর দেওয়ার জন্য পরিদর্শন করার অনুরোধ করা হচ্ছে। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন ৮২৯১২২০২২০ এতে। রেজিস্ট্রেশন স্থিতি এবং ইএমডি স্থিতির জন্য দয়া করে ই-মেল করুন support.ebkray@psballiance.com-এ।
সম্পত্তিটির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তিটির ছবি এবং নিলামের শর্তাবলির জন্য দয়া করে https://www.ebkray.in-এ পরিদর্শন করুন এবং এই পোর্টাল সংক্রান্ত ব্যাখ্যার জন্য দয়া করে যোগাযোগ করুন PSB Alliance Pvt Ltd.-এ, যোগাযোগের নম্বর ৮২৯১২২০২২০।
দরদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, https://www.ebkray.in ওয়েবসাইটে সম্পত্তিটি খুঁজে পাওয়ার জন্য উপরে উল্লেখিত সম্পত্তি আইডি নংটি ব্যবহার করার জন্য।
তারিখ : ০৪.০২.২০২৫
স্থান : শিলিগুড়ি
অনুমোদিত আধিকারিক

কিউআর কোড

ব্যাংক ওয়েবসাইট www.indianbank.in	ই-অকশন ওয়েবসাইট	সম্পত্তির অবস্থান	সম্পত্তির ছবি

যোগাযোগের ব্যক্তি : ১) সুমন কুমার, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত আধিকারিক, মোবাইল নং- ৯০৮৩৭০১৮১৫

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

শিলিগুড়ি মেইন ব্রাঞ্চ : রজনী বাগান, হিলকার্ট রোড, নিয়ার ভেনাস মোড়, শিলিগুড়ি -৭৩৪০০১ (পব)
টেলি : (০৩৫৩) ২৩৪০১৯৭ * ই-মেল : S692@indianbank.co.in
পরিশিষ্ট-IV-A* (রুল ৮(৬) এর প্রতি অনুবিধি দেখুন)
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় নোটিশ

[illegible] নির্দিষ্টভাবে ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নবর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি বন্ধকী ঋণদাতাকে মর্টগেজ/চার্জড দেওয়া হয়েছে যার গঠনমূলক (প্রতীক) দখল ইন্ডিয়ান ব্যাংকের অনুমোদিত আধিকারিক শিলিগুড়ি মেইন ব্রাঞ্চ নিয়েছেন সেটি যেখানে যেমন আছে এবং যা কিছু আছে ভিত্তিতে ০৭.০৩.২০২৫ এতে টা: ১,০৫,২৮,৫১৪.০০ (এক কোটি পাঁচ লক্ষ আঠাশ হাজার পাঁচশত চোদ্দো টাকা) পুনরুদ্ধারের জন্য বিক্রয় করা হবে যা বন্ধকী ঋণদাতা ইন্ডিয়ান ব্যাংক শিলিগুড়ি মেইন ব্রাঞ্চে ১। মেসার্স রিদ্ধি এন্টারপ্রাইজেস (ঋণগ্রহীতা) যার রেজিস্টার্ড অফিস ২য় তল, সিটি প্লাজা, সেভক রোড, শিলিগুড়ি, জেলা-দার্জিলিং, পিন-৭৩৪০০১, ২। শ্রী সঞ্জয় শর্মা (ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতা), চৌতমল শর্মার পুত্র, গৌরী নিকেতন, কে সি দে রোড, সেবক রোড, শিলিগুড়ি, জেলা-দার্জিলিং, পিন-৭৩৪০০১, ৩। শ্রীমতী ইন্দ্রাবতী শর্মা (জামিনদার) ২৫১/১ সুকান্ত সরণি, মিলনপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৫১৩৩-এ বসবাসকারী, ৪. শ্রী রামকৃষ্ণ চৌধুরী (জামিনদাতা) ২৫১/১ সুকান্ত সরণি, মিলনপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৫১৩৩ 'এ বসবাসকারীর কাছে পাওনা রয়েছে।
ই-অকশন পদ্ধতিতে বিক্রয়ের জন্য আনীত সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে গণনা করা হল :

সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ	ফ্রি হোল্ড ফ্ল্যাটের সকল এবং অপরিহার্য অংশ যার আয়তন সুপার/কভার বিল্ড আপ এলাকা ৬৪৪ বর্গফিট যেটি চতুর্থ তল হোল্ডিং নং ৭২৪/২৩৬/১৬৭, প্লট নং ৮৭৬৩, খতিয়ান নং ৫৬৭৫, শিট নং ১৬, জে এল নং ১১০(৮০) গৌরী নিকেতনের অবস্থিত, বিপরীতে মহাবীর গেস্ট হাউস, কে সি দে রোড, ওয়ার্ড নং ১০, থানা শিলিগুড়ি, জেলা-দার্জিলিং, পিন-৭৩৪০০১ শ্রী সঞ্জয় শর্মার নামে আছে দ্রষ্টব্য টাইটেল দলিল নং I-৬৫২ তাং ০১.০৪.২০০৯ দ্বারা আবদ্ধ এবং সীমাবদ্ধ : উত্তর : খোলা জায়গা, এস এম সি রোড, (কে সি দে রোড), দক্ষিণ : শ্রী ললিত শর্মার ফ্ল্যাট এবং সিঁড়ি ব্লক, পূর্ব : শ্রী ললিত শর্মার ফ্ল্যাট, পশ্চিম : শ্রী প্রদীপ শর্মার ফ্ল্যাট
সম্পত্তির উপর ঝামেলা	জানা নেই
সংরক্ষিত মূল্য	টা: ২৫,৭৯,০০০.০০ (পঁচিশ লক্ষ উনআশি হাজার টাকা মাত্র)
ইএমডি পরিমাণ	টা: ২,৫৭,৯০০.০০ (দুই লক্ষ সাতান্ন হাজার নয়শত টাকা মাত্র)
দর বৃদ্ধির পরিমাণ	টা: ১০,০০০.০০ (দশ হাজার টাকা মাত্র)
ই-অকশনের তারিখ এবং সময়	০৭.০৩.২০২৫ এবং সকাল ১১:০০ থেকে বিকেল ০৫:০০ টা পর্যন্ত
প্রপার্টি আইডি নং	IDIB50258785196

দরদাতাদের আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী PSB Alliance Pvt. Ltd.'এর ওয়েবসাইট দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যাতে তারা অনলাইন দরে অংশগ্রহণ করতে পারেন। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন ৮২৯১২২০২২০ রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাস -এর জন্য অনুগ্রহ করে ই-মেল করুন support.ebkray@psballiance.com
সম্পত্তির বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবির জন্য এবং নিলামের নিয়ম এবং শর্তাবলির জন্য দেখুন https://www.ebkray.in এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন PSB Alliance Pvt. Ltd., কন্টাক্ট নং- ৮২৯১২২০২২০'এতে।
দরদাতাদের উপরোক্ত প্রপার্টি আইডি নম্বর সম্পত্তির জন্য অনুসন্ধান করার সময় https://www.ebkray.in ওয়েবসাইট দেখুন।
তারিখ : ০৪.০২.২০২৫
স্থান : শিলিগুড়ি
অনুমোদিত আধিকারিক

কিউআর কোড

ব্যাংক ওয়েবসাইট www.indianbank.in	ই-অকশন ওয়েবসাইট	সম্পত্তির অবস্থান	সম্পত্তির ছবি সমূহ

যোগাযোগের ব্যক্তি : ১। শ্রী সুমন কুমার, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার ও অনুমোদিত আধিকারিক, মোবাইল নং : ৯০৮৩৭০১৮১৫

ক্যানসার চিকিৎসায় নয়া দিগন্ত

নিউজব্যুরো

৫ ফেব্রুয়ারি : মঙ্গলবার ডিসান হাসপাতাল বিশ্ব ক্যানসার দিবস উদযাপন করে একগুচ্ছ আয়োজনের মাধ্যমে। মূল আকর্ষণ ছিল মিউজিক থেরাপির আনুষ্ঠানিক সূচনা। যা ডিসান হাসপাতালের সমন্বিত ক্যানসার চিকিৎসা উদ্যোগের এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন।

কণ্ঠশিল্পী স্বপ্না দে'র নেতৃত্বে গঠিত শিল্পীগোষ্ঠী 'ভোরের পাখি' তাঁদের সাংগীতিক মূর্ছনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেছিলেন। ডিসান হাসপাতালের চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর সজল দত্ত বলেন, 'আমরা সর্বদাই রোগীকে প্রাধান্য দিয়ে থাকি। ক্যানসারের চিকিৎসায় শারীরিক নিরাময়ের মানসিক ও আত্মিক শক্তিচর্চাও জরুরি। রোগীদের কথা ভেবে এই পদক্ষেপ।'

অনুষ্ঠানকে ঘিরে উপস্থিত জনতার মধ্যে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। ভবিষ্যতেও এ ধরনের আয়োজন করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট আগ্রহী।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ দেবান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ শ্রেয়া মল্লিক, ডাঃ দেবজ্যোতি মজুমদার, ডাঃ মনোরঞ্জন পি চৌহান, ডাঃ শর্মিষ্ঠা রায়, ডাঃ রামানুজ ঘোষ প্রমুখ।

দুই জেলায় উত্তপ্ত সীমান্ত

গঙ্গারামপুর ও হেমতাবাদ, ৫ ফেব্রুয়ারি : গত দু'দিন ধরে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের বাংলাদেশ সীমান্ত দুষ্কৃতীদের তাণ্ডবে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে।

প্রথম ঘটনায় বাংলাদেশি পাচারকারীর হামলায় জখম এক বিএসএফ জওয়ান। সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ এক বাংলাদেশি দুষ্কৃতী। আহত বিএসএফ জওয়ান ওরফেস কুমারের বাড়ি বীরভূম জেলার রামপুরহাট এলাকায়। গুলিবিদ্ধ বাংলাদেশির নাম মহম্মদ আলাউদ্দিন। ঘটনাটি ঘটেছে গঙ্গারামপুর থানার মল্লিকপুরে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে। আহত বিএসএফ জওয়ান ও গুলিবিদ্ধ বাংলাদেশির চিকিৎসা চলছে গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে।

বিএসএফ সূত্রে খবর, সোমবার গভীর রাতে একদল বাংলাদেশি পাচারকারী গঙ্গারামপুর ব্লকের সুকদেবপুর পঞ্চায়েতের মল্লিকপুর সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়া কেটে এপারে ঢুকে মাদক পাচারের চেষ্টা করে। ঘটনাটি নজরে আসতেই কর্তব্যরত বিএসএফ জওয়ানরা বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের রুখে দেয়।

অভিযোগ, এরপর মঙ্গলবার গভীর রাতে ফের একদল বাংলাদেশি দুষ্কৃতী মাদক পাচার ও ডাকাতির উদ্দেশ্যে মল্লিকপুর সীমান্ত দিয়েই ভারতে ঢোকার চেষ্টা করে। কুয়াশার মধ্যে বিষয়টি নজরে আসে কর্তব্যরত বিএসএফ জওয়ানদের। সে সময় বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা একজন জওয়ানকে ঘিরে ফেলে ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়। ঘটনায় গুরুতর জখম হয় ওই জওয়ান। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে দুষ্কৃতীদের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত হওয়া বেশ কিছু অস্ত্রশস্ত্র।

অভিযোগ, দুষ্কৃতীরা ওই জওয়ানের রাইফেল ছিনিয়ে নেওয়ারও চেষ্টা করে। সে সময় বিএসএফ গুলি চালায় বলে দাবি। এরপরে পিছু হটে দুষ্কৃতীরা। ভোর হলে দেখা যায় গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পড়ে রয়েছে বাংলাদেশি পাচারকারী মহম্মদ আলাউদ্দিন। বিষয়টি নজরে আসতেই ছুটে আসেন অন্য জওয়ানরা। তড়িঘড়ি আহত বিএসএফ জওয়ান ও পাচারকারীকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে। সেখানে তাদের চিকিৎসা চলছে। হাসপাতালে বিএসএফ জওয়ানদের মোতায়ন করে বিশেষ নজরদারি রাখা হচ্ছে।

ঘটনার প্রসঙ্গে জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তালের বক্তব্য, 'গঙ্গারামপুরের মল্লিকপুর বর্ডারে পাচারের চেষ্টা করায় বাধা দেওয়ায় এক বিএসএফ কর্মী পাচারকারীদের হাতে আক্রান্ত হয়েছেন। আহত এক বাংলাদেশি। আপাতত পরিস্থিতির স্বাভাবিক রয়েছে। পুরো বিষয়টির উপর নজর রাখা হচ্ছে।'

অন্যদিকে, উত্তর দিনাজপুরের হেমতাবাদ ব্লকের মাকরহাট বিওপির পর ফের সীমান্তে গোলমালের ছক কষে বাংলাদেশিরা। একের পর এক সুড়ঙ্গপথ তৈরি ও বেআইনিভাবে কংক্রিটের বাংকার তৈরির চেষ্টা। অভিযোগ, বিজিবির হয়ে বাংলাদেশের মহিলারাও বিএসএফের সঙ্গে গণ্ডগোল পাকানোর চেষ্টা করে। বাধ্য হয়ে এক কোম্পানি মহিলা জওয়ানকে ওই এলাকায় মোতায়েন করে বিএসএফ। যার জেরে বুধবার দিনভর সীমান্তে উত্তেজনা।

ঘটনায় রুখে দাঁড়ায় বিএসএফ। প্রায় দশ ঘণ্টা পর পিছু হটতে বাধ্য হয় বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড। গ্রামবাসীদের বক্তব্য, ইচ্ছাকৃতভাবে গণ্ডগোল পাকানোর চেষ্টা হচ্ছে। আর তাদের মদত দিচ্ছে বিজিবি। ভারতীয় ভূখণ্ডে থাকা সীমান্তবর্তী গ্রামের বাসিন্দাদের অভিযোগ, শুধু বেআইনি নির্মাণ নয়, জমির ফসল লুটেও বাংলাদেশি লুটেরাদের মদত দিচ্ছে সেই দেশের সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিজিবি। হেমতাবাদের মাকরহাটে বিওপি এলাকায় কুলিক নদীর ওপর বেআইনি সেতু ও সুড়ঙ্গপথ তৈরির চেষ্টা চালায় বিজিবি। বুধবার বিকেলে বিজিবি ও বিএসএফ ফ্ল্যাগ মিটিং করার পর উত্তেজনার পারদ খানিকটা কমছে।

রামসার সাইটে জুড়তে পারে রসিকবিলের নাম

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ৫ ফেব্রুয়ারি : রসিকবিল জলাভূমি সংরক্ষণে বিশেষ উদ্যোগ নিল রাজ্য সরকার। রামসার সাইট হিসেবে এই জলাভূমিকে তুলে ধরার চেষ্টা চলছে। বিষয়টি বিবেচনার জন্য কেন্দ্রীয় পরিবেশমন্ত্রকের কাছে প্রয়োজনীয় তথ্য পাঠানোর তোড়জোড় শুরু করেছে রাজ্যের পরিবেশ দপ্তর। অনুমোদন পেলে পূর্ব কলকাতার জলাভূমি এবং সুন্দরবনের পরে রাজ্যের তৃতীয় জলাভূমি হিসেবে রামসার সাইটে নাম জুড়তে পারে রসিকবিলের।

জলাভূমি সংরক্ষণের সঙ্গে রসিকবিলকে রামসার সাইট হিসেবে তুলে ধরার সম্পর্ক কোথায়? আসলে বিভিন্ন দেশের জলজ পরিবেশের গুরুত্বের ওপর নির্ভর করে আন্তর্জাতিক রামসার সাইটের স্বীকৃতি মেলে। ১৯৭১ সালে ইরানের রামসার শহরে একটি কনভেনশন স্বাক্ষরিত হয়। তা কার্যকর হয়েছিল ১৯৭৫ সালে। রামসার কনভেনশন হল জলাভূমি সংরক্ষণ ও ব্যবহারের জন্য একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি। এই কনভেনশনের উদ্দেশ্য মূলত জলাভূমিকে সংরক্ষণ করা ও সেই জলাভূমির উপরে স্থানীয় আঞ্চলিক ও জাতীয় স্তরের আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বাড়ানো। রামসার সাইটে রসিকবিলের নাম অন্তর্ভুক্ত হলে দেশ-বিদেশের পর্যটকদের কাছে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠবে সেটি। পাশাপাশি এলাকাবাসীর আর্থসামাজিক উন্নতি ঘটবে বলে আশা।

গত রবিবার বিশ্ব জলাভূমি দিবস উপলক্ষ্যে একটি প্রশাসনিক বৈঠকে রাজ্যের পরিবেশমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেছিলেন, 'রসিকবিলকে আমারা রামসার সাইট হিসাবে মনোনীত করেছি। সিদ্ধান্তটি কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনমন্ত্রকের কাছে অনুমোদনের জন্য এবং রামসার সাইটে অন্তর্ভুক্তির জন্য আবেদন জানানো হবে।'

রামসার কনভেনশনের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য যা যা বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন, সেসব রসিকবিলের রয়েছে কি না, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই খোঁজখবর

নেওয়া শুরু হয়েছে। পরিবেশমন্ত্রকের রসিকবিল জলাভূমির গুরুত্ব বিবেচনার পরেই তা রামসারে অন্তর্ভুক্তের ছাড়পত্রের জন্য পাঠানো হবে আন্তর্জাতিক রামসার কর্তৃপক্ষের কাছে। ছাড়পত্র পেলে ইউনেসকো রসিকবিলের জলজ প্রাণী ও জলাভূমি সংরক্ষণের জন্য আর্থিক সহযোগিতা করবে।

কোচবিহারের ডিএফও অসিতাভ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'রামসার সাইটে নাম তোলার জন্য রসিকবিল সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য ইতিমধ্যেই সরবরাহ করতে শুরু করেছি।'

পরিবেশপ্রেমী সংগঠন ন্যাশ গ্রুপের সম্পাদক অরূপ গুহ বলেন, 'রামসার সাইটে রসিকবিলের নাম অন্তর্ভুক্ত হলে দেশ-বিদেশের পর্যটকরা সেখানে আসবেন।'

ইটিপি বর্জ্য জল পুনর্ব্যবহারযোগ্য প্ল্যান্ট নির্মাণ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. কেওয়াইকিউ-সিডিও-ইটিপি-০২-আরইডি-২৪-২৫ তারিখঃ ৩১-০১-২০২৫। [illegible] টেন্ডার মূল্য: ৩,৩৫,৯৩,০৩২.৭৭/- টাকা। বায়না রাশি: ৩,২৭,৯০০/- টাকা। [illegible] www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
[illegible]
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং.: ই-এলএমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৩৩৯, তারিখ: ০৪.০২.২০২৫, [illegible]
MLD-213/2024-25
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in - এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

SILIGURI MAHAKUMA PARISHAD
Haren Mukherjee Road, Hakim Para
Siliguri-734001

NIeT No.-38-DE/SMP/2024-25

On behalf of Siliguri Mahakuma Parishad, e-tender is invited by District Engineer, SMP, from bonafide resourceful contractors for different electrical works under Siliguri Mahakuma Parishad.
Start date of submission of bid : 06.02.2025 at 11.30 am (server clock)
Last date of submission of bid : 12.02.2025 up to 03.30 pm (server clock)
All other details will be available from SMP Notice Board. Intending tenderers may visit the website, namely- http://wbtenders.gov.in for further details.

Sd/-
DE, SMP

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে ট্র্যাক সার্কিটের ব্যবস্থা করা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. এসএন্ডটি/এপিডিজে /২৩ তারিখঃ ০৩-০২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার সংখ্যা. এপি-এসটি-২৩-২০২৪-২৫। কাজের নামঃ আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে বিন্নাগুড়ি স্টেশনে এল/৩ এবং এল/৪ এর মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এমএসডিএসি ব্যবহার করে ট্র্যাক সার্কিটের ব্যবস্থা করা। টেন্ডার রাশিঃ ১,১৭,৫৭,৭০২/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,০৮,৮০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৮-০২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা হবেঃ ২৮-০২-২০২৫ তারিখের ই-টেন্ডার বন্ধ হওয়ার পরে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (এসএন্ডটি), আলিপুরদুয়ার মণ্ডল
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

e-TENDER NOTICE

Executive Officer, Jalpaiguri Municipality invited e-tender vide N.I.T. No:-
1) WBMAD/JM/CH/eNIT-28/2024-25
Memo No. 3486 Dated: 04/02/2025
(Tender Id: 2025_MAD_810664_1)
2) WBMAD/JM/CH/eNIT-29/2024-25
Memo No. 3487 Dated: 04/02/2025
(Tender Id: 2025_MAD_810684_1)
Last date of bidding (On line) dated: 21/02/2025 at 6:55 PM
Details of which are available in the web portal www.wbtenders.gov.in & www.jalpaigurimunicipality.org & in the office of the undersigned during the office hours.

Sd/- Executive Officer,
Jalpaiguri Municipality

SILIGURI MAHAKUMA PARISHAD
Haren Mukherjee Road,
Hakimpara, Siliguri-734001

NIeT No.-37-DE/SMP/2024-25

On behalf of Siliguri Mahakuma Parishad, e-tender is invited by District Engineer, SMP, from bonafide resourceful contractors for different civil works under Siliguri Mahakuma Parishad.

For NIeT No.-37-DE/SMP/2024-25 (for work sl. No. 1 to 3)
Start date of submission of bid : 06.02.2025 at 11.30 am (server clock). Last date of submission of bid : 12.02.2025 upto 03.30 pm (server clock)

For NIeT No.-37-DE/SMP/2024-25 (for work sl. No. 4)
Start date of submission of bid : 06.02.2025 at 11.30 am (server clock). Last date of submission of bid : 19.02.2025 upto 03.30 pm (server clock)
All other details will be available from SMP Notice Board. Intending tenderers may visit the website namely-**http://wbtenders.gov.in** for further details.

Sd/- DE, SMP

PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA HASIMARA
পি এম শ্রী কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় হাসিমারা
জেলা : আলিপুরদুয়ার পিন : 735215

NOTICE REGARDING WALK-IN INTERVIEW FOR VARIOUS POSTS IN PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA HASIMARA (2025-2026)

শিক্ষক প্রয়োজন (প্রয়োজন অনুযায়ী)
PGT : Maths, Chemistry, Biology, Commerce, Pol Science. TGT : English, Math, Social Science. PRT, Vocational Coach (Sports and Yoga), Computer Instructor, Counsellor, Special Educator, Nurse, Bal-Vatika Teacher (NTT)
উপরিউক্ত সকল পদের জন্য আগামী 12.02.2025 তারিখে walk in interview আয়োজিত হতে চলেছে। উক্ত walk in interview-টি পি এম শ্রী কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় হাসিমারায় অনুষ্ঠিত হবে। ফর্ম পূরণ করার জন্য বিদ্যালয় ওয়েবসাইট লিংক (https://hasimara.kvs.ac.in)এ দেওয়া যোগ্যতা এবং মানদণ্ডের তথ্য অনুসরণ করুন। Reporting time for interview is 8.00 am.

প্রিন্সিপাল
পি এম শ্রী কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় হাসিমারা

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘরঃ ঝলঝলিয়া, জেলাঃ মালদা, পিনঃ ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) (অকশন পরিচালনাকারী আধিকারিক) এতদ্বারা মালদা ডিভিসনে এসএলআর-তে পার্সেল স্পেস পরিচালনার জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। ই-অকশন ক্যাটালগ www.ireps.gov.in-তে প্রকাশিত হয়েছে।
[illegible]
(৬) ১২৩৩৫/১২৩৩৬ ডিপি-১-বিজিপি-এলটিটি-২৫-১ (পার্সেল-পার্সেল ভ্যান)।
অকশন শুরু: ১৪.০২.২০২৫ তারিখ সকাল ১১.৪৫ মিনিট। আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে সম্ভাব্য বিডদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে।
MLD-211/2024-25
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ইএল/২৯/আরটি২১_২০২৪/কে/১২২৩, তারিখ : ০৩-০২-২০২৫; টেন্ডার নং. : আরটি২১_২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার [illegible]
পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সিনিয়র ডিইই (জি এন্ড সিএইচডি.), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

অ্যাফিডেভিট

আমি সুমন গোয়েল, স্বামী গৌরব হানসারিয়া, ঠিকানা- গায়েত্রী ভবন, শিল্প সমিতি পাড়া, জলপাইগুড়ি, পশ্চিম বাংলা-735101 নোটারি পাবলিক ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট-এর অ্যাফিডেভিট দ্বারা সুমন গোয়েল হানসারিয়া নামে পরিচিত হলাম। অ্যাফিডেভিট নম্বর 32AA841114 Dated 04 Feb 2025 সুমন গোয়েল ও সুমন গোয়েল হানসারিয়া একই ব্যক্তি। (C/114709)

I, Md Rabiul Hoque, residing at Vill- Uttar Paranpur, P.O.- Charolmoni, P.S.- Chanchal, Dt.- Malda (W.B.) do here by declared at EM Chanchal Court that in my daughter's (Tahera Khatun) Admit Card of W.B.B.S.E vide Roll 805892N No. 007, my name has been recorded as Rabiul Islam that Md Rabiul Hoque & Rabiul Islam is the same and one identical person. (S/T)

ভাড়া

Single Room ঘর ভাড়া চাই শিলিগুড়িতে Ph : 9733395611. (C/114822)

লোন

পার্সোনাল, মর্টগেজ, হাউসবিল্ডিং, জমি, বাড়ি, ফ্ল্যাট কেনার ও Car লোন করা হয়। শিলিগুড়ি (M) 97751-37242. (114822)

কর্মখালি

অফিসে পার্ট টাইম/ফুলটাইম কাজের জন্য পুরুষ কর্মী প্রয়োজন। শীঘ্রই যোগাযোগ - 8017337055. (A/M)

টিউশন

Coaching for Assistant Engineer (Civil) for P.S.C. M : 6295834400. (C/114921)

বিক্রয়

Sale, Leyland Ecomet 1215-2023-WB-73-G-6172, Ph : 3552291151. (C/114939)

শিলিগুড়ি শক্তিগড়ে New 1BHK 2nd ফ্লোর ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। (M) 9126081729. (C/114819)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৪৬০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৫০০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮০৮০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৬২০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৬৩০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : প্রেমে ভুল বোঝাবুঝি কাটবে। শরীর নিয়ে অযথা দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ করুন। বৃষ : রাস্তায় চলাফেরায় সতর্ক থাকুন। না বুঝে কোনও নতুন কাজে হাত দেবেন না। মিথুন : পরিবার নিয়ে বেড়াতে গিয়ে আনন্দ। রাস্তায় বিবাদ বিতর্ক এড়িয়ে চলুন। কর্কট : নতুন কোনও কাজ আজ শুরু করলে সাফল্য পাবেন। বিদেশে যাওয়ার বাধা কাটবে। সিংহ : পাওনা আদায়ে জোর করতে যাবেন না। শিল্পী ও খেলোয়াড়রা আজ নতুন সুযোগ পাবেন। কন্যা : বাবার শরীরের দিকে নজর দিন। যেচে কাউকে উপদেশ দিতে যাবেন না। তুলা : বহুজাতিক কোম্পানিতে চাকরি সুযোগ মিলতে পারে। সন্ধের পর বাড়িতে অতিথি সমাগমে আনন্দ। বৃশ্চিক : কর্মপ্রার্থীরা সুখবর পাবেন। রাজনৈতিক নেতারা আজ কথাবার্তা খুব ভেবেচিন্তে বলুন। ধনু : সামান্যেই সন্তুষ্ট থাকুন। বাড়িতে নতুন সদস্যের আগমনে আনন্দ। প্রেমে শুভ। মকর : ব্যবসার জন্য ব্যাংক ঋণ মঞ্জুর হতে পারে। কাউকে বিশ্বাস করে নিজের কোনও কথা বলবেন না। কুম্ভ : জমি, বাড়ি কেনার আগে পরিবারের সঙ্গে আলোচনা করুন। একাধিক উপায়ে আয়ের পথ খুলবে। মীন : বেহিসেবি খরচে রাশ টানুন। কোনও আত্মীয়ের কূটচালে দাম্পত্যে অশান্তি।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৩ মাঘ, ১৪৩১, ভাঃ ১৭ মাঘ, ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫, ২৩ মাঘ, সংবৎ ৯ মাঘ সুদি, ৭ শাবান। সূঃ উঃ ৬।২০, অঃ ৫।২৩। বৃহস্পতিবার, নবমী রাত্রি ১২।৫১। কৃত্তিকানক্ষত্র রাত্রি ৯।৪৩। ব্রহ্মযোগ রাত্রি ৯।৪। বালবকরণ দিবা ১।৫৫ গতে কৌলবকরণ রাত্রি ১২।৫১ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রবির দশা, রাত্রি ৯।৪৩ গতে নরগণ বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, রাত্রি ৯।৪৩ গতে দোষ নাই। যোগিনী- পূর্বে, রাত্রি ১২।৫১ গতে উত্তরে। কালবেলাদি ২।৩৮ গতে ৫।২৩ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।৫২ গতে ১।২৯ মধ্যে। যাত্রা- নাই, রাত্রি ১।২৯ গতে যাত্রা মধ্যম দক্ষিণে নিষেধ। শুভকর্ম- রাত্রি ১।২৯ গতে গর্ভাধান। বিবিধ (শ্রাদ্ধ) নবমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। শ্রীশ্রী অনুকূল চন্দ্রের ৫৭ তম তিরোভাব তিথি। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৭।৩৫ মধ্যে ও ১০।৪০ গতে ১২।৫৮ মধ্যে। অমৃতযোগ- রাত্রি ১।৪ গতে ৩।৩৩ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

তিস্তায় ড্রেজিংয়ে খরচ ৫৬৭ কোটি

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৫ ফেব্রুয়ারি : সেবক থেকে ময়নাগুড়ির বাকালি পর্যন্ত তিস্তায় ড্রেজিং করবে রাজ্য সরকার। খুব শীঘ্রই ড্রেজিংয়ের বিস্তারিত পরিকল্পনা জানানো হবে রাজ্যের তরফে। আগামী বছর বর্ষার আগেই এই ড্রেজিংয়ের কাজ শেষ করতে চায় রাজ্য। কলকাতা থেকে রাজ্যের সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া জানিয়েছেন, সেচ দপ্তরের উত্তর-পূর্ব বিভাগ থেকে গত সেপ্টেম্বরেই রাজ্য সেচ দপ্তরে তিস্তায় ড্রেজিং করার জন্য ডিপিআর পাঠিয়েছিল। তিস্তা ৩২ কিলোমিটার নদীবক্ষ ড্রেজিং করতে খরচ ধরা হয়েছে ৫৬৭ কোটি টাকা। তবে খরচ কিছু বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

২০২৩ সালের অক্টোবরে সিকিমের লোনাক লেক বিপর্যয়ের পর তিস্তায় বিপুল পরিমাণ বালি-নুড়ি-বোল্ডার নেমে এসে নদীগর্ভ উঁচু করে তুলেছে। সেচ দপ্তরের উত্তর-পূর্ব বিভাগ থেকে তিস্তায় সমীক্ষা করে ডিপিআর করা হয়েছিল। সেখানেই পরিকল্পনা করা হয়, তিস্তার গভীরতা বাড়াতে ড্রেজিং করা হবে। সেচ দপ্তরের এস্টিমেট অনুযায়ী, তিস্তায় প্রায় ৩২ কিমি নদীবক্ষই ড্রেজিং করতে খরচ হবে ৫৬৭ কোটি টাকা। তিস্তার বুকে জমে থাকা মাঝারি ও মিহি বালির গুণমান পরীক্ষা করে নির্মাণকাজে ও ভরাটের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

রাজ্য সেচ দপ্তরে ডিপিআর পাঠানোর পর ড্রেজিং নিয়ে রাজ্য কী সিদ্ধান্ত নেয় সেদিকেই তাকিয়ে ছিল দপ্তরের উত্তর-পূর্ব বিভাগ। রাজ্য থেকে প্রাথমিক সবুজ সংকেত আসায় আসন্ন বর্ষার তিস্তা নিয়ে দুশ্চিন্তা অনেকটাই কমবে বলে মনে করছেন সেচ দপ্তরের উত্তর-পূর্ব বিভাগের চিফ ইঞ্জিনিয়ার কৃষ্ণেন্দু ভৌমিক।

ডিপিআর অনুযায়ী, সেবক থেকে ময়নাগুড়ির ধর্মপুরের কাছে বাকালি পর্যন্ত তিস্তার ২০টি স্পটে ড্রেজিং করা হবে। নদীবক্ষ থেকে প্রায় ২০ কোটি ২০ লক্ষ কিউবিক মিটার অর্থাৎ ৭ কোটি ১৩ লক্ষ ৩৫ হাজার টন বালি তোলা যাবে। এছাড়া বোল্ডারও তোলা হবে।

সেচমন্ত্রী বলেন, 'তিস্তায় ড্রেজিং করা নিয়ে আমরা বিস্তারিত পরিকল্পনা করেছি। সেচ দপ্তর নিজেরা করলে কীভাবে ড্রেজিং করা হবে সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। নয়তো রাজ্যের মিনারেল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ট্রেডিং কর্পোরেশনকে দিয়ে ড্রেজিং করানোর কথাও ভাবা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে শীঘ্রই কথা বলে খুব তাড়াতাড়ি তিস্তায় ড্রেজিং করার কাজ শুরু করা হবে।'

কিন্তু ড্রেজিংয়ের পর কোথায়, কীভাবে নিয়ে যাওয়া হবে এই বিপুল পরিমাণ বালি? সেচ দপ্তরের কর্তারা জানিয়েছেন, তিস্তা থেকে বালি তোলার পর কোনও এজেন্সিকে দিয়ে বিক্রি করে দেওয়া ছাড়া বিকল্প রাস্তা নেই। এক্ষেত্রে রাজ্যের নিজেদের মাইনস অ্যান্ড মিনারেল দপ্তরের সহযোগিতা নিয়ে তাদের মাধ্যমেই এজেন্সিকে দিয়ে তিস্তার বালি বিক্রি করা যেতে পারে। সেচ দপ্তর তিস্তার বালি পরীক্ষা করে এই মিহি ও মাঝারি ধরনের বালি নির্মাণশিল্পে বা যে কোনও ভরাটের কাজে আসতে পারে বলে জানতে পেরেছে। রাজ্যের মাইনস অ্যান্ড মিনারেল কর্পোরেশনের থেকেও মতামত নেওয়া হতে পারে।

সেচ দপ্তরের উত্তর-পূর্ব বিভাগের চিফ ইঞ্জিনিয়ার জানান, তিস্তার নদীগর্ভ ভরাট হওয়ায় নদীর জলধারণ ক্ষমতা অনেকটাই কমেছে। ফলে বর্ষায় জল সামান্য বাড়লেই অসংরক্ষিত এলাকায় তিস্তার জল ঢুকছে। ওদলাবাড়ি, টটগাঁও, চ্যাংমারি, লালটংবিস্ত, মিলনপল্লি, বীরেনবিস্ত, পাহাড়পুর, বাসুসুবা, দোমোহনি, প্রেমগঞ্জ, বাকালির মতো জায়গাগুলিতে তিস্তা নদীবক্ষ পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে উঁচু হয়ে গিয়েছে। তাই নদীবক্ষে কোথাও কোথাও ৪০০ মিটার চওড়া এবং ০.৭৬২ মিটার গভীর পর্যন্ত বালি তুলতে হবে।

এক ফ্রেমে উত্তরের দুই রত্ন। পদ্ম পুরস্কারের জন্য মনোনীত নগেন্দ্রনাথ রায়ের বাড়িতে বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ স্বপ্না বর্মন। বুধবার।

জবরদখলেও বিচলিত প্রধান বিচারপতি

আদালত চত্বরে নিরাপত্তায় উদ্বেগ

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ৫ ফেব্রুয়ারি : রাজ্যের জেলা স্তরের বিচার ব্যবস্থাকে আরও মসৃণ করতে মুখ্যমন্ত্রীকে অর্থ বরাদ্দের আর্জি জানালেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম। বুধবার ইসলামপুর আদালতে দুটি কোর্ট রুমের ভার্চুয়াল উদ্বোধনের পর ১৫ মিনিটের বক্তব্যে তিনি এই আর্জি রাখেন। সেইসঙ্গে আদালত পরিসরে জবরদখল এবং যত্রতত্র পার্কিং নিয়েও তিনি মত প্রকাশ করেছেন। কিছুদিন আগে পাঞ্জিপাড়ায় পুলিশের ওপর গুলি চালিয়ে পালানোর অভিযোগ ওঠে এক বিচারাধীন বন্দির বিরুদ্ধে। পরে সাজ্জাক আলম নামে ওই দুষ্কৃতীর মৃত্যু হয় পুলিশের এনকাউন্টারে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, সাজ্জাককে ইসলামপুর আদালত চত্বরেই আগ্নেয়াস্ত্র সরবরাহ করা হয়েছিল।

এদিনের অনুষ্ঠানে উত্তর দিনাজপুরের ডিস্ট্রিক্ট জজ পার্থপ্রতিম চক্রবর্তী বলেছেন, 'আদালতের নিরাপত্তার বিষয়টি সম্পর্কে হাইকোর্টকে অবগত করা হয়েছে। পুলিশের শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গেও এনিয়ে কথা হয়েছে।'

এদিনের অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেছিলেন হাইকোর্টের বিচারপতি অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়, আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক সহ অন্যরা। সরাসরি উপস্থিত ছিলেন জেলা বিচারক, মন্ত্রী গোলাম রব্বানি, রায়গঞ্জ রেঞ্জের ডিআইজি সুধীরকুমার নীলকান্তম, মহকুমা শাসক প্রিয়া যাদব সহ অন্যরা।

উদ্বোধন হওয়া নতুন কোর্ট রুমে বিচারক, মন্ত্রী সহ অন্যরা। বুধবার।

প্রধান বিচারপতি বলেছেন, 'জেলার বিচার ব্যবস্থা সামগ্রিক বিচার ব্যবস্থার মেরুদণ্ড। ইসলামপুর আদালতে লিফট সহ পরিকাঠামোগত উন্নয়নের বিষয়টি অগ্রাধিকার দিয়ে দেখতে আমি আইনমন্ত্রীকে অনুরোধ করব।'

তাঁর সংযোজন, 'আমাদের রাজ্যে জেলা আদালতগুলিতে জায়গার অভাব রয়েছে। যদিও তার মধ্যেও বিচার ব্যবস্থার কাজ ভালোভাবেই চলছে। কিন্তু ফান্ডের অভাব আমার নজরে আনা হয়েছে। এমনও নজির রয়েছে, যেখানে বিচারকদের নিজেদের অর্থ খরচ করতে হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জেলা স্তরের আদালতগুলির জন্য প্রয়োজনীয় ফান্ড অনুমোদনের আর্জি জানাচ্ছি।' জবরদখল নিয়ে প্রধান বিচারপতির মন্তব্য, 'আদালত চত্বরে জবরদখল এই রাজ্যে আমি যেমন দেখেছি, দেশের অন্য কোথাও তা দেখিনি। আইনজীবীদের অনুরোধ করব এ বিষয়ে সকলে সতর্ক থাকবেন।' অনুষ্ঠান শেষে জেলা বিচারক, মন্ত্রী, পুলিশ ও প্রশাসনের কর্তারা কোর্ট রুম ঘুরে দেখেন এদিন।

স্মারকলিপি

ফাঁসিদেওয়া, ৫ ফেব্রুয়ারি : সাম্মানিক বৃদ্ধি সহ একাধিক দাবিতে স্মারকলিপি দিল পশ্চিমবঙ্গ অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকা কল্যাণ সমিতি। বুধবার দপ্তরের আধিকারিক কর্মা ভুটিয়ার কাছে দাবিপত্রটি তুলে দেন সংগঠনের সদস্যরা। তাঁদের অভিযোগ, অন্য রাজ্যের তুলনায় এরাজ্যে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাদের সাম্মানিক কম। সেন্টারের সমস্ত তথ্য অনলাইন পোর্টালে নথিভুক্ত করার জন্য ফোন বাবদ সরকার যে অর্থবরাদ্দ করেছে তা চার বছর ধরে আটকে আছে। এছাড়াও জানুয়ারি মাসের সাম্মানিক কর্মী এবং সহায়িকারা এখনও পাননি। সংগঠনের রাজ্য কমিটির কার্যনির্বাহী সভাপতি মৌসুমি ঘোষ ধর বলেন, 'কর্মী ও সহায়িকাদের সাম্মানিক বাড়িয়ে ২১ ও ১৮ হাজার টাকা, স্থায়ীকরণ, পেনশন সহ আরও বিভিন্ন দাবি নিয়ে এদিন সিডিপিওকে স্মারকলিপি দিলাম।'

সিডিপিও বলেন, 'কর্মী ও সহায়িকাদের তরফে আমাকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। দাবিপত্র ওপরমহলে পাঠানো হবে।'

নেশার আসরে ক্ষোভ

শিলিগুড়ি, ৫ ফেব্রুয়ারি : বাড়িতে নেশার আসর, ওই আসরে প্রতিদিনের গণ্ডগোল, ফলে অতিষ্ঠ এলাকার সাধারণ মানুষ। কিন্তু সাহুডাঙ্গি সংলগ্ন নাওয়াপাড়ার শান্তিপুরের বাসিন্দারা ইচ্ছে থাকলেও প্রতিবাদ করার সাহস দেখান না। কেন না, প্রতিবাদ করতে গেলেই পালটা ফাঁসিয়ে দেওয়ার হুমকি জোটে। ফলে এমন নানান অসামাজিক কাজের সঙ্গে যুক্ত এক মহিলার 'প্রভাব' নিয়ে এলাকায় রয়েছে বিভিন্ন চর্চা। সোমবার একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে নতুন করে স্থানীয়দের সঙ্গে ওই মহিলার বচসা বাধে। তবে স্থানীয়দের বিরুদ্ধেই বিস্তর অভিযোগ তুলে এনজেপি থানায় পৌঁছে যান ওই মহিলা। যদিও পালটা অভিযোগ এনেছেন স্থানীয়রা। অভিযোগ ও পালটা অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। স্থানীয় সুরঞ্জন সরকারের অভিযোগ, 'ওই বাড়িতে প্রায়শই গণ্ডগোল হচ্ছে। আমরা বোঝাতে গেলে মহিলা আমাদের ওপর চড়াও হয়ে ওঠে। ভিত্তিহীন সব অভিযোগ তুলছেন তিনি।' যদিও ওই মহিলার বক্তব্য, 'যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে।' স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য স্বপ্না সিংহ রায় বলেন, 'যতদূর শুনেছি ঝামেলা একটা হয়েছে, পরবর্তীতে মিটে গিয়েছে।'

সাইকেল র‍্যালি

শিলিগুড়ি, ৫ ফেব্রুয়ারি : পথ নিরাপত্তা নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে আয়োজিত সাইকেল র‍্যালি বুধবার শিলিগুড়িতে এসে পৌঁছাল। কলকাতা ট্রাফিক হেডকোয়ার্টার এবং কলকাতা ফুটবল লাভার্সের তরফে এই র‍্যালির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ২৯ জানুয়ারি কলকাতা থেকে এর সূচনা হয়। অংশ নেন প্রায় ২৫ জন ক্রীড়াবিদ। বুধবার র‍্যালি শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের মাঠে এসে পৌঁছায়। তাদের স্বাগত জানাতে মাঠে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর, ডেপুটি পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর, অতিরিক্ত ডেপুটি পুলিশ কমিশনার অভিষেক মজুমদার সহ অন্যরা।

জখমের মৃত্যু

ফাঁসিদেওয়া, ৫ ফেব্রুয়ারি : নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেতু থেকে পড়ে জখম বাইকচালকের মৃত্যু হল। মৃতের নাম সোম মার্ডি (২০)। তিনি ঘোষপুকুরের বাকুলাইনের বাসিন্দা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার গভীর রাতে ঘোষপুকুরের লালগদির কাছে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন সোম মার্ডি ও বাইক আরোহী অপর এক তরুণ সুনীল হেমব্রম। তাঁরা গুরুতর জখম হন। পরে ঘোষপুকুর ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে জখমদের উদ্ধার করে। মঙ্গলবার রাতে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সোমের মৃত্যু হয়েছে। মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

জেল হেপাজত

শিলিগুড়ি, ৫ ফেব্রুয়ারি : পুরনিগমের ১ নম্বর ওয়ার্ডের সাহানিপট্টিতে মা'কে খুনে অভিযুক্ত ছেলে অজিত মল্লিকের জেল হেপাজত হল। বুধবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে এই নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। প্রধাননগর থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, অজিতকে পাকড়াও করে আনার পর তাকে বারবার বলতে শোনা গিয়েছে, 'আমিই মাকে খুন করেছি। কীভাবে খুন করে দিলাম, এখনও বুঝে উঠতে পারলাম না।'

আন্দোলনের ডাক কংগ্রেসের

চোপড়া, ৫ ফেব্রুয়ারি : চোপড়া ব্লকের চন্দন সহ একাধিক বন্ধ বাগান চালুর দাবিতে আন্দোলনের ডাক দিয়েছে ব্লক কংগ্রেস। এলাকায় একাধিক বন্ধ বাগানে জমি হস্তান্তরের ব্যাপারে শাসকদলের স্থানীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তোলার পাশাপাশি বন্ধ বাগান চালুর দাবিতে বৃহস্পতিবার দাসপাড়ায় মিছিল ও পথসভার

চোপড়া

আয়োজন করেছে ব্লক কংগ্রেস। পাশাপাশি বন্ধ বাগান রক্ষণাবেক্ষণের দাবি জানিয়ে দাসপাড়া ফাঁড়িতে স্মারকলিপি দেওয়া হবে।

কংগ্রেস নেতা অশোক রায় বলেন, 'ব্লক কংগ্রেস ও দলের জেলা শ্রমিক সংগঠনের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার মিছিল ও পথসভা করা হবে। পরবর্তীতে ইসলামপুর মহকুমা শাসকের দপ্তরে এ ব্যাপারে আন্দোলনের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।'

কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় চেয়ে আনন্দের চিঠি

ভোটে পদ্মের প্রতিশ্রুতি এখনও অধরা

শিলিগুড়ি ও বাগডোগরা, ৫ ফেব্রুয়ারি : উত্তরবঙ্গে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবি নতুন নয়। তেমনভাবেই ভোট এলেই এইমসের ধাঁচে হাসপাতালের মতো কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রসঙ্গ সামনে নিয়ে আসে বিজেপি। কিন্তু এমন দাবিকে মান্যতা যে দেয় না কেন্দ্র, প্রমাণিত বছরের পর বছর কেটে যাওয়ার মধ্যে দিয়ে। যেমন, এবারের বাজেটের আগেও কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে প্রত্যাশা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে তাঁর বাজেটে এই প্রসঙ্গে একটি শব্দ খরচ করেননি কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। স্বাভাবিকভাবেই ফের হতাশ উত্তর। এমন পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় তৈরির দাবিকে সামনে রেখে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে চিঠি লিখলেন মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ক আনন্দময় বর্মন। কেন শিলিগুড়িতে এমন বিশ্ববিদ্যালয় প্রয়োজন, নিজের চিঠিতেও তা উল্লেখ করেছেন বিধায়ক। তাঁর বক্তব্য, 'বাজেটের বাইরেও প্রয়োজনভিত্তিক অনেক সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। যা নানান উন্নয়নমূলক কাজের মধ্যে প্রমাণিত। শিক্ষাখাতে যে বাজেট হয়েছে, তার থেকেও বিশ্ববিদ্যালয় হতে পারে। আশা করছি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী বিষয়টিতে নজর দেবেন।'

দার্জিলিংয়ে হবে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়। '১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের সময় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিজেপি। শিক্ষার মান বাড়বে, এই আশায় সমতলের পাশাপাশি পাহাড়ের পড়ুয়াদের বড় অংশের ভোট পড়েছিল রাজু বিস্টের পক্ষে। '২১-এর বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারেও পাহাড় এবং সমতলে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে গুরুত্ব দিয়েছিল পদ্ম শিবির। কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আশ্বাস বাদ যায়নি '২৪-এর ভোটেও। কিন্তু এখনও পর্যন্ত এব্যাপারে কোনও উদ্যোগ নেয়নি কেন্দ্র। বর্তমানে কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী বালুরঘাটের সাংসদ ও বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। কিন্তু শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী উত্তরবঙ্গের সাংসদ হওয়ার পরেও আগামী অর্থবর্ষের বাজেটে উত্তরে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে অর্থের কোনও সংস্থানই রাখেননি নির্মলা সীতারামন। বিজেপি একই দাবি বারবার তুললেও, এখনও পর্যন্ত বিষয়টি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার কোনও বৈঠকেই ওঠেনি।

> বাজেটের বাইরেও প্রয়োজনভিত্তিক অনেক সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। যা নানান উন্নয়নমূলক কাজের মধ্যে প্রমাণিত। শিক্ষাখাতে যে বাজেট হয়েছে, তার থেকেও বিশ্ববিদ্যালয় হতে পারে। আশা করছি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী বিষয়টিতে নজর দেবেন।
>
> **আনন্দময় বর্মন** *বিধায়ক*

ফলে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীকে আনন্দময়ের পাঠানো চিঠি নতুন প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। এক বছর পর রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন থাকাতেই কি মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়কের এমন চিঠি? ভোটের জন্য তাঁর চিঠি মানতে না চাইলেও, এই দাবি যে দীর্ঘদিনের, তা অস্বীকার করেননি তিনি। তাঁর বক্তব্য, 'রাজ্যে একটি মাত্র কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। কিন্তু বীরভূমে থাকা বিশ্বভারতী দক্ষিণবঙ্গে হওয়ায় দূরত্বের কারণে সেখানে উত্তরবঙ্গের অনেকেই যেতে পারেন না। ফলে উত্তরবঙ্গের জন্য পৃথক একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রয়োজন এবং তার জন্য আদর্শ জায়গা শিলিগুড়ি মহকুমা।' তিনি বলেছেন, 'শিলিগুড়িতে এমন বিশ্ববিদ্যালয় হলে উত্তরবঙ্গের পাশাপাশি বিহার ও ঝাড়খণ্ড উপকৃত হবে।'

বাল্যবিবাহ রুখতে শিবির

শিলিগুড়ি, ৫ ফেব্রুয়ারি : বাল্যবিবাহ রুখতে বুধবার সাহুডাঙ্গিহাট পিকে রায় হাইস্কুলে একটি শিবির হল। শিলিগুড়ি কলেজের সেন্টার ফর উইমেন্স স্টাডিস, আইকিউএসি ও এনএসএস ইউনিট-২'এর যৌথ উদ্যোগে শিবিরটি হয়েছে। পিকে রায় হাইস্কুলের শ'খানেক ছাত্রীর সামনে বাল্যবিবাহের কুফলের বিষয়টি তুলে ধরা হয়। শোনা হয় তাঁদের বিভিন্ন সমস্যার কথাও। শিবির শেষে এদিন সাহুডাঙ্গি এলাকায় একটি র‍্যালি করা হয়েছে। পাশাপাশি স্থানীয় পাঘালুপাড়াতে বাড়ি বাড়ি সচেতনতামূলক প্রচার চালানো হয়। স্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রদীপ চৌধুরী বলেন, 'এ বিষয়ে অভিভাবক এবং স্থানীয়দের সচেতন হতে হবে।'

মাদক সহ গ্রেপ্তার দুই

নকশালবাড়ি, ৫ ফেব্রুয়ারি : পুলিশের অভিযানে মাদক সহ গ্রেপ্তার কার্সিয়াংয়ের দুই তরুণ। মঙ্গলবার রাতে নকশালবাড়ি থানার কলাবাড়িতে ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের নাম স্যামুয়েল রিশন্ত সিং ও অনিমেষ ছেত্রী। তাদের হেপাজত থেকে ২৬ গ্রাম ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ধৃতরা জেরায় জানিয়েছে, ওই মাদক পানিট্যাঙ্কি থেকে কার্সিয়াংয়ে বিক্রির উদ্দেশ্যে নিয়ে যাচ্ছিল তারা। এদিন নকশালবাড়ি থানার পুলিশ দুজনকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠায়। বিচারক চারদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট

চোপড়া, ৫ ফেব্রুয়ারি : বৃহস্পতিবার চোপড়া থানার কাঁচাকালী বাজার এলাকায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক মহিলার। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ওই মহিলার নাম রীতা ভগৎ (৩০)। এদিন বাড়িতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন ওই মহিলা। ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ময়নাতদন্তের জন্য দেহটি ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। ঘটনায় ব্যাপক হইচই পড়েছে এলাকায়।

আমরা কাজ করি আনন্দে...

সবে মিলে করি কাজ।। মোহরগাঁও-গুলমা চা বাগানের মেইন রোডে খোশমেজাজে রাস্তার কাজে মহিলা শ্রমিকরা। (ডানে) সুকনা রোডে পুরুষ রংমিস্ত্রিরা। বুধবার সূত্রধরের তোলা ছবি।

বাপের বাড়ি গিয়ে অন্য একজনকে বিয়ে স্ত্রীর

বিরহে 'আত্মঘাতী' তরুণ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৫ ফেব্রুয়ারি : স্ত্রী ছয় মাসের সন্তানকে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে গিয়েছিলেন। তারপর আর কোনও খোঁজ মিলছিল না। সেখানে গিয়ে স্বামী দেখেন, স্ত্রী অন্য একজনকে বিয়ে করে সংসার করছেন। নিজেকে আর সামলাতে পারেননি স্বামী। ফিরে আসেন। ফেরার পর বদলে যায় তাঁর আচরণ। তারপর যা হল, তা হয়তো কল্পনাও করেননি কেউ। স্বামী মোতি পাসোয়ানের (৩০) ঝুলন্ত দেহটা উদ্ধারের পর হাসপাতালে নিয়ে গিয়েও লাভ হয়নি। ততক্ষণে সব শেষ। কান্নায় ভেঙে পড়েন তাঁর মা দুখিনী পাসোয়ান। সন্তানহারা দুখিনীর আর্তনাদ, 'সব শেষ হয়ে গেল! ছেলেটা এভাবে যে চলে যাবে ভাবতেই পারিনি।'

মোতির বাড়ি ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের মজদুর কলোনি এলাকায়। বুধবার দেহ ময়নাতদন্ত হয় উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে। হাসপাতালে এসে মৃতের প্রতিবেশীরা জানালেন, মোতি অল্প বয়স থেকেই এলাকায় নেশার বিরুদ্ধে কথা বলতেন। কাউকে নেশা করতে দেখলেই তাঁর প্রতিবাদ ধ্বনিত হত। বছর দুয়েক আগে বিহারের এক তরুণীর সঙ্গে মোতির বিয়ে হয়। ভ্যানরিকশা চালিয়ে সংসার চালাতেন তিনি। সবকিছু ঠিকঠাক চলছিল।

মর্মান্তিক

- দু'মাস আগে সন্তানকে নিয়ে বিহারে বাপের বাড়িতে চলে যান স্ত্রী
- তারপর থেকে স্বামী-স্ত্রীর যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়
- স্বামী বিহারে গিয়ে জানতে পারেন, স্ত্রী অন্য একজনকে বিয়ে করেছেন
- ব্যাপারটা মেনে নিতে না পেরে বাড়ি ফিরে আসেন স্বামী
- মঙ্গলবার ওই তরুণের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়

কয়েকমাস আগে মোতির জীবনে সুখ দ্বিগুণ হয়ে যায় যখন তিনি বাবা হন। কিন্তু সেই সুখ-ক্ষণ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। মোতির আত্মীয় মিনা পাসোয়ান বলছিলেন, 'মাস দুয়েক আগে মোতির স্ত্রী সন্তানকে নিয়ে বিহারে বাপের বাড়ি গিয়েছিলেন।' তারপর থেকেই নাকি স্বামী-স্ত্রী'র মধ্যে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। চিন্তার পারদ ঊর্ধ্বগামী হতে থাকে পাসোয়ান পরিবারে।

কয়েকদিন আগে স্ত্রী'র খোঁজে বিহারে যান মোতি। খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারেন, তাঁর স্ত্রী অন্য একজনকে বিয়ে করে সন্তান সহ সেখানেই বসবাস করছেন। মোতির পরিবারের দাবি, ব্যাপারটা একেবারেই হজম করতে পারেননি ওই তরুণ। একপ্রকার রেগে বাড়ি ফিরে আসেন। তারপর থেকে দুইতলা বাড়ির ওপরতলার একটা ঘরে একাই থাকতে শুরু করেন মোতি।

মা দুখিনী জানিয়েছেন, সোমবার রাতে একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া সারেন তাঁরা। তারপর মোতি নিজের ঘরে চলে যান। মঙ্গলবার বেলা গড়িয়ে গেলেও ঘরের দরজা না খোলায় সন্দেহ হয় পরিবারের। দরজার ফাঁক দিয়ে মোতির ঝুলন্ত দেহ দেখতে পাওয়া যায়। তারপরেই দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে দেহ উদ্ধার করে তৎক্ষণাৎ নিয়ে যাওয়া হয় শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। চিকিৎসক মোতিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

এদিন দেহ ময়নাতদন্তের পর তুলে দেওয়া হয় পরিবারের হাতে। দুখিনী কাঁদতে কাঁদতে বলেন, 'সোমবার রাতেও ছেলেটাকে খেতে দিলাম। ও শেষপর্যন্ত এমন করবে ভাবতে পারিনি। বউ চলে যাওয়ার দুঃখেই ও শেষ হয়ে গেল।' ঘটনার পেছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

ফের সংস্কার কান্তিভিটা উড়ালপুলে

এক লেন বন্ধে হয়রানি

কান্তিভিটা উড়ালপুল সংস্কারের জেরে যান চলাচলে সমস্যা।

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ৫ ফেব্রুয়ারি : উড়ালপুল সংস্কার হলেই সমস্যা শুরু হয়ে যাচ্ছে এলাকায়। ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের কান্তিভিটা উড়ালপুলে ফের সংস্কার চলছে। তার জেরে একটি লেন বন্ধ। এক সপ্তাহ ধরে লেন বন্ধ থাকায় যাতায়াতে ভোগান্তি। সঙ্গে বাড়ছে দুর্ঘটনার শঙ্কা, দাবি নিত্যযাত্রীদের। সেইসঙ্গে তাঁরা প্রশ্ন তুলছেন, উড়ালপুল বারবার সংস্কার করতে হচ্ছে কেন? এতে কাজের মান নিয়েও সন্দেহ প্রকাশ করেছেন নিত্যযাত্রীরা।

এব্যাপারে সড়ক কর্তৃপক্ষের কারও সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। এদিকে, ফাঁসিদেওয়ার বিডিও বিপ্লব বিশ্বাস বলেছেন, 'যান চলাচলে যাতে সমস্যা না হয় সেটা সড়ক কর্তৃপক্ষকে দেখার জন্য বলা হবে। পুলিশ যানজট নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।'

গতবছর মে এবং সেপ্টেম্বর মাসে উড়ালপুলের একটি লেন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। তখনও একইরকম ভোগান্তি পোহাতে হয় নিত্যযাত্রীদের। একটি লেন দিয়ে বড় যানবাহন চলাচলের কারণে এবারও দুর্ঘটনার আশঙ্কা করছেন তাঁরা। যানজটে অতিষ্ঠ হয়ে বিরক্তি প্রকাশ করছেন অনেকেই।

স্থানীয় বাসিন্দা শংকর ঘোষের মতে, 'এত বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ উড়ালপুলে কয়েকমাস পরপর সমস্যা লেগেই রয়েছে। ভালো মানের কাজ হলে এমনটা হত না।' লরিচালক অলোক দাসের কথায়, 'উড়ালপুলে ওঠার আগে বোঝাই যাচ্ছে না। দ্রুতগতিতে একটি লেন দিয়ে লরি, কনটেনার যাতায়াত করছে। ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন।'

উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে যোগাযোগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সড়কের অংশ এই কান্তিভিটা উড়ালপুল। সেই ২০১৮ সালের অগাস্ট মাসে নির্মীয়মাণ উড়ালপুলের গার্ডার ভেঙে পড়া দিয়ে বিপর্যয়ের সূত্রপাত। তারপর থেকে যেন 'শনির দশা' চলছে।

কান্তিভিটা শ্মশানঘাটের কাছে যেখানে সড়ক মেরামতের জন্য ডাইভারশন বসানো হয়েছে, সেখানে রাস্তা বুঝতে না পেরে বিদ্যুতের তারবোঝাই একটি লরি চলতি সপ্তাহে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। ওই জায়গায় চালকরা বিভ্রান্ত হচ্ছেন। উড়ালপুলের আর এক প্রান্তেও পরিস্থিতি একই। সংস্কার কবে শেষ হবে, সেই আশায় রয়েছেন নিত্যযাত্রীরা।

পাট্টা নয়, খতিয়ানভুক্ত জমি দাবি

ফাঁসিদেওয়া, ৫ ফেব্রুয়ারি : পাট্টা নয়, চাই খতিয়ানভুক্ত জমি। এমন দাবি তুলে নিজেদের দখলে থাকা জমির অধিকার বজায় রাখতে এবং সরকারি নির্দেশনামা প্রত্যাহারের দাবিতে বুধবার ইউনাইটেড ফোরাম ফর আদিবাসী রাইটসের তরফে ফাঁসিদেওয়া ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখানো হয়। ফাঁসিদেওয়া থানা মোড়ের কাছ থেকে বিক্ষোভকারীরা মিছিল করে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের সামনে জমায়েত হন হাজারের বেশি মানুষ। একটি দাবিপত্র বিএলএলআরও'র মাধ্যমে দার্জিলিংয়ের জেলা শাসককে পাঠানো হয়েছে। সংগঠনের কনভেনার রাজকুমার কাশ্যপ বলেন, 'চা বাগানে শ্রমিকরা কয়েকশো বছর ধরে বসবাস করছেন। এখন ৫ ডেসিমাল জমির পাট্টা দিয়ে তাঁদের

বিক্ষোভ

দখলে থাকা অধিগ্রহণের নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য সরকার। এতেই শ্রমিকরা উচ্ছেদের আশঙ্কা করছেন। সে কারণেই চা বাগানের আদিবাসীরা বিক্ষোভে ফেটে পড়েছেন। আমাদের দাবি, বাগানের শ্রমিকদের দখলে থাকা জমির খতিয়ানের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। নাহলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামা হবে।'

ফাঁসিদেওয়ার বিএলএলআরও শুভ্রজিৎ মজুমদার বলেন, 'জমি মাপার কাজ সরকারি নির্দেশ মেনেই করা হচ্ছে। আদিবাসী সংগঠন থেকে তাঁদের দাবি লিখিত আকারে জমা দেওয়া হয়েছে। সেটি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হবে।'

বার্ষিক ক্রীড়া

খড়িবাড়ি, ৫ ফেব্রুয়ারি : শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার ৩৩তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বুধবার বাতাসি পিএসএ ময়দানে অনুষ্ঠিত হল। এর সূচনা করেন মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পদ্মশ্রী সম্মানপ্রাপক নগেন্দ্রনাথ রায়। শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার ৭টি চক্রের প্রাথমিক, নিম্নবুনিয়াদি, মাদ্রাসা ও শিশুশিক্ষাকেন্দ্র সমূহের পড়ুয়ারা প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ছিলেন খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রত্না সিংহ রায়, জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক তরুণকুমার সরকার, জেলা শিক্ষা আধিকারিক শ্রেয়সী ঘোষ প্রমুখ।

খাবার বিলি

বাগডোগরা, ৫ ফেব্রুয়ারি : সুমিতা ক্যানসার সোসাইটির তরফে বুধবার উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের রেডিওথেরাপি ও ইন্টিগ্রেটেড অঙ্কোলজি বিভাগের সামনে ক্যানসার রোগীদের মধ্যে পুষ্টিকর খাবার বিতরণ করা হল। ডালিয়া, সুজি, প্রোটিন পাউডার, কমলালেবু, কলা, দুধ, বিস্কুট, কিশমিশ বিলি করা হয়। উপস্থিত ছিলেন সোসাইটির সাধারণ সচিব এমকে ভট্টাচার্য, লিপি ঘোষ রায়, শিউলি চন্দ প্রমুখ।

পদক্ষেপের বার্তা নেই

রাস্তা বেহাল। সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের কাজ থমকে। আমআদমির নিত্যদিনের সমস্যা মেটাতে জনপ্রতিনিধি কতটা তৎপর? কী বলছেন সাহাপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান? শুনলেন মহম্মদ আশরাফুল হক

রোসেনা বেগম
প্রধান, সাহাপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েত

জনতার চার্জশিট

জনতা : কহরপাড়া ডাঙ্গি এলাকায় ১২ বিঘা সরকারি জমি অনাবাদি অবস্থায় পড়ে রয়েছে। কিছুটা অংশ জলাশয়। সেটা কাজে লাগানো হচ্ছে না কেন?

প্রধান : জলাশয় সংস্কার করে মাছ চাষের পরিকল্পনা রয়েছে। জমির বাকি অংশে স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে তোলার চেষ্টা চলছে।

জনতা : কিচকটোলা থেকে কহরপাড়া ডাঙ্গি যাওয়ার রাস্তা নতুন করে তৈরির রাস্তার ব্যাপারে কোনও উদ্যোগ নিয়েছেন?

প্রধান : রাস্তার কাজ হবে। সবকিছু হিসেব করে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।

জনতা : বর্ষায় পঞ্চায়েত অফিস চত্বর সহ বাজারে জল জমে। সুষ্ঠু নিকাশি ব্যবস্থা গড়ে তোলা যাচ্ছে না কেন?

প্রধান : একশো দিনের প্রকল্প আটকে থাকায় এলাকার অনেক কাজ সময় মতো করা সম্ভব হয়নি। তবে, ২০২৫-'২৬ অর্থবর্ষে বাজারে নিকাশিনালা নির্মাণকাজ শেষ করার পরিকল্পনা রয়েছে।

জনতা : সোলপাড়া মোড় থেকে ঝলঝলি মোড় পর্যন্ত রাস্তাটি ১০ বছর ধরে বেহাল। সংস্কারের উদ্যোগ নেই কেন?

প্রধান : রাস্তাটি সংস্কারের জন্য উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর থেকে অনুমোদন মিলেছে। দ্রুত কাজ শুরু হবে।

জনতা : কর্মীসংকটে ধুঁকছে কিচকটোলা ন্যাশনাল রুরাল লাইব্রেরি। সমস্যা মেটাতে কী পদক্ষেপ করছেন।

প্রধান : গ্রন্থাগারে কর্মীসংকটের বিষয়টি রাজ্য জোড়া সমস্যা। ওপরমহলে বিষয়টি জানানো হয়েছে।

জনতা : সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের কাজ বন্ধ কেন?

প্রধান : বিদ্যুৎ সংযোগ এবং রাস্তার সমস্যায় প্রকল্পের কাজ আটকে রয়েছে। শীঘ্রই কাজ চালু করার চেষ্টা করব।

জনতা : পঞ্চায়েতের একাধিক ভবনে ছাদে ফাটল। বর্ষায় ছাদ থেকে জল পড়ে। সংস্কারের উদ্যোগ নিচ্ছেন না কেন?

প্রধান : নতুন করে ভবন নির্মাণের জন্য ১৬ কাঠা জমি কেনা হয়েছে। শীঘ্রই সেখানে কাজ শুরু হবে।

জনতা : রাস্তার গা ঘেঁষে রয়েছে কামাত সম্বলপুর শিশুশিক্ষাকেন্দ্র। সীমানা প্রাচীর না থাকায় পড়ুয়াদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। সমস্যা মেটাতে কোনও পদক্ষেপ করছেন?

প্রধান : ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।

একনজরে

ব্লক : গোয়ালপোখর - ১
মোট সংসদ : ১৩
জনসংখ্যা : ১৭,৫৫০
(২০১১ আদমশুমারি অনুযায়ী)

স্থায়ী ডাক্তার নেই প্রাণী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে

গোরুর চিকিৎসা করছেন ফার্মাসিস্ট

শুভজিৎ চৌধুরী

ইসলামপুর, ৫ ফেব্রুয়ারি : গোরুর লিভারে অসুখ। প্রয়োজন ওষুধ। তাই সকাল সকাল ইসলামপুর প্রাণী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে হাজির মিলনপল্লির বাসিন্দা সুধাংশু বারই। বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় তাঁর সন্দেহ ছিল, 'ওষুধ মিলবে তো?' স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এসে সন্দেহটাই সত্যি হল। মিলল না লিভারের ওষুধ। এই অভিজ্ঞতা সুধাংশুর একার নয়, আরও অনেকের।

শুধু কি ওষুধ? অসুস্থ প্রাণীদের নিয়ে পশুপালকরা ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এসে প্রশ্ন করছেন, চিকিৎসক কই? ফার্মাসিস্ট নমো নমো করে প্রাথমিক চিকিৎসাটুকু করে বলে দিচ্ছেন, দীর্ঘদিন ধরে এখানে স্থায়ী চিকিৎসক নেই। এক-দুই মাস নয়, আট বছর ধরে এই অচলাবস্থা চলছে ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে।

সুধাংশু বললেন, 'স্থায়ী চিকিৎসক না থাকায় আমাদের অনেক সমস্যা হচ্ছে। এখানে শুধুমাত্র প্রাথমিক চিকিৎসা হয়। প্রাণীর শরীর বেশি খারাপ হলে অনেক টাকা খরচ করে বাইরে চিকিৎসা করাতে হচ্ছে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ওষুধ নেই বললেই চলে। প্রয়োজনীয় ইনজেকশন পাওয়া যায় না। বাইরে থেকে ওষুধ কিনতে অনেক টাকা খরচ হচ্ছে।'

সমস্যার কথা স্বীকার করেছেন প্রাণী স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ফার্মাসিস্ট মধুসূদন সেনাপতি। তাঁর কথায়, 'স্থায়ী চিকিৎসক না থাকায় সত্যি সমস্যা হচ্ছে। আমি শুধুমাত্র প্রাথমিক চিকিৎসা করতে পারি। বেশি সমস্যা হলে ধনতলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠিয়ে দিই। স্থায়ী চিকিৎসক নিয়োগ করা হলে ভালোই হয়। কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের ব্যাপার।'

ইসলামপুর

ইসলামপুর ব্লকের বিডিও দীপান্বিতা বর্মনও এই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, 'সমস্যার কথা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' তবে এই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কারা, সে বিষয়ে কোনও স্পষ্ট জবাব মেলেনি।

দীর্ঘ আট বছর ধরে এই সমস্যা সমাধানে কী পদক্ষেপ করা হয়েছে? স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অতিরিক্ত দায়িত্ব ঘুরিয়েফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে অন্য প্রাণী স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসকদের। ব্যাস, এটুকুই। বছরের পর বছর ধরে একজন ফার্মাসিস্ট। স্থায়ী সমাধানের পথ না খুঁজে জোড়াতাপ্পি দিয়ে চলছে যাবতীয় কাজ।

ইসলামপুরের পাশাপাশি রামগঞ্জ এবং ধনতলায় আরও দুটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে। সবমিলিয়ে তিনটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মধ্যে শুধুমাত্র ধনতলায় একজন স্থায়ী চিকিৎসক রয়েছেন। তিনিই রামগঞ্জ প্রাণী স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অতিরিক্ত দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। অন্যদিকে, চোপড়া ব্লকের সোনাপুর প্রাণী স্বাস্থ্যকেন্দ্রের স্থায়ী চিকিৎসককে ইসলামপুরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

২০১৬ সালের পর থেকে ইসলামপুরে কোনও স্থায়ী প্রাণী চিকিৎসক নিয়োগ হয়নি। এখন যিনি অতিরিক্ত দায়িত্বে রয়েছেন, তিনিও নির্দিষ্ট দিনে হাসপাতালে বসছেন না বলে অভিযোগ। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কবে চিকিৎসক নিয়োগ হবে, তার কোনও দিশা দিতে পারেনি প্রশাসন। কবে এই সমস্যা থেকে রেহাই মিলবে, আপাতত সেই দিনটা দেখার আশায় রয়েছেন পশুপালকরা।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

রাজকীয়।। *জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে ছবিটি তুলেছেন ধূপগুড়ির দেবাঞ্জন রায়।*

ভেজাল পেট্রোল বিপদ ডেকে আনছে চলার পথে

মাম্পী চৌধুরী

শিলিগুড়ি, ৫ ফেব্রুয়ারি : অনেক তাড়া। পাম্পে গিয়ে পেট্রোল ভরাতে বেশ কিছুটা সময় ব্যয় হবে। উপায়? বোতলজাত পেট্রোল। চলার পথে রাস্তার ধারে সহজলভ্য। চটজলদি ট্যাংকি 'ফুল'। তারপর? কিছুদূর যেতেই ফুসসস...! গাড়ি বিকল। চলো গ্যারাজ। মেকানিক বাতলে দিলেন অসুখের কারণ- সেই পেট্রোল!

শিলিগুড়ি শহরের বিভিন্ন রাস্তার ধারে কোথাও প্রকাশ্যে, কোথাও আবার গোপনে বিকোচ্ছে বোতলজাত পেট্রোল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, সেই পেট্রোলে মেশানো হচ্ছে কেরোসিন। মিশছে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক। সেই পেট্রোলই গাড়ি বিকল করে দিচ্ছে। চালকদের জন্য বিনা মেঘে বজ্রপাত। প্রশাসনের নজর এড়িয়ে দিনের পর দিন চলছে এই বেআইনি কারবার। পুলিশ কোথায়? ঢাক ঢাক গুড় গুড়।

যদিও শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলেছেন, 'এটা সম্পূর্ণ বেআইনি। যারা এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত তাদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, এতদিন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি কেন?

শহরের এনটিএস মোড়, আলো চৌধুরী মোড়, এমনকি বিভিন্ন বাজার এলাকায় কোথাও প্লাস্টিকের বোতলে, কোথাও আবার জারে ভরে বিক্রি হচ্ছে পেট্রোল। মূলত বাইক এবং স্কুটিচালকরা এই পেট্রোলের গ্রাহক। তাঁদের টার্গেট করেই নিজেদের 'বিজনেস স্ট্র্যাটেজি' সাজিয়েছেন ছোট গ্যারাজ এমনকি সাধারণ মুদি দোকানের মালিকরা।

কয়েকদিন আগে শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায় মিত্র স্কুটিতে চেপে বেরিয়েছিলেন। হঠাৎ পেট্রোল খতম! আলো চৌধুরী মোড়ে একটি গ্যারাজ থেকে ১২০ টাকা লিটারে পেট্রোল ভরান। শ্রাবন্তীর কথায়, 'আলো চৌধুরী মোড় থেকে ৪ নম্বর বরো কার্যালয়ের সামনে যেতেই আমার স্কুটি বিকল হয়ে যায়। গ্যারাজে দেওয়ার পরে বুঝতে পারি যে, ওই পেট্রোলে কেরোসিন মেশানো ছিল। ইঞ্জিন এবং ফুয়েল সেটের ক্ষতি হয়ে যায়।' তিনিও নাছোড়বান্দা। গাড়ি সারিয়ে চলে যান সেই পেট্রোল বিক্রেতার কাছে। অনেক বাকবিতণ্ডার পর গ্যারাজের মালিক ক্ষতিপূরণ দিতে রাজি হন। একই অভিজ্ঞতা শক্তিগড়ের গীতিকা পালের।

বিপদ যেখানে
- বোতলজাত পেট্রোলে মেশানো হচ্ছে কেরোসিন
- গাড়ির ইঞ্জিন বিকল হচ্ছে
- অতিরিক্ত ধোঁয়া নির্গমন হয়
- অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়

পাম্পে গিয়ে পেট্রোল ভরাতে অনীহা কেন? এক গাড়িচালক বলেন, 'অনেক সময় তাড়াহুড়ো থাকে। তাই পাম্পে না গিয়ে রাস্তায় বোতলজাত পেট্রোল কিনতে হয়।' ১২০ টাকা লিটার দাম যখন নিচ্ছে, তাহলে পেট্রোলে ভেজাল মেশানোর কী দরকার, প্রশ্ন তোলেন তিনি। তাঁর সংযোজন, 'আমরা বিপদে পড়ে এদের থেকে পেট্রোল কিনি। এভাবে মানুষকে ঠকানো উচিত না।'

এভাবে পেট্রোল বিক্রিতে ক্ষুব্ধ পাম্প মালিকরাও। শহরের একটি পেট্রোল পাম্পের ম্যানেজার মণীশ আগরওয়াল বলেন, 'এভাবে খোলাবাজারে পেট্রোল বিক্রি বেআইনি। কেরোসিন এবং অন্য রাসায়নিক মেশানো পেট্রোল ইঞ্জিনের কার্যক্ষমতা কমিয়ে দেয়। গাড়ির ক্ষতি করে।'

ভেজাল পেট্রোলে যানবাহনের ঠিক কী কী ক্ষতি হচ্ছে? মেকানিকরা জানাচ্ছেন, গাড়ির ইঞ্জিন বিকল হওয়া থেকে শুরু করে অতিরিক্ত ধোঁয়া নির্গমন হয়। পাশাপাশি অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকিও বাড়িয়ে দেয় এই ভেজাল পেট্রোল। এক মেকানিক রমেশ কুণ্ডুর বক্তব্য, 'প্রতিদিন এমন অনেক বাইক, স্কুটি আসে যেগুলোর ইঞ্জিনে সমস্যা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কারণ থাকে ভেজাল পেট্রোল।'

এদিকে, বোতলজাত পেট্রোল বিক্রেতাদের এব্যাপারে প্রশ্ন করা হলেই তাঁরা হয় পালিয়ে যান, না হলে 'কিছু জানি না' বলে এড়িয়ে যাচ্ছেন। এই বেআইনি কারবার বন্ধ করতে পুলিশের তরফে কড়া অবস্থান নেওয়া উচিত বলে মনে করছেন অনেক বাইকচালক।

শুনানি পরে

আরজি কর মামলায় সুপ্রিম কোর্টের শুনানির পরই কলকাতা হাইকোর্টে শুনানি হবে। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ জানিয়ে দেন, সুপ্রিম কোর্টে এই মামলার শুনানির পর হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে।

অ্যাডমিট মামলা

মাধ্যমিক শুরু হতে হাতেগোনা কয়েকটি দিন বাকি। তবে এখনও রাজ্যের বিভিন্ন জেলার ৫০ জন পড়ুয়া অ্যাডমিট কার্ড পায়নি। এবার বিষয়টি কলকাতা হাইকোর্ট পর্যন্ত পৌঁছাল।

আবেদন খারিজ

চরম বিপাকে আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ। শত চেষ্টা করেও সন্দীপদের বিচার প্রক্রিয়া পিছোনোর আবেদন হাইকোর্টে মঞ্জুর হয়নি। বিচারপতি জানিয়ে দেন, আগের নির্দেশই বহাল থাকছে।

দ্বন্দ্ব

হেঁশেলের অধিকার নিয়ে শাশুড়ি-বৌমার দ্বন্দ্ব গড়াল হাইকোর্ট পর্যন্ত। যদিও বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ স্পষ্ট জানিয়ে দেন, এই মামলা পুলিশকেই সমাধান করতে হবে।

ফোর্ট উইলিয়ামের নাম বদল

ঐতিহাসিক ফোর্ট উইলিয়াম পরিচিত হবে বিজয় দুর্গ নামে।

কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি : ২৫০ বছরের পুরোনো ঐতিহাসিক ফোর্ট উইলিয়ামের নাম এবার বদলে যাচ্ছে। নতুন নাম হচ্ছে 'বিজয় দুর্গ'। বর্তমানে ভারতীয় সেনার ইস্টার্ন কমান্ডের সদর দপ্তর এই ফোর্ট উইলিয়াম। ব্রিটিশ শাসনের ছাপ মুছে ফেলতেই কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্ত বলে খবর।

প্রতিরক্ষামন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, গত বছর ডিসেম্বরে এই বদলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ১৬৯৬ সালে মূল দুর্গটি তৈরি হয়েছিল। সেইসময় ব্রিটেনের রাজা ছিলেন তৃতীয় উইলিয়াম। পরে বাংলার নবাব সিরাজ-উদদৌলা ওই দুর্গ আক্রমণ করেন। সেই আক্রমণের ফলে দুর্গের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। রবার্ট ক্লাইভ ভেঙে পড়া দুর্গটি সংস্কার করেন। ভারতীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, ফোর্ট উইলিয়ামের দক্ষিণ গেটের নাম সেন্ট জর্জ গেট থেকে বদলে করা হয়েছে শিবাজি গেট। ফোর্টের ভিতরে যে কিচেনার হাউস আছে, সেটির নাম বদল করেও 'মানেকশ হাউস' করা হচ্ছে।

প্রতিরক্ষামন্ত্রকের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক উইং কমান্ডার হিমাংশু তিওয়ারি জানান, গত ২ ডিসেম্বরই এই নাম পরিবর্তনের নির্দেশ আসে। সেই অনুযায়ী ইতিমধ্যেই প্রশাসনিক কাজে 'বিজয় দুর্গ' ব্যবহার শুরু হয়ে গিয়েছে। বহু সরকারি ক্ষেত্রে ফোর্ট উইলিয়ামের পরিবর্তে 'বিজয় দুর্গ' নামটি ব্যবহার করা হচ্ছে।

বুধবার নিউটাউনের বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে উদ্বোধন হল এবারের বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের। এদিন কার্যত চাঁদের হাট বসেছিল। ৪০টি দেশের ২০০ জন বিদেশি প্রতিনিধি সহ প্রায় ৪ হাজার প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। ছিলেন বিভিন্ন বণিকসভার কর্তারাও। মুকেশ আম্বানি থেকে সজ্জন জিন্দাল, হর্ষ নেওটিয়া প্রমুখ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রশংসায় ভরিয়ে দেয়।

বাণিজ্য সম্মেলন হয়ে উঠল মমতা-বন্দনার মঞ্চ

বাণিজ্য সম্মেলনে একান্ত আলোচনায় মমতা এবং মুকেশ। বুধবার কলকাতায়।

বাংলায় রেনেসাঁ চলছে : মুকেশ

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি : বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে এসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভূয়সী প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন মুকেশ আম্বানি। পিছিয়ে ছিলেন না সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, আইটিসি কর্তা সঞ্জীব পুরী, জিন্দাল গোষ্ঠীর প্রধান সজ্জন জিন্দাল, আরপি সঞ্জীব গোয়েঙ্কা গোষ্ঠীর প্রধান সঞ্জীব গোয়েঙ্কা, অম্বুজা নেওটিয়া গোষ্ঠীর প্রধান হর্ষ নেওটিয়া প্রমুখ।

বুধবার নিউটাউনের বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে এবারের বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে রিলায়েন্স গোষ্ঠীর কর্তা মুকেশ আম্বানি বলেন, 'এখন পশ্চিমবঙ্গে শিল্পের রেনেসাঁ চলছে। পশ্চিমবঙ্গ এখন বিনিয়োগের সবচেয়ে উপযোগী ডেস্টিনেশন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলা যেভাবে শিল্প ও বাণিজ্যে এগিয়ে যাচ্ছে, তাতে পৃথিবীর কোনও শক্তি নেই বাংলাকে শ্রেষ্ঠ হতে আটকাতে পারে। আমি প্রথম ২০১৬ সালে বাণিজ্য সম্মেলনে এসেছিলাম। তখন থেকে দেখছি, ক্রমশ উন্নতির শিখরে যাচ্ছে বাংলা।'

রাজ্যের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর তথা ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অক্লান্ত পরিশ্রমে রাজ্য এখন উন্নতির শীর্ষে আছে। আমি রাজ্যের মানুষের পক্ষ থেকে সকল বিনিয়োগকারীর কাছে আবেদন করব, আপনারা এই রাজ্যে বিনিয়োগ করুন। আমি অবাক হয়ে যাই, এত ব্যস্ততার মধ্যেও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটা মেসেজ করলেই সঙ্গে সঙ্গে উত্তর পাই। রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য মমতাদিদি যেভাবে চলছেন, তা আমি কোনওদিন দেখিনি।'

বাণিজ্য সম্মেলন উপলক্ষ্যে এদিন বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে কার্যত চাঁদের হাট বসেছিল। ৪০টি দেশের ২০০ বিদেশি প্রতিনিধি সহ প্রায় ৪ হাজার প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। ছিলেন বিভিন্ন বণিকসভার কর্তারাও। ঘড়ি ধরে বেলা ২টোয় বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারের প্লেনারি হলে রাজ্য সরকারের মুখ্য উপদেষ্টা অমিত মিত্র যখন অনুষ্ঠান শুরু করলেন, তখন থেকে বেলা সাড়ে ৪টে পর্যন্ত পুরো উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বারবার শোনা গেল হাততালির রোল। অনুষ্ঠান শুরুর কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে যান ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন ও তাঁর স্ত্রী কল্পনা সোরেন। রাজ্যে বিনিয়োগের পাশাপাশি ঝাড়খণ্ডেও যাতে বিনিয়োগপতিরা বিনিয়োগে উদ্যোগী হন, সেই আবেদনও করেন ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশংসা করে হেমন্ত সোরেন বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আমি যখনই যা সাহায্য চেয়েছি, উনি আমাকে করেছেন। তাঁর প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। মুকেশ আম্বানি তাঁর ভাষণে রাজ্যের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, মেধা ও দক্ষতার প্রসঙ্গ তুলে বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের উন্নতিতে অক্লান্ত চেষ্টা করছেন। মুখ্যমন্ত্রী প্রতিদিন ৬৪ হাজার স্টেপ হাঁটেন। এটা আমাদের ভাবতেও অবাক লাগে। তাই বাংলায় আমরা বিনিয়োগের আরও পরিকল্পনা নিয়েছি।'

জিন্দাল গোষ্ঠীর প্রধান সজ্জন জিন্দাল বলেন, 'বাংলায় এখন কোনও লোডশেডিং হয় না। কোনও শ্রম দিবসও নষ্ট হয় না। সেই কারণেই বাংলা আমার কাছে অত্যন্ত প্রিয়। এটা সম্ভব হয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য।' হর্ষ নেওটিয়া বলেন, 'আমাদের মোট বিনিয়োগের ৭০ শতাংশই এই বাংলায়। কারণ মুখ্যমন্ত্রীই অনুপ্রেরণা। তাঁর অনুপ্রেরণা ছাড়া এটা সম্ভব হত না।'

> মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলা যেভাবে শিল্প ও বাণিজ্যে এগিয়ে যাচ্ছে, তাতে পৃথিবীর কোনও শক্তি নেই বাংলাকে শ্রেষ্ঠ হতে আটকাতে পারে।
>
> – *মুকেশ আম্বানি*
>
> অবাক হয়ে যাই, এত ব্যস্ততার মধ্যেও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটা মেসেজ করলেই সঙ্গে সঙ্গে উত্তর পাই।
>
> –*সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়*
>
> বাংলায় এখন কোনও লোডশেডিং হয় না। কোনও শ্রম দিবসও নষ্ট হয় না। এটা সম্ভব হয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য।
>
> – *সজ্জন জিন্দাল*

কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি ও টাটাদের দেখা গেল না

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি : ধারা বজায়ই রাখল কেন্দ্রীয় সরকার। বুধবার বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের সূচনায় দেখা মিলল না কোনও কেন্দ্রীয় প্রতিনিধির। দেখা মেলেনি স্বনামধন্য টাটার কোনও প্রতিনিধিরও। হুগলির সিঙ্গুর থেকে গাড়ি তৈরির কারখানা সরিয়ে নেওয়ার পর থেকে টাটার এই সিদ্ধান্ত বেশ কয়েক বছর ধরে রাজ্যের শিল্প ক্ষেত্রে ও রাজনীতিতে একটা 'স্পর্শকাতর' ইস্যু। সম্ভবত এ কারণেই এদিন সম্মেলনের দেশি-বিদেশি শিল্পপতিদের ভরা সভায় মুখ্যমন্ত্রী বিষয়টি এড়িয়েও যেতে পারেননি।

তাঁর সুদীর্ঘ ভাষণের শেষের দিকে মুখ্যমন্ত্রী সভাকে জানান, তাঁর সঙ্গে টাটা গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান চন্দ্রশেখরণের কথা হয়েছে। তিনি তাঁকে আশ্বাস দিয়েছেন, টাটারা পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগ করবে এবং এজন্য তারা এরাজ্যেও আসবে। বিস্তৃতভাবে আর কিছু বলেননি মুখ্যমন্ত্রী। তবে ভাষণ শেষে টাটার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সভাকে জানানোটা নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

কেন্দ্রের প্রতিনিধির এদিনের শিল্প ও বাণিজ্য সম্মেলনে না থাকা নিয়ে চর্চা যে হয়নি তা নয়। প্রশ্ন উঠেছে কেন্দ্রকে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল কিনা। যদিও নবান্ন প্রশাসনের এক শীর্ষ আধিকারিক জানান, কোনও একটি অঙ্গরাজ্যের সরকার বাণিজ্য সম্মেলন করবে আর সেখানে কেন্দ্রকে আমন্ত্রণ জানানো হবে না, এটা হতে পারে না।

আরও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, এদিনের সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী দেশি-বিদেশি অসংখ্য প্রতিনিধির সামনে তাঁর রাজ্যের শিল্পায়ন, উন্নয়ন ও আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির কথা সুর চড়িয়ে দাবি করলেও একটিবারের জন্যও কেন্দ্রের কথা মুখে আনেননি।

আজ চালু দেউচাপাঁচামি

কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি : বৃহস্পতিবার থেকেই চালু হচ্ছে বীরভূমের দেউচাপাঁচামি কয়লাখনি। বুধবার নিউটাউনে বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের মঞ্চ থেকে এই কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ওখানে আমাদের প্রকল্পের সমস্ত কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। তার জন্য জমিদাতাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। এটি বিশ্বের সর্ববৃহৎ কয়লাখনি হচ্ছে। রাজ্যে আর কয়লার কোনও অভাব হবে না। আমাদের বাইরে থেকে কয়লা আনতে হবে না। আমরা কয়লা উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হব।'

শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবি বিজেপির

কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি : রাজ্য সরকারের বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন শুরু হতেই তার সমালোচনায় ঝাঁপিয়ে পড়ল বিজেপি। রাজ্য সরকারের এই সম্মেলনকে রাজ্যের মানুষকে 'ধোঁকা দেওয়া এবং প্রতারণা' বলে দাবি করেছে বিজেপি। রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে এই সম্মেলনের সমালোচনা করে বলেছেন, 'এই সম্মেলন হল জনগণের করের টাকায় পরিচালিত একটি প্রতারণার উৎসব মাত্র। যার একমাত্র উদ্দেশ্য রাজ্যের জনগণকে বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে ধোঁয়াশা তৈরি করা এবং বিভ্রান্ত করা। বর্তমান সরকারের আমলে রাজ্যের যে শিল্প ধ্বংস থেকে শুরু করে একাধিক নামী সংস্থার রাজ্য ছেড়ে যাওয়া, দেশের জিডিপিতে রাজ্যের অবদান হ্রাস পাওয়ার মতো একাধিক দৃষ্টান্ত দিয়ে দাবি করেছেন আসলে শিল্প ও বিনিয়োগের প্রশ্নে রাজ্যের প্রতিদিনের তলিয়ে যাওয়া ছবিকে ঢাকতেই এই সম্মেলনের আয়োজন বলেও মন্তব্য করেছেন সুকান্ত।

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর প্রশ্ন, ২০২৩-এ রাজ্যের এই সম্মেলনে ৩ লক্ষ ৭৬ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ হয়েছে বলে ঘোষণা করেছিল সরকার। সেই বিনিয়োগের কতটা বাস্তবায়িত হয়েছে? একই সুরে বিজেপি দপ্তর থেকে রাজ্যের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'বিনিয়োগ ও শিল্প নিয়ে নতুন ঘোষণার আগে রাজ্য সরকারকে ৩ লক্ষ ৭৬ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগের ব্যাপারে শ্বেতপত্র প্রকাশ করতে হবে। না হলে পালটা কালাপত্র প্রকাশ করে রাজ্যের শিল্প ও বিনিয়োগের প্রকৃত চিত্র মানুষের কাছে তুলে ধরবে বিজেপি।'

ভুটানেও বিনিয়োগ করার ডাক

কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি : ভুটানের রাজা উপস্থিত না থাকলেও সেদেশের এক মন্ত্রী বুধবার বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর প্রতিশ্রুতি, বাংলা-ভুটান সম্পর্ক আরও দৃঢ় করতে হবে। বুধবার ভুটানের রাজার উপস্থিত থাকার কথা ছিল। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মঙ্গলবারই চা-চক্রে বলে দিয়েছিলেন, ভুটানের রাজার থাকা নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে। তাঁর পরিবর্তে ভুটানের এক মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, 'দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার জেলা পর্যটনের আদর্শ ক্ষেত্র। তাই ওই জায়গায় বিনিয়োগ আসতে পারে। একইসঙ্গে ভুটানেও বিনিয়োগের সম্ভাবনা প্রবল। তাই আমরা অনুরোধ করব, রাজ্যের উত্তরবঙ্গ এবং ভুটানে পর্যটন ক্ষেত্রে আরও বিনিয়োগ হোক।'

অভয়ার জন্মদিনে পথে নামার ডাক

কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি : ৯ ফেব্রুয়ারি অভয়ার জন্মদিন। একইসঙ্গে ওইদিনই তাঁর মৃত্যুর ৬ মাস পূর্ণ হবে। ওইদিনটিকে স্মরণ রাখতে ফের বিচার চেয়ে রাস্তায় নামার ডাক দিলেন নির্যাতিতার বাবা-মা। আলো জ্বালিয়ে সবাই যেন প্রতিবাদে রাস্তায় নামেন, সেই আবেদন করেছেন তাঁরা। একইসঙ্গে মেয়ের জন্মদিনে সবাইকে একটি করে ফুল গাছ লাগানোর আবেদন জানান। কারণ, অভয়া ফুল খুব ভালোবাসতেন। বুধবার আরজি করের ঘটনা নিয়ে ফের তোপ দাগেন নির্ভয়ার বাবা-মা। সঞ্জয় রায় একা তাঁর মেয়েকে খুন ও ধর্ষণ করেছে, সে কথা বিশ্বাস করেন না তাঁরা।

ইতিমধ্যেই আরজি করের ঘটনায় অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়কে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাদেশ দিয়েছে শিয়ালদা আদালত। কিন্তু এই নির্দেশে সন্তুষ্ট নন তাঁরা। এদিন তাঁরা ফের দাবি করেন, মূল দোষীদের এখনও গ্রেপ্তার করা হয়নি। দোষীদের আড়াল করা হচ্ছে। কিন্তু তাতেও তাঁরা দমে যাওয়ার পাত্র নন। নতুন উদ্যমে লড়াইয়ের রাস্তায় ফের নামার ডাক দেওয়া হয়েছে। নির্ভয়ার মায়ের বক্তব্য, 'মেয়ের জন্য প্রকৃত বিচার ছিনিয়ে আনাই একমাত্র লক্ষ্য।'

হাসপাতালের ওষুধের মান নিয়েও তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন তাঁরা। বলেন, 'চেস্ট মেডিসিন বিভাগে বহু জাল ওষুধ ছিল বলে মেয়ে জানিয়েছিল। ওই সমস্ত ওষুধ রোগীদের দিলে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।' উদাহরণ হিসাবে তাঁরা মেদিনীপুর হাসপাতালে সম্প্রতি স্যালাইন নিয়ে যে ঘটনা ঘটেছে তার উল্লেখ করেন। বলেন, 'একসঙ্গে চার প্রসূতি অসুস্থ না হলে কেউ কিছু বুঝতেই পারত না। মামনি রুইদাসের মৃত্যুকে স্বাভাবিক বলে চালিয়ে দিত। এভাবে রাজ্যজুড়ে হইচই হত না।' নির্ভয়ার মা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন, 'হাসপাতালের আসল হচ্ছে ওষুধ। সেই ওষুধ জালের ফলে রোগীকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে।'

রাজ্যস্তরেও সিনার্জি, বৈঠক নিয়মিত

কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি : রাজ্যে বিনিয়োগে যাতে কোনও বাধা বা বিলম্ব না হয়, তার জন্য সিনার্জি গঠন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের নেতৃত্বে এই সিনার্জি হবে। চলতি মাসেই সিনার্জির বাকি সদস্যদের নাম ঘোষণা করা হবে। বুধবার নিউটাউনের বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টারে বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের উদ্বোধনী মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমরা সিনার্জি গঠন করছি। মুখ্যসচিব এর নেতৃত্বে থাকবেন। এটা সিঙ্গল উইন্ডো সিস্টেম নয়। এটা আরও বৃহত্তর। সমস্ত দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় করবে এই সিনার্জি। এই কমিটি প্রতি সপ্তাহে একবার করে বৈঠক করবে। আমি চাই, বিনিয়োগকারীরা যাতে কোনও অসুবিধায় না পড়েন। সেই কারণেই এই সিনার্জি গঠন করা হচ্ছে।'

বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের এটি অষ্টম পর্যায়। প্রতি বছর কেন এই সম্মেলন করা হয়, তার ব্যাখ্যাও এদিন মুখ্যমন্ত্রী দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আগে বনধ, অবরোধের পরিবেশ ছিল। এখন রাজ্যে কোনও কর্মদিবস নষ্ট হয় না। আগে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লোডশেডিং থাকত। কিন্তু আমরা এখন ২৪X৭ বিদ্যুৎ পরিষেবা দিই। শিল্পপতিদের আমরা এরাজ্যে আনতে চাইছি। এই রাজ্যের মেধা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি গোটা দেশের কাছে আদর্শ। আমাদের রাজ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, সৌভ্রাতৃত্ব আছে। আমাদের রাজ্যে দক্ষ শ্রমিক রয়েছে। বিনিয়োগকারীরা এই রাজ্যে যাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেন এবং তাঁরা বিনিয়োগ করেন, তার জন্যই আমাদের এই শিল্প সম্মেলন। আমরা চাই, এই রাজ্য শিল্পে সমৃদ্ধ হয়ে উঠুক। কারণ বাংলা মেধা ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র।'

এদিন মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ভাষণে বলেন, 'আমরা চাই, শিল্পে যেন বাংলায় কোনও সমস্যা না হয়। তার জন্য এই সিনার্জি গঠন করা হল। সিনার্জি আবাসন, বিদ্যুৎ, ভূমি সংস্কার, পূর্ত, তথ্যপ্রযুক্তি, অর্থ সহ সমস্ত দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় বজায় রাখবে। শিল্পপতিদের বিনিয়োগে ছাড়পত্র পেতে যাতে কোনও সমস্যা না হয়, তার জন্য এই সিনার্জি গঠন করা হল। আমরা চাই, রাজ্যে আরও বিনিয়োগ আসুক। ইতিমধ্যেই ১২ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ এই রাজ্যে এসেছে। তাতে ১ কোটি ৩০ লক্ষ মানুষের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থান হয়েছে।'

এদিন মুখ্যমন্ত্রী আত্মবিশ্বাসের সুরে বলেন, 'বাংলার মতো শিল্পবান্ধব পরিবেশ আর কোথাও পাবেন না। আমরা বলব, বাংলায় বিনিয়োগে আসুন। রাজ্য সরকার আপনাদের পাশে আছে।'

বিমানবন্দরে আগুন

কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি : আগুন লাগার ঘটনাকে কেন্দ্রকে করে বুধবার আতঙ্ক ছড়াল কলকাতা বিমানবন্দরে। ওই সময় মুখ্যমন্ত্রীর ডাকা 'বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন'-এ যোগ দিতে বিভিন্ন রাজ্য থেকে শিল্পপতিরা কলকাতা বিমানবন্দরে নামছিলেন। ভিভিআইপিদের সেই ভিড়ের সময় আগুন লাগার ঘটনায় আতঙ্ক ছড়ায়। পরে জানা যায়, এয়ারপোর্টে ১০ নম্বর গেটের কাছে একটি ফ্লেক্সে আগুন লেগে যায়। ওই স্থানে ওয়েল্ডিংয়ের কাজ চলছিল। সেই আগুনের ফুলকি ছড়িয়ে পড়তে থাকে। খবর পেয়ে আসে দমকল। প্রায় ১৫ মিনিটের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

আজ টিভিতে

মহাকুম্ভ : এক আধ্যাত্মিক সংগম যাত্রা বিকেল ৪.০০ ডিডি ন্যাশনাল

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ নাগপঞ্চমী, ১০.০০ শেষ প্রতীক্ষা, দুপুর ১.০০ অন্নদাতা, বিকেল ৪.০০ স্ত্রীর মর্যাদা, সন্ধে ৭.৩০ আমাদের সংসার, রাত ১০.৩০ লভ ম্যারেজ, ১.০০ ইতি মৃণালিনী

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ অন্ধ বিচার, বিকেল ৪.২৫ যোদ্ধা, সন্ধে ৭.২৫ কুমারী মা, রাত ১০.২৫ টাইগার

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ অভিমান, দুপুর ২.২৫ সুলতান, বিকেল ৫.০৫ আক্রোশ, রাত ৯.৩০ মায়ের অধিকার, ১২.১০ জতুগৃহ

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ প্রস্তর স্বাক্ষর

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ অপরাধী

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ অতিথি শিল্পী

জি সিনেমা : বেলা ১১.৩৬ প্রলয়-দ্য ডেস্ট্রয়ার, দুপুর ২.২৫ পিন্ডম, বিকেল ৫.২২ ভীরা-দ্য পাওয়ার, রাত ৮.৩০ স্যামি-টু, ১১.১৬ শিরিভেনেলা

সোনি ম্যাক্স : বেলা ১১.০০ ফিরঙ্গি, দুপুর ২.০০ পেয়ার কিয়া নেহি জাতা, সন্ধে ৭.৩০ বাদশা রাসকাল, রাত ৯.৪৫ রুদ্র অবতার

এমএনএক্স : বেলা ১১.৪২ মিররস, দুপুর ১.৩৩ স্পাইডারম্যান-অ্যাক্রস দ্য স্পাইডার-ভার্স, বিকেল ৩.৫৩ দ্য ওয়াচ, ৫.৩২ দ্য বিগ ব্যাং, রাত ৯.০০ আ কিওর ফর ওয়েলনেস, ১১.২১ সাংহাই নুন

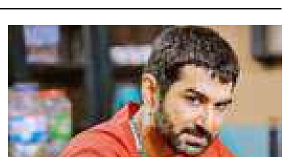

সুলতান দুপুর ২.২৫ জি বাংলা সিনেমা

অন্তিম-দ্য ফাইনাল ট্রুথ বিকেল ৪.৪৮ অ্যান্ড পিকচার্স

দ্য মেকানিক বিকেল ৫.২৮ সোনি পিক্স এইচডি

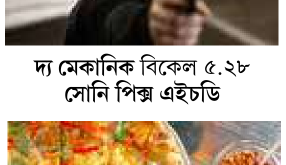

ফুড প্যারাডাইজ রাত ৮.১১ টিএলসি এইচডি

সাহিত্যের সেরা সময় পর্বে অনুপমার প্রেম সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

রচনা-শত্রুঘ্নর কথায় বিড়ম্বনা

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি : শুধু নেতারাই নন, তৃণমূলের বিড়ম্বনা বাড়াচ্ছেন দলের সাংসদ অভিনেতা-অভিনেত্রীরাও। জোড়াফুল শিবিরকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে চেষ্টার কোনও কসুর রাখেন না দলনেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু দলের লাইনের সঙ্গে দলীয় নেতা-সাংসদদের কথায় ও কাজে যেভাবে ফারাক তৈরি হচ্ছে, তাতে বহুকাঙ্ক্ষিত ঐক্য আপাতত অধরাই।

আসানসোলের তৃণমূল সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা বুধবার সংসদের বাইরে মন্তব্য করেছেন, দেশজুড়ে আমিষ খাবারের ওপর নিষেধাজ্ঞা চাপানো উচিত। উত্তরাখণ্ডে সদ্য চালু হওয়া অভিন্ন দেওয়ানি বিধিরও (ইউসিসি) প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন প্রাক্তন এই বিজেপি নেতা।

তিনি বলেন, 'দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গোমাংস নিষিদ্ধ। আমি মনে করি, শুধু গোমাংস নয়, সমস্ত প্রকার আমিষ খাবার সারাদেশে নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। তবে এখনও বেশ কিছু রাজ্যে বিশেষ করে উত্তর-পূর্বে গোমাংস খাওয়া বেআইনি নয়। ওখানে খেলে ইয়াম্মি। কিন্তু আমাদের উত্তর ভারতে খেলে মাম্মি। এভাবে চলে না। নিষেধাজ্ঞা চাপাতে গেলে সর্বত্র বসাতে হবে। বিশেষ কিছু অংশে বসানো যাবে না।'

অন্যদিকে দলের অবস্থান থেকে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে মহাকুম্ভে পুণ্যস্নানের পর যোগী সরকারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন হুগলির তৃণমূল সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সমালোচনায় বিশিষ্টজনেরা

সোশ্যাল মিডিয়ায় তার ভিডিও-ও শেয়ার করেছেন তিনি। সেখানেই তৃণমূল সাংসদ বলেন, 'খুব ভালো ব্যবস্থাপনা। একটা দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছে। তারপর থেকে প্রশাসন সজাগ রয়েছে। প্রচুর শৌচাগার এবং থাকার জায়গা রয়েছে।'

যদিও ত্রিবেণি সংগমে পদপিষ্ট হয়ে পুণ্যার্থীদের মৃত্যুর পর মহাকুম্ভ মেলার সঙ্গে গঙ্গাসাগরের তুলনা টেনে যোগী সরকারকে তুলোধোনা করেছিলেন খোদ তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর ভাইপো তথা দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অথচ দলীয় সাংসদ দলের লাইনের উলটোপথে হাঁটায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্নের মুখে তৃণমূলের অনুশাসন।

ঘটনা হল, তৃণমূলনেত্রী বারবার বলেছেন, কে কী খাবেন, সেটা তাঁর নিজস্ব ব্যাপার। এই ব্যাপারে কোনওরকম হস্তক্ষেপ তিনি বরদাস্ত করবেন না। অথচ তাঁর দলেরই একজন সাংসদ যেভাবে আমিষের ওপর নিষেধাজ্ঞা চাপানোর সওয়াল করেছেন তাতে আপত্তি উঠেছে।

সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় এর সমালোচনা করে বলেছেন, 'এভাবে ফরমান জারি করে আমিষ খাওয়া বন্ধ করা যায় না। কে কী খাবেন সেটা তাঁর নিজস্ব ব্যাপার।'

আরও এক সাহিত্যিক তিলোত্তমা মজুমদার বলেন, 'যিনি ওই ধরনের কথা বলেছেন তিনি প্রচারে থাকার জন্যই এই ধরনের কথাবার্তা বলেছেন।'

তবে প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ জহর সরকার বলেন, 'আমিষ খাবারের ওপর দেশজুড়ে নিষেধাজ্ঞা জারি করা যায় না। হলে তা সংবিধান বিরোধী। দেশের ৭৮ শতাংশ মানুষ আমিষ খান। আমি শত্রুঘ্ন সিনহার কথা শুনেছি। এটা আসলে বিজেপিকে একটা চ্যালেঞ্জ। করলে সারাদেশে করে দেখাও। এটা যদি বিজেপি করতে চায় তাহলে ওরা ডুববে।'

শত্রুঘ্নের সতীর্থ সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য বলেন, 'কে কী খাবেন, কী পরবেন তা অন্য কেউ ঠিক করে দিতে পারে না।' অন্যদিকে যোগীকে রচনার সার্টিফিকেট প্রসঙ্গে কল্যাণবাবু বলেন, 'কেউ ব্যক্তিগতভাবে কী বললেন তাতে কিছু আসে যায় না। দলীয়ভাবে আমরা মনে করি, বিজেপির ডাবল ইঞ্জিন সরকারের অপদার্থতার জন্য অসংখ্য মানুষের প্রাণ গিয়েছে। ওরা মৃত্যুর সংখ্যা গোপন করেছে।'

যোগেশে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ

কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি : যোগেশচন্দ্র চৌধুরী কলেজ ক্যাম্পাসে বহিরাগত ও প্রাক্তনীদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বুধবার বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত জানিয়ে দেন, নির্দিষ্ট কারণ ছাড়া প্রাক্তনীদের প্রবেশ করতে দেওয়া যাবে না। এই বিষয়ে নির্দিষ্ট নীতি নির্ধারণ করবে কলেজ কর্তৃপক্ষ। এই কলেজে সরস্বতী পুজো নিয়ে অশান্তির সৃষ্টি হয়। শেষমেশ পুলিশি প্রহরায় পুজোর নির্দেশ দেওয়া হয়। পুজোয় আইন কলেজের পড়ুয়ারা ক্যাম্পাসের ভিতরে পুজো করেন। আর দিবা কলেজের পড়ুয়ারা ক্যাম্পাসের বাইরে পুজো করেন। অধ্যক্ষ ব্যক্তিগতভাবে ক্যাম্পাসের ভিতরে আলাদা পুজো করেন। এদিন মামলার পরবর্তী শুনানি হয় বিচারপতি সেনগুপ্তের এজলাসে। রাজ্য রিপোর্ট জমা দেয়। তবে কলেজের অধ্যক্ষ অভিযোগ করেন, তাঁকে ইস্তফা দেওয়ার হুমকি দিয়েছে বহিরাগতরা। শেষমেশ বিচারপতি জানিয়ে দেন, বহিরাগত প্রাক্তনী সমস্যা নিয়ে দিবা ও আইন কলেজের পরিচালন কমিটিকে আলোচনায় বসতে হবে। নির্দিষ্ট নীতি তৈরি করতে হবে। সেই নীতি অনুযায়ী প্রাক্তনীদের কলেজ ক্যাম্পাসে ঢোকা ও বেরোনো নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২৫৮ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২৩ মাঘ ১৪৩১

যুক্তিহীন তর্ক

সংসদে ইস্যুভিত্তিক আলোচনা, তা নিয়ে যুক্তিভিত্তিক বিতর্ক যেমন স্বাভাবিক, তেমনই জরুরি। ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে সরকার এবং বিরোধী শিবিরের মধ্যে তুমুল বাগযুদ্ধের অজস্র নিদর্শন রয়েছে। যুক্তিজালে পরস্পরকে ছিন্নভিন্ন করার বহু ঘটনার সাক্ষী ভারতের সংসদ। কিন্তু সেজন্য কখনও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষরা পরস্পরের শত্রুতে পরিণত হননি। স্বাধীন ভারতে সংসদীয় গণতন্ত্র যত দিন গিয়েছে, তত পরিপুষ্ট হয়েছে।

ব্যতিক্রম ঘটছে মোদি জমানায়। শাসক-বিরোধীর মধ্যে সেই জমজমাট তর্কবিতর্ক এখন অতীত। এই সরকারের চোখে বিরোধী, সমালোচক মাত্রই যেন শত্রু। তাই বিরোধী শিবির কোনও প্রশ্ন তুললে কিংবা ভুল চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেও সরকার তা মানতে চায় না। বরং ক্ষমতাসীন থাকার সময় বিরোধীদের ভুলভ্রান্তিগুলির উল্লেখ করে পালটা সমালোচনায় ব্যস্ত হয় সরকারপক্ষ। এমন একটা ধারণা তৈরির চেষ্টা হয় যে, সরকার বিরোধিতার অর্থ দেশের বিরোধিতা।

সদ্য সংসদের বাজেট অধিবেশনে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব নিয়ে আলোচনায় তেমনই ঘটনা দেখা গেল। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বেশ কিছু অভিযোগ তুলেছেন। সরকারের চিন নীতি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ইত্যাদি নিয়ে ভারতের অবস্থান, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শপথগ্রহণে প্রধানমন্ত্রীর না যাওয়া, মেক ইন ইন্ডিয়া'র মুখ থুবড়ে পড়া সহ একাধিক বিষয় ছিল তাঁর ভাষণে।

রাহুলের অভিযোগগুলির জবাব দেওয়ার মোক্ষম সুযোগ ছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জবাবি ভাষণে। কিন্তু তিনি তা না করে আগের মতো পুরোনো কাসুন্দি ঘাঁটলেন। টেনে আনলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীদের প্রতি তীব্র ব্যঙ্গ ও বর্তমান বিরোধী শিবিরের প্রতি তাচ্ছিল্য। তাঁর কথাগুলি কোনও দেশের প্রধানমন্ত্রীর মুখে বেমানান ও সৌজন্যবিরোধী। তাঁর মুখে ঘুরেফিরে এসেছে জওহরলাল নেহরু, ইন্দিরা গান্ধি, রাজীব গান্ধিদের ব্যর্থতা।

নিজের পূর্বসূরিদের সমালোচনা করে মোদি বোঝানোর চেষ্টা করেছেন, নেহরু থেকে মনমোহন সিংয়ের আমল পর্যন্ত ভারতে কোনও উন্নয়নই হয়নি। মোদি ক্ষমতায় আসার আগে পর্যন্ত দেশ ঘন অন্ধকারে ছিল। এই ধরনের কথা অন্ধ মোদি এবং বিজেপি ভক্তদের মন ভালো করে ঠিকই, কিন্তু তাতে দেশের বাস্তব অবস্থার প্রতিফলন থাকে না। বরং বাস্তব থেকে চোখ ফিরিয়ে নেওয়া হয়।

বিজেপি গত ১১ বছর ধরে ক্ষমতাসীন। এই ১১ বছরই দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। ফলে বর্তমানের সমস্যা, ভুলভ্রান্তির দায় তাঁর সরকারের। আগে কে কী করেছিলেন, সেই আলোচনার জন্য সময় খরচ এখন নিরর্থক। কংগ্রেস বা ইউপিএ আমলে ভুলভ্রান্তি ছিল বলেই তো ২০১৪ সালে মানুষ নরেন্দ্র মোদিকে ক্ষমতায় এনেছিলেন। রাহুল নিজেও মানছেন, কর্মসংস্থানের প্রশ্নে ইউপিএ সরকার দিশা দেখাতে ব্যর্থ ছিল। কিন্তু বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তাঁর সরকারের ভুলভ্রান্তি স্বীকার করতে যে রাজি নন, তা স্পষ্ট হল আবার।

অথচ এই ১১ বছরে মোদি সরকার কোনও ভালো কাজ করেনি বললে সত্যের অপলাপ হবে। জনধন অ্যাকাউন্ট, ডিজিটাল অর্থনীতি, বাড়ি বাড়ি নলবাহিত জলের জোগান, স্বচ্ছ ভারত মিশন ইত্যাদি সাধুবাদযোগ্য। কিন্তু কিছু নীতি ও সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্নের অবকাশ থাকে বৈকি। যেমন, মোদি সরকারের চিন নীতি আগাগোড়া বিতর্কিত। সেই বিষয়ে রাহুলের তোলা প্রশ্নগুলির জবাব দেওয়া লোকসভার নেতা হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর কর্তব্য ছিল।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চিনের যে লড়াই শুরু হয়েছে, তাতে ভারতের অবস্থান কী হবে, ভারত কীভাবে এই কৃত্রিম মেধার বাজারে নিজের স্থান নির্দিষ্ট করবে, তা নিয়ে কিন্তু কোনও দিশা ছিল না প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে। যুক্তি, তর্কের বদলে সংসদে শুধুই যুক্তিবিহীন তর্ক, সমালোচনা শুনতে হল দেশবাসীকে। শাসক বারবার বিরোধীদের অগ্রাহ্য করলে সংসদীয় গণতন্ত্রই ধাক্কা খাবে।

অমৃতধারা

উপর উপর দেখেই কিছু ছেড়ো না বা কোনও মত প্রকাশ ক'রো না। কোনও কিছুর শেষ না দেখলে তার সম্বন্ধে জ্ঞানই হয় না, আর, না জানলে তুমি তার বিষয় কী মত প্রকাশ করবে? যা'ই কেন কর না, তার ভিতর সত্য দেখতে চেষ্টা কর। সত্য দেখা মানেই তাকে আগাগোড়া জানা, আর, তাই জ্ঞান। যা তুমি জান না, এমন বিষয়ে লোককে উপদেশ দিতে যেও না। নিজের দোষ জেনেও যদি তুমি তা ত্যাগ করতে না পার, তবে কোনও মতেই তার সমর্থন করে অন্যের সর্বনাশ করো না। তুমি যদি সৎ হও, তোমার দেখাদেখি হাজার হাজার লোক সৎ হয়ে পড়বে। আর যদি অসৎ হও, তোমার দুর্দশার জন্য সমবেদনা প্রকাশের কেউই থাকবে না, কারণ তুমি অসৎ হয়ে তোমার চারিদিকই অসৎ করে ফেলেছ।

-শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

নাম সমস্যায় বাঙালি মুসলিম সমাজ

আগে বাঙালি মুসলিমদের নাম হত বাবলু, রীনা, মীরা, খোকন, সঞ্জীব। আজ তা বর্জিত। গুরুত্ব পাচ্ছে আরবি নাম।

মৌমিতা আলম

"নামে কী যায় আসে,/ গোলাপকে যা নামেই ডাকা হোক না কেন,/ গোলাপ সুগন্ধ বই অন্য কিছু ছড়াবে না"- উইলিয়াম শেক্সপিয়রের লেখা রোমিও জুলিয়েট নাটকের বিখ্যাত উক্তি বাংলা অনুবাদে এমন দাঁড়ায়।

আজকের দিনে শেক্সপিয়র ভারতে জন্মালে কি এই কথা বলতে পারতেন নামে কী যায় আসে?

একজন সংখ্যালঘু, দলিতকে জিজ্ঞেস করলে উত্তর খুব পরিষ্কার হয়ে যায়, ভারতের মতো দেশে নাম অনেক কিছুই ঠিক করে দেয়। কেউ আখলাক, জুনেইদ হবে কি না। কিংবা পাসপোর্টের লাইনে কাউকে নাম দেখেই বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে দেওয়া হবে কি না। সব ঠিক করে দেয় নাম। আখলাক ও জুনেইদকে এক বিশেষ ধর্মাবলম্বী বলে পিটিয়ে মারা হয়।

কেউ বাড়িভাড়া পাবে কি না, শহরের কেন্দ্রের জমি বিক্রি করা হবে কি না, কিংবা ঘেটোতে জায়গা হবে কি না, সব ঠিক করে দিচ্ছে নাম।

আমার বা আমার সময়ের অনেকের, যাঁদের জন্ম বামফ্রন্ট আমলে, তাঁদের অনেকের নাম ঠিক আমার মতো- মৌমিতা, টুম্পা, লাবণি ইত্যাদি। নাম নিয়ে আমায় বিস্তর প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে সবসময়। সুবিধে যেমন হয়েছে, তেমন হয়েছে অসুবিধেও। কলেজে পড়ার সময় সহজে বাড়িভাড়া পেয়ে গিয়েছিলাম, কারণ বাড়ির মালিক পদবি জিজ্ঞেস করেননি। আমার সঙ্গে থাকা বন্ধুর পদবি দেখে আর আমার প্রথম নাম শুনে ভেবে নিয়েছিলেন, আমি তাঁদের ধর্মের হবই!

আমার প্রথম চাকরি মুর্শিদাবাদে। সেই কর্মস্থলে বহু সহকর্মী বহু বছর পর্যন্ত আমার নাম দেখে ভেবেছিলেন, আমি বিবাহ সূত্রে ধর্ম পরিবর্তন করেছি। তাই আমার নাম এমন! অথচ বাঙালি মুসলিম পরিবারে আশির দশক ও নব্বই দশকের শুরুর দিকে যাঁদের জন্ম, তাঁদের অনেকের নাম এমনই ছিল আমার কমিউনিটির মধ্যেও। আমার খালাতো, মামাতো ভাইবোনদের নাম ছিল- জিমি, টনি, বাবলু, ইতি ইত্যাদি।

তখনও বাবরি মসজিদের তালা ও অর্থনৈতিক উদারীকরণের জন্য বাজারের তালা খুলে দেওয়া হয়নি। নেহরুর আপাত ধর্মনিরপেক্ষতার রাজনীতি তখনও প্রাসঙ্গিক ছিল। যেমন কেন্দ্রে, তেমনই রাজ্যে ধর্মনিরপেক্ষ বামফ্রন্টের শ্রেণির রাজনীতি বিরাজমান। বাঙালি মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষদের সংস্কৃতিতে তখনও পিরের মাজার এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান। উগ্র মুসলিম হওয়ার প্রবণতায় তাবলীগী জামাত বা অন্যান্য কট্টরপন্থীদের হাত ধরার প্রবণতা দেখা দেয়নি।

বাবরি মসজিদ গুঁড়িয়ে দেওয়া সংখ্যালঘুদের মনস্তত্ত্বে এক ভয়ের জন্ম দিয়েছিল। তারাও চাইছিল এক আশ্রয়। আর সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে গ্রামগঞ্জে বাড়ে জামাতের উপস্থিতি ও বাড়বাড়ন্ত।

মৌলবি ডেকে কিংবা মোবাইল, বই ঘেঁটে খুঁজে নেওয়া হয় মুসলিম নাম! সারাজীবন বহুবার এই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে, অধিক কট্টরপন্থীদের কাছে, "তোর আব্বা নমাজ পড়ে, তবুও কেন এমন নাম! তোর বাপের ভাগ্যে এজন্যই জান্নাত জুটবে না!" আবার অন্যপক্ষে হিন্দুত্ববাদীদের কাছে শুনতে হয়েছে, "তোর এমন বাঙালি নাম কেন!" ভাবখানা এমন মুসলিম মানে যেন বাঙালি নয়। আমার খালা, মায়েদের নামও ছিল একদম আটপৌরে বাঙালি। রীনা, মীরা, লতা, হিনা ইত্যাদি।

ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগিজ শিল্পী এরকমই ছবি আঁকেন মুসলিমদের। বলা হয়েছিল, বাংলার রাজত্বে এঁরাই হলেন বাঙালি।

১৯৯২ বা তার আগে থেকে চলা সংখ্যাগুরু সাম্প্রদায়িকতার একটি বৃত্ত সম্পূর্ণ হয় ২০১৪ সালে। তারপর আরও পালটে গিয়েছে রাজনৈতিক ভাষ্য। আমার নামের ভার আমার প্রথম নাম থেকে সরে এসে পড়েছে আমার পদবি "আলম"-এ। শুধু নামের জন্য খুন হতে হচ্ছে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের। দোকানের নাম লিখতে হবে নিজের ধর্ম মিলিয়ে, এমন হুঁশিয়ারি দিয়েছেন দিল্লিতে বিজেপির কাউন্সিলার রবিন্দর সিং নেগি। বাড়ছে ঘেটোতে থাকার প্রবণতা।

নাম দেখে খুনের প্রবণতার বিরুদ্ধে ২০১৭ সাল থেকে চালানো হয় #নট ইন মাই নেম ক্যাম্পেন। নাম দেখে প্রেম, নাম দেখে ভোট, নাম দেখে খাবার, নাম দেখে রাজনৈতিক দল, নাম দেখে সরকারি সুবিধে বা অসুবিধে সবই হচ্ছে এই সময়ে। যেমন দেশের প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, পোশাক দিয়ে যায় চেনা।

নাম দিয়ে কি শুধুই যায় ধর্ম চেনা? নারীদের ক্ষেত্রে নারীদের নাম অনেক সময় সমস্ত পরিচয়ের সার্বভৌমত্ব মুছে যাওয়ারও প্রতীক। সালটি ২০১৯-'২০। আলোচনায় তখন মুখ্য বিষয় এনআরসি এবং সিএএ। ডিভোর্স পরবর্তী ঝামেলায় কাগজপত্র ঠিক করার জন্য হাজির হলাম আধার অফিসে। লম্বা লাইন বলাই বাহুল্য। সেটা মুর্শিদাবাদ জেলা। যে জেলা সম্পর্কে নানা রকমের ফেক নিউজ ছড়াচ্ছে বাজারে শুধুমাত্র ঘৃণার বাজার গরম করার জন্য। লাইনে দাঁড়িয়ে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়ার সময় সংশ্লিষ্ট অফিসার বললেন সব স্লট বুকড, পরের বছর খোঁজ নিতে।

আমি ভুল শুনেছি ভেবে আবার জিজ্ঞেস করায় বললেন, এই জেলায় একশো শতাংশ বিবাহিত মুসলিম মহিলাদের নাম ভুল! ব্যাপারটা বুঝতে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা মহিলাদের কাছে জেনে বুঝতে পারলাম, আসলে বিয়ের আগের কাগজ ও বিয়ের পরের কাগজের মধ্যে নামের অমিল। বিয়ের পর নামের উপাধি পালটে "বিবি" করে দেওয়া দস্তুর। বিয়ে নামক দানব গিলে খায় মেয়েদের অস্তিত্বকে। পারভিন, খাতুন, বেগম, আলম থেকে "বিবি"।

স্ট্যাম্প মেরে দেওয়া, যেন সিলমোহর যে কারও বৌ, কারও সম্পত্তি! তেমনই বিধবা হলে লিখে জুড়ে দেওয়া "বেওয়া!" তাই এনআরসি নামক বিপন্নতা ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলতেই বিবাহিত নারীরা ছুটেছে নাম সারাই করতে। নামের মেরামতি, কিন্তু বিবাহ নামক যে প্রতিষ্ঠানটি গিলে ফেলে মহিলাদের নাম, তার মেরামতি করবে কে? জানা নেই।

নাম নিয়ে বিড়ম্বনা শুধু ধর্ম ও লিঙ্গ সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রে নয়। নামকরণের মধ্যে নিহিত থাকে কোনও ব্যক্তির সামাজিক শ্রেণিগত অবস্থানও। একটি সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানে চাকরি করায় শিক্ষার্থীদের নথিপত্র প্রায়শই হাতে আসে। আর তাতে চোখে পড়ে নানারকমের ভুল।

আমার শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনেকেই প্রথম প্রজন্মের পড়ুয়া। আর প্রায় নব্বই শতাংশের বেশি পড়ুয়ার বাবা-মা পরিযায়ী শ্রমিক। তাঁদের নানি-দাদি, বা পরিবারের অন্য সদস্যদের কাছে রেখে মা-বাবা যান ভিনরাজ্যে কাজ করতে। স্কুলে, কলেজে বা আধারের নাম নথিভুক্ত করতে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই যায় কিংবা নানি-দাদিরা যান। আর অনেকের নাম আরবি বা পার্সিয়ান বা উর্দু হওয়ায় নাম নথিভুক্তকরণের জন্য নিযুক্ত আধিকারিক প্রায়শই ভুল করেন। তারপর আছে পড়শিকে না জানা, না চিনতে চাওয়ার অভ্যেস। আর স্থানীয় উচ্চারণও একটা সমস্যা। তাই রোজই সরকারি নানা প্রকল্পের সুবিধে পেতে হন্যে হয়ে নাম সংশোধনের জন্য বিডিও থেকে নানা অফিসে ঘুরে বেড়ান বাঙালি মুসলিমরা। ছেলের নাম "তৈমুর" রেখে বিস্তর ঘৃণার শিকার হন করিনা কাপুর ও সইফ আলি খান।

আবার নামকরণের মাঝে লুকিয়ে থাকে আভিজাত্য প্রকাশের সুপ্ত ইচ্ছেও। মালদায় খুব বড় একটি নাম আবু বরকত আতাউল গনি খান চৌধুরী। সেই নাম দেখে নিজের আভিজাত্য প্রকাশের সুপ্ত ইচ্ছেয় আমার কাকাশ্বশুর তাঁর ছেলেদের শুধু একটি নাম রেখে সন্তুষ্ট হননি। তাদের প্রত্যেকের নাম তিন-চারটি নামের সংমিশ্রণ। আর তাতেই মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ডে ভুল ও তারপর বড় বিড়ম্বনা।

শুধু তাই নয়, নাম এতটাই গুরুত্বপূর্ণ, আমাদের দেশে কিছু পরীক্ষায় শুধুই রোল নম্বর বা রেজিস্ট্রেশন নম্বর লিখতে হয়। যাতে পরীক্ষক নাম দেখে পক্ষপাতদুষ্ট না হয়ে পড়েন!

রাষ্ট্র থেকে পরিবার সবেতেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে নাম। নাম হতে পারে ভয়ের কারণও। সেটা ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি। তিস্তা তোর্ষা এক্সপ্রেসে চেপে যাচ্ছি মুর্শিদাবাদ। ভোটের আর কয়েক মাস দেরি। ময়নাগুড়ি থেকে ট্রেনে ওঠা এক ভদ্রলোক শুরু করলেন ঘৃণার উদ্গীরণ। যোগ দিলেন সেই কম্পার্টমেন্টে থাকা বাকিরাও। মুসলিমদের বেশি বাচ্চা থেকে লাভ জেহাদ, বাদ যাচ্ছিল না কোনও কিছুই। এই রকম পরিবেশে আমি যখন প্রায় সিঁটিয়ে আছি, টিকিট চেকার এলেন টিকিট চেক করতে। আমার মেরুদণ্ড দিয়ে ঠান্ডা স্রোত। বুদ্ধি করে শুধুই মুখে প্রথম নামটি বলে, এগিয়ে দিয়েছিলাম টিকিট চেকারকে মোবাইলটা। সেদিনও আমায় বাঁচিয়েছে আমার মামার দেওয়া নাম!

শেক্সপিয়র ভদ্রলোক এই জমানায় ভারতে থাকলে নিশ্চয়ই অন্য কিছু লিখতেন। দুর্ভাগ্যবশত প্রিয়তম দেশে এখনও নামে অনেক কিছু যায় আসে!

(লেখক শিক্ষক ও সাহিত্যিক। ময়নাগুড়ির বাসিন্দা)

আজ

১৯৭৬

আজকের দিনে প্রয়াত হন পরিচালক ঋত্বিক ঘটক।

২০২২

সুর সম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকরের জীবনাবসান হয় আজকের দিনে।

আলোচিত

শুধু গোমাংস নয়, দেশে সমস্ত আমিষ পদ নিষিদ্ধ করা উচিত। উত্তর-পূর্বে গোমাংস খেলে ইয়াম্মি, আর উত্তর ভারতে খেলে মাম্মি! এটা তো হতে পারে না। দেশ একটাই। তাই নিয়মও এক হওয়া উচিত। সরকার বিভিন্ন জায়গায় গোমাংস বিক্রি বন্ধ করেছে। অনেক জায়গায় করেনি।

- শত্রুঘ্ন সিনহা

ভাইরাল/১

দেশে র‌্যাগিংবিরোধী আইন থাকলেও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে জুনিয়ার ছাত্রদের নিগ্রহের ঘটনা ঘটেই চলেছে। গুজরাটের একটি কলেজে এক সিনিয়ার ছাত্র জুনিয়ার পড়ুয়াকে বেল্ট দিয়ে পেটায়। কিছু ছাত্র আবার দাঁড়িয়ে তা উপভোগ করছে। ভিডিও দেখে নিন্দার ঝড়।

ভাইরাল/২

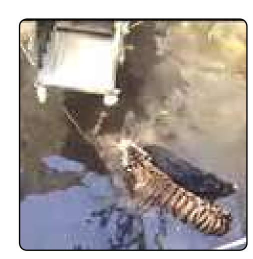

মধ্যপ্রদেশের পেঞ্চ জাতীয় উদ্যানে বুনো শুয়োরকে ধাওয়া করে বাঘ। দুজনেই কুয়োয় পড়ে যায়। শিকারকে বাগে পেয়েও কিছুই করে না সে। নিজের প্রাণ বাঁচাতেই ব্যস্ত। তাদের হাবুডুবু খেতে দেখে বন দপ্তরে খবর দেন গ্রামবাসীরা।

জনমন জনমত

মানুষ যখন অমানুষ

গত কয়েকদিন যাবৎ আমাদের সমাজে ঘটে চলা কিছু ঘটনা সমাজমাধ্যমের দৌলতে আমাদের শিহরিত করে তুলেছে। ঘটনাগুলো অমানবিক না পৈশাচিক তার বর্ণনা করা মুশকিল। এতদিন মানুষ মানুষকে খুন করছিল, উত্ত্যক্ত করছিল। কিন্তু এখন মানুষের বর্বরতার শিকার হতে হচ্ছে নিষ্পাপ অবোলা পথকুকুরদের। সম্প্রতি শিলিগুড়ি ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের এইসব ঘটনা সত্যিই হৃদয়বিদারক। কেউ সদ্য জন্মানো কুকুরছানাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেছে, কেউ বা কুকুরের চোখ উপড়ে নিয়েছে, তো কেউ একটি আস্ত কুকুরকে হাইড্রেনে ছুড়ে ফেলে গর্বের সঙ্গে সেই ভিডিও সমাজমাধ্যমে আপলোড করেছে। আবার কেউ তার কাম চরিতার্থ করতে পথকুকুরকে নির্যাতনের শিকার বানাচ্ছে।

কয়েক বছর আগে এনআরএস হাসপাতালের সেই কুকুরছানা পিটিয়ে হত্যার কাণ্ড আজও আমাদের মনে রয়েছে। মানুষ কতটা বর্বর, কতটা পৈশাচিক হলে এমন কাণ্ড ঘটাতে পারে। ভাবলেও অবাক লাগে। এই কি আমাদের শিক্ষা? এটাই কি আধুনিকতা? আমরা কোন যুগে বাস করছি? দুটো বিস্কুট বা দু'মুঠো অন্ন দেওয়া তো দূর, এই নিষ্পাপ জীবগুলো এখন কিনা মানুষের লালসার শিকার হচ্ছে। একসময় বাচ্চারা ভয় পেয়ে বা খেলার ছলে কুকুরকে ঢিল ছুড়লে বড়রা শাসন করতেন। কিন্তু আজ তো সেসব অতীত। এখন শাসন করার কেউ নেই।

সবচেয়ে বড় কথা, কেন এই হিংস্রতা? কেন এই লালসা? এ কি শুধুই মানসিক বিকৃতি, নাকি সামাজিক কুপ্রভাব? এই বিষয়ে সামাজিক তথা পশুপ্রেমী সংগঠনগুলির অবিলম্বে এগিয়ে আসা দরকার। আর সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন পারিবারিক শিক্ষা, শাসন ও মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলা।

ইন্দ্রনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, শিলিগুড়ি।

জলপাইগুড়ি জেলার একটি ভালো দিক

সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায়, জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসন ও জেলা পুলিশ প্রশাসনের উদ্যোগে প্রথমবার যে জলপাইগুড়ি উৎসব হল তাতে জলপাইগুড়িবাসী হিসেবে গর্বিত ও আনন্দিত। অনেকেই এই উৎসবের সুন্দর সুন্দর মুহূর্ত ক্যামেরাবন্দি করেছেন এবং বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে তুলে ধরেছেন।

সেইসঙ্গে এটাও লক্ষ করলাম, অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে কীভাবে জলপাইগুড়ি জেলার প্রশাসনিক আধিকারিকরা সুন্দরভাবে মানুষের সঙ্গে মিশে যেতে পারেন। গম্ভীরতার বাইরে গিয়ে সব স্তরের মানুষের সঙ্গে মিশে তাঁদের সমস্যার কথা শুনে তাঁদের পাশে দাঁড়াচ্ছেন, সমাধানের চেষ্টা করছেন। তাঁরা শুধু বন্ধ কেবিনে আবদ্ধ হয়ে কাজ করেন না, সুন্দরভাবে মিশে যান সাধারণ মানুষের সঙ্গে। এটাই তো প্রত্যেকে চান। এভাবেই তো একটি সুন্দর জেলা গড়ে ওঠে।

এছাড়া উত্তরবঙ্গ সংবাদের একটি প্রতিবেদনে দেখলাম, জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ প্রশাসন থেকে যে টেবিল ক্যালেন্ডার প্রকাশ হয়েছে তাতে জেলার ১২টি হেরিটেজ জায়গার ছবি বারোটি পাতায় রয়েছে। এটা জেনে ভীষণ ভালো লাগল।

জলপাইগুড়ি শহরের নাগরিক হিসেবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, প্রশাসনিক আধিকারিকদের হাত ধরে এভাবেই জলপাইগুড়ি জেলা উন্নতির শিখরে পৌঁছে যাবে।

শুভময় দত্ত, ৪ নম্বর গুমটি, জলপাইগুড়ি।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

পাশের ঘরে প্রতিবেশী, দরজা তাই বন্ধ

আধুনিকতার বজ্র আঁটুনিতে ফ্ল্যাট কালচারের ফসকা গেরোয় দিব্যিই আছে বাঙালি! একান্নবর্তী পরিবার উধাও।

মৈনাক ভট্টাচার্য

সময়ের নিয়মে, বসতের ব্যাকরণ বদল হয়। ঝাঁ চকচকে অ্যাপার্টমেন্টের অতি আধুনিক স্মার্টনেসেই নাড়া বাঁধা আজকের সমৃদ্ধির চাবিকাঠি। মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে বিএইচকে সংস্কৃতির দাপট, টু-থ্রি-ফোর-যার যেমন রেস্ত। মেলামেশার খোলা হাওয়া নাপসন্দ, আমাদের বসতের নতুন স্লোগান -'পড়শি আছে পাশের ঘরে, দরজা খোলা বারণ তাই'।

উঠোনহীন গোপনীয়তার পরিসর এখন আমাদের বড় আপন। দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর মতো, উৎসব অনুষ্ঠানের দায়বদ্ধতায় আবাসনের প্রতিবেশীকূল পাতানো সব খুড়িমা জ্যাঠাইমা কিংবা তুতো ভাই-বোনের দল। সম্পর্কের এই রোবোটিকতায়, সেই গদগদ পরিজন মানুষটিই যখন কারণে অকারণের অছিলায় অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন, তখন টের পাই, মেকি প্রশান্তি যেন সময়ের রূঢ় বাস্তবতা হয়ে ভেংচি কাটছে- 'কোথায় পালাবে তুমি!'।

অথচ নতুন প্রজন্ম জায়গা করে নেয়, এমন সত্যের ওপর দাঁড়িয়ে, যেখানে এই আবাসন সভ্যতার দাপটে ভেঙে যাচ্ছে আমাদের প্রপিতামহসম পুরোনো প্রজন্মের স্মৃতিবিজড়িত সব বাসাবাড়ি। আধুনিকতার বজ্র আঁটুনিতে ফ্ল্যাট সংস্কৃতির এইসব ফসকা গেরো নিয়ে কী দিব্যিই না আছি আমরা!

অথচ ইতিহাস বলে, একান্নবর্তী পরিবারই হল সংসারের মেরুদণ্ড। একটা নিজস্ব বাসাবাড়ির ভেতর মহলে জিরিয়ে নিতে, শীতের মিষ্টি রোদে বাড়ির সবাই মিলেমিশে শরীর সেঁকার শিক্ষায় লুকিয়ে থাকে পারিবারিক প্রশান্তি, বাস্তব বাস্তবতা। গলিয়ে দেয় পরিবারতন্ত্রের ভেতরে জমে থাকা রাগ-অনুরাগের অনেক মেদ। এই প্রজন্মের কাছে এমন চালচিত্র এখন তাই অনেক না-পাওয়ার এক টুকরো হয়তো মাত্র। এই হারানোর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার দলে পড়ে থাকে সেই মা-ঠাকুমার ঝুলি ভরা সোহাগ, আলিঙ্গনের বেড়ে ওঠা দিনগুলির মতো আজকের হারিয়ে যাওয়া অনেক ভাবনার মণিমুক্তো।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন উঠোন হয়ে ঘরে ঢোকা সূর্যের আলো তাঁর ঘরের আপনার আলো হয়ে দেখা দেয়। এই ভাবনার ফলিত উদাহরণেই হয়তো শান্তিনিকেতন হয়ে উঠেছিল অসামান্য। বৈদিক সমাজ থেকে বাউল আখড়ার গোলাঘর, ইতিহাস স্বমহিমায় বিরাজমান। পাঞ্জাবি সংস্কৃতির 'সঞ্ঝা চুলা'-তে এক উনুনে দশ পরিবারের মিলেমিশে রুটি পাকানোর সঙ্গে একসময় তৈরি হত নতুন সব বৈবাহিক সম্পর্ক, অনেক কঠিন পারিবারিক সমস্যার সমাধান সূত্র। এক বাড়িতে ঘুরতে আসা অতিথি হয়ে উঠত অন্য বাড়ির আপনজন।

পৌরাণিক সংস্কৃতির ময়দানব শাস্ত্রের হিসেব বলে, উঠোনের কেন্দ্র থেকে উৎসারিত 'এনার্জি' বা শক্তি ছড়িয়ে পড়ে উঠোন ঘিরে থাকা প্রতিটি ঘরের আবাসিকদের মধ্যে। এই শক্তিই জোগায় প্রতিদিনের কাজ করার ক্ষমতা। সে তো পৌরাণিক ভাবনা। কিন্তু বাস্তবতার পরাকাষ্ঠায় এই প্রজন্মের শিশুকে সুকুমার রায়ের ননসেন্স রাইমের পাঠ দিতে যদি শোনাতে বসি, 'উঠোন কোণে কড়াই ছিল, পায়েস ছিল তাতে,/ তাই নিয়ে কাক লড়াই করে কুঁকড়ো বুড়োর সাথে।/ যুদ্ধ জিতে বড়াই ভারি, তখন দেখে চেয়ে-/ কখন এসে চড়াইপাখি পায়েস গেছে খেয়ে।'

সেই শৈশব তখন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে- চড়াই পাখির পায়েস খেয়ে যাওয়া নয়, একান্নবর্তী পরিবারের অস্তিত্বের সংকটের দিকে। ফ্ল্যাটবাড়ির পিছনে পুরোনো আড্ডার জায়গা মুছে যাওয়ার দিকে।

(লেখক শিলিগুড়ির ভাস্কর এবং সাহিত্যিক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪০৫৮

পাশাপাশি : ১। মাটির ছোট ঘট বা সময়ের ঘণ্টা ৩। প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রতিমাকে বরণ ৪। প্রচণ্ড বা ভয়ংকর ৫। কাউকে জোর করে বের করে দেওয়া বা গড়িয়ে দেওয়া ৭। ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য বিনিময় মাধ্যম ১০। এটা খেলে গলা চুলকাতে পারে ১২। দেহে যার খুব শক্তি আছে ১৪। খনিজ জ্বালানি ১৫। গায়ে পড়া ভাব বা অতিরিক্ত মাখামাখি ১৬। যদি বন্ধু হও।

উপর-নীচ : ১। আকাশ অন্ধকার করে মেঘে ঢেকে যাওয়া ২। সক্ষম বা উপযুক্ত ৩। বিচারবিবেচনা করে পদক্ষেপের ভাবনা ৬। ধর্মের প্রতি একনিষ্ঠ ৮। বিপর্যস্ত বা পর্যুদস্ত ৯। অভিমানের ফলে দাম্পত্য কলহ ১১। ভেঙে বহু টুকরো ১৩। অমঙ্গল, অকল্যাণ অথবা বিপদ।

সমাধান ■ ৪০৫৭

পাশাপাশি : ২। কুশাসন ৫। হুবহু ৬। হর্ষবর্ধন ৮। বক ৯। তাগা ১১। অসমতল ১৩। মিথুন ১৪। মানচিত্র

উপর-নীচ : ১। বহুরূপী ২। কুহু ৩। সহর্ষ ৪। অজিন ৬। হক ৭। বরগা ৮। বয়েম ৯। তাল ১০। কোকনদ ১১। অনূঢ়া ১২। তর্জন ১৩। মিত্র।

বিন্দুবিসর্গ

ফেরানো হল ১০৪ ভারতীয়কে

হাতে কড়া, পায়ে বেড়িতে বিতর্ক

অমৃতসর, ৫ ফেব্রুয়ারি : আমেরিকা থেকে অবৈধ অভিবাসীদের নিয়ে ভারতে এল মার্কিন সেনাবিমান। বুধবার দুপুরে বিমানটি পঞ্জাবের অমৃতসর বিমানবন্দরে অবতরণ করে। বিমান থেকে নেমে আসেন ১০৪ জন ভারতীয়। যদিও প্রাথমিকভাবে ২০৫ জন অবৈধ ভারতীয় নাগরিককে আমেরিকা থেকে দেশে ফেরানোর কথা জানা গিয়েছিল। কিন্তু তার চেয়ে অনেক কম ভারতীয়কে প্রথম দফায় ফেরত পাঠাল ট্রাম্প সরকার।

তবে মার্কিন সেনাবিমানে হাতকড়া এবং পায়ে শিকল পরা ভারতীয়দের ছবি ভাইরাল হওয়ার পর সরব হয়েছে কংগ্রেস। দলের প্রচার বিভাগের প্রধান পবন খেরা বলেন, 'আমেরিকা থেকে নির্বাসিত হওয়ার সময় ভারতীয়দের হাতকড়া পরানো এবং অপমানিত করার ছবি দেখে একজন ভারতীয় হিসেবে আমার খুব খারাপ লেগেছে।' এপ্রসঙ্গে ২০১৩-য় ভারতীয় কুটনীতিক দেবযানী খোবরাগাড়েকে আমেরিকায় হাতকড়া পরিয়ে হেনস্থার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন খেরা। মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, সেই সময় ক্ষমতাসীন ইউপিএ সরকারের চাপে ভারতীয় কুটনীতিককে হেনস্থার ঘটনায় ক্ষমা চাইতে বাধ্য হয়েছিল আমেরিকা। কংগ্রেস সরব হলেও বুধবার দেশে ফেরা ভারতীয়দের হাতকড়া পরানোর অভিযোগ নিয়ে নীরব বিদেশমন্ত্রক।

কংগ্রেস সাংসদ রাজীব শুক্লার দাবি, অদূর ভবিষ্যতে এভাবে লক্ষ লক্ষ ভারতীয়কে ফেরত পাঠাবে ট্রাম্প সরকার। এদিন সামাজিক মাধ্যমে করা পোস্টে তিনি লিখেছেন, 'আমি বিদেশ মন্ত্রকের একটি বৈঠকে উপস্থিত ছিলাম। সেই সূত্রে জানতে পেরেছি ৭.২৫ লক্ষ ভারতীয়কে ফেরত পাঠানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে আমেরিকা। ইতিমধ্যে তাঁদের অবৈধ অভিবাসী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অথচ ওই মানুষগুলি বহু বছর ধরে আমেরিকায় রয়েছেন। এখানে তাঁদের কিছুই প্রায় অবশিষ্ট নেই।' দেশে ফিরে অবৈধ অভিবাসীরা কী করবেন সেই প্রশ্ন তুলেছেন রাজীব। তাঁর মতে, আমেরিকায় উচ্চবিত্তের জীবন

কাটিয়ে ভারতে ফিরে অভিবাসীদের আর্থিক দুরবস্থার মধ্যে পড়তে হবে। দলের অপর সাংসদ শশী থারুরের বক্তব্য, আমেরিকা থেকে বেআইনি অভিবাসীদের ভারতে ফেরত পাঠানোর এটা প্রথম ঘটনা নয় এবং বুধবারের ঘটনাটি দিয়ে সেই প্রক্রিয়া শেষও হবে না।

বেআইনি অভিবাসীদের আগমনের কারণে এদিন অমৃতসর বিমানবন্দরে কড়া নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। বিমানবন্দর ঘিরে ছিল পঞ্জাব পুলিশের বিরাট বাহিনী। রাজ্য সরকারের একাধিক শীর্ষ পদাধিকারীকে বিমানবন্দরে দেখা গিয়েছে। ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের আধিকারিকরা। এছাড়া দিল্লির মার্কিন দূতাবাসের একজন প্রতিনিধি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বেআইনি অভিবাসীদের জন্য বিমানবন্দরে বিশেষ কাউন্টার খোলা হয়েছিল। সেখানেই তাঁদের পরিচয় যাচাই করা হয়।

পঞ্জাব পুলিশের ডিজি গৌরব যাদব জানান, এদিন দুপুর ১টা ৫৯ মিনিটে অমৃতসরের শ্রীগুরু রামদাসজি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে মার্কিন সেনার বিমান। বেআইনিভাবে আমেরিকায় বসবাসকারী এদেশের নাগরিকদের নিয়ম মেনে গ্রহণ করেছেন ভারতীয় কর্তৃপক্ষ। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করা হবে কি না সেই ব্যাপারে মন্তব্য করতে চাননি গৌরব যাদব। রাজ্য প্রশাসনের একটি সূত্র জানিয়েছে, আমেরিকা থেকে আসা ভারতীয়দের অধিকাংশ পঞ্জাব, হরিয়ানা ও গুজরাটের বাসিন্দা। ১০৪ জনের মধ্যে ৯৬ জনই এই ৩টি রাজ্যের বাসিন্দা। তাঁরা সবাই পাসপোর্ট-ভিসা নিয়ে বিদেশ সফরে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে তাঁরা বেআইনিভাবে আমেরিকায় প্রবেশের চেষ্টা করেন। কেউ কেউ সফল হলেও অধিকাংশ কানাডা ও মেক্সিকো সীমান্ত দিয়ে আমেরিকায় ঢোকার সময় ধরা পড়েছেন। ভারতে তাঁদের বিরুদ্ধে নিয়মভঙ্গ বা অপরাধে জড়িত থাকার অভিযোগ নেই। সেই কারণে কাউকে গ্রেপ্তার করার প্রশ্ন উঠছে না। তবে কারণ বিরুদ্ধে আমেরিকায় গুরুতর অপরাধে জড়িত থাকার অভিযোগ থাকলে তা খতিয়ে দেখে পদক্ষেপ করা হবে।

মার্কিন সেনা বিমানে অবৈধভাবে আমেরিকা যাওয়া ভারতীয়রা। অনেকেরই পায়ে ছিল বেড়ি। হাতে হাতকড়া।

ভোটের লাইনে প্রমীলাবাহিনী। বুধবার নয়াদিল্লিতে।

'নগদ'-এর টানেই বুথমুখী মহিলা ভোটাররা

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৫ ফেব্রুয়ারি : সামান্য কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া ৫ ফেব্রুয়ারি নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হল রাজধানীর বিধানসভা ভোট। আর বাংলার লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের অনুকরণেই একাধিক মহিলাকেন্দ্রিক 'নগদ' স্কিমের প্রতিশ্রুতি মহিলা ভোটারদের আরও বেশি করে বুথমুখী করেছে বলেই মত দিল্লিবাসীর।

আম আদমি পার্টির 'মহিলা সম্মান রাশি' প্রকল্প, কংগ্রেসের 'পিয়ারি দিদি যোজনা', বিজেপির 'মহিলা সমৃদ্ধি যোজনা' থেকে শুরু করে দিল্লির ভোটারদের আকৃষ্ট করার জন্য প্রচারের কেন্দ্রবিন্দুতে সবসময়েই রাখা হয়েছিল মহিলাদেরই। যার ফল, সকাল থেকেই রাজধানীর বুথে বুথে মহিলা ভোটারদের আধিক্য। সিএএ'র সময় আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠা শাহিনবাগ, মুসলিম প্রধান এলাকা বলে পরিচিত জামিয়ানগর বা তুঘলকাবাদ। ভোটের লাইনে মহিলাদের সংখ্যা ছিল চোখে পড়ার মতো। আর নগদ স্কিমের প্রতিশ্রুতি যে তাঁদের 'মনে ধরেছে' তাও স্বীকার করে নিলেন। যদিও ৭০ আসনের এই নির্বাচনে তিনটি প্রধান রাজনৈতিক দলের ২১০ জন প্রার্থীর মধ্যে মাত্র ২৫ জন মহিলা প্রার্থী রয়েছেন।

মোট ৭০টি আসনে ৬৯৯ জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ হল এদিন। প্রায় ১৪,০০০ বুথে হল ভোটগ্রহণ। দিল্লির মোট ১.৫৫ কোটি ভোটারের মধ্যে প্রায় ৪৬ শতাংশ অর্থাৎ ৭১ লাখের বেশি মহিলা ভোটার, যাদের ওপর রাজনৈতিক দলগুলির মনোযোগ বরাবরই কেন্দ্রীভূত ছিল। যার ফল বেশি সংখ্যায় মহিলারা হলেন বুথমুখী।

দিল্লির দক্ষিণ খানপুরের রাস্তায় ই-রিকশা চালাতে চালাতে সাবিত্রি (৪৯) বলেন, তিনি চান দিল্লি আরও মহিলাবান্ধব শহর হোক। তিনি জানান, সড়ক উন্নয়ন এবং আইনশৃঙ্খলা উন্নত করার বিষয়ে মহিলারা মতামত দিক এবং 'নগদ' স্কিম এই প্রকল্প মহিলাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে প্রকট করবে। লাজবন্তী (৩৮) একজন গৃহকর্মী, দিল্লির কুসুমপুর পাহাড়ি অঞ্চলের বাসিন্দা বললেন, 'যদি প্রতি মাসে দু-হাজার টাকা আমার অ্যাকাউন্টে আসে, তাহলে আমি আরও ভালোভাবে আমার সন্তানের খাওয়ার খরচ এবং সংসার চালাতে পারব।' অর্থাৎ বাংলার লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মতোই দিল্লিতেও 'মহিলা সম্মান রাশি', 'পিয়ারি দিদি' বা 'মহিলা সমৃদ্ধি' যোজনাতে আগ্রহী হতে দেখা গেল মহিলা ভোটারদের।

দিল্লিতে পদ্মের পাল্লা ভারী

মোট আসন-৭০

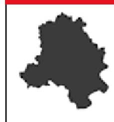

ম্যাজিক সংখ্যা ৩৬

সমীক্ষক সংস্থা	আপ	বিজেপি	কংগ্রেস
ম্যাট্রিজ	৩২-৩৭	৩৫-৪০	০-১
পিমার্ক	২১-৩১	৩৯-৪৯	০-১
পিপলস পালস	১০-১৯	৫১-৬০	০
মাইন্ড ব্রিংক	৪৪-৪৯	২১-২৫	০-১

নয়াদিল্লি, ৫ ফেব্রুয়ারি : ২৭ বছরের বনবাস ঘুচিয়ে দিল্লি-জাতীয় রাজধানী অঞ্চলের মসনদে ফিরতে চলেছে বিজেপি। কাঁটে কা টক্কর দিলেও ১২ বছর পর ক্ষমতাচ্যুত হতে চলেছে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আপ। তবে প্রচারের পারদ সপ্তমে চড়ালেও কংগ্রেসের প্রাপ্তির ভাঁড়ার এবারও শূন্য থেকে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। বুধবার দিল্লির ৭০টি বিধানসভা আসনে ভোটগ্রহণ হয়। সর্বশেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত দিল্লিতে ভোট পড়েছে ৫৭.৭ শতাংশ। যা গত বারো বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। শনিবার ভোটের ফলপ্রকাশ। এদিন দিল্লির ভিভিআইপি ভোটারদের মধ্যে ছিলেন আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল, তাঁর স্ত্রী সুনীতা, মুখ্যমন্ত্রী অতিশী, প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়া। নয়াদিল্লির একটি বুথে ভোট দেন সিপিপি চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধি ও লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। লোধি এস্টেটের একটি বুথে ভোট দেন কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা, তাঁর স্বামী রবার্ট ভদরা এবং তাঁদের ছেলে রেইহান। আপ, বিজেপি এবং কংগ্রেস তিনদলই এবার ভোটে জেতার ব্যাপারে আশাবাদী।

কিন্তু পিমার্ক, টাইমস নাউ জেভিসি, পিপলস পালস, চাণক্য স্ট্র্যাটেজিসের মতো বেশিরভাগ সমীক্ষক সংস্থা তাদের বুথফেরত সমীক্ষায় দাবি করেছে, দিল্লিতে এবার পাল্লা ভারী পদ্মেরই। দীর্ঘ ১২ বছর পর দিল্লিতে পরিবর্তন হতে চলেছে। তবে ম্যাট্রিজ, উই প্রিসাইড, মাইন্ড ব্রিংকের মতো কয়েকটি সংস্থা বলেছে, চতুর্থবার ঝাড়ু-ঝড় উঠতে চলেছে জাতীয় রাজধানীতে। তবে বিজেপি এবং আপের মধ্যে কে জিতবে তা নিয়ে দ্বিমত দেখা দিলেও একটি ব্যাপারে সমীক্ষক সংস্থাগুলি প্রায় একমত। তা হল, দিল্লি বিধানসভায় লাগাতার তৃতীয় বার ধুয়েমুছে সাফ হয়ে যেতে চলেছে কংগ্রেস। সমীক্ষার ফল যে মিলবে এমন কোনও নিশ্চয়তা নেই। বরং গত লোকসভা ভোটের সময় থেকে সমীক্ষার ফল একেবারে উলটে যাওয়ার প্রবণতাই দেখা যাচ্ছে এদেশে। সেইসূত্রে সমীক্ষাগুলির বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। ৭০ আসনের দিল্লি বিধানসভায় সরকার গড়তে গেলে প্রয়োজন ৩৬টি আসনের।

বিজেপি দিল্লিতে প্রথমবার সরকার গড়েছিল ১৯৯৩ সালে। গোষ্ঠীকোন্দলের কারণে পাঁচবছরের মধ্যে তিনবার মুখ্যমন্ত্রী বদলাতে হয়েছিল গেরুয়া শিবিরকে। মদনলাল খুরানা এবং সাহেব সিং বর্মা ২ বছরের বেশি সময় মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। প্রয়াত সুষমা স্বরাজ মাত্র ৫২ দিন মুখ্যমন্ত্রিত্ব সামলেছিলেন। ১৯৯৮ সালে কংগ্রেস ও শীলা দীক্ষিতের কাছে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর থেকে দিল্লিতে আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি পদ্মব্রিগেড। কেজরিওয়ালের কাছে ২০১৫ এবং ২০২০ সালে ধরাশায়ী হয়েছিল তারা। সেদিক থেকে এবার যদি বুথফেরত সমীক্ষার ফল মিলে যায় এবং বিজেপি দিল্লিতে ক্ষমতা দখল করতে সমর্থ হয় তাহলে বিপুল তা মোদি-শা-নাড্ডার কাছে একটি বিপুল সাফল্য হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

চেন্নাইয়ে বঙ্গ তরুণীকে নিগ্রহ

চেন্নাই, ৫ ফেব্রুয়ারি : পশ্চিমবঙ্গ থেকে চেন্নাই যাওয়া এক তরুণীকে অপহরণ করে যৌন নিগ্রহের অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত তামিলনাড়ু।

১৮ বছর বয়সি ওই তরুণীর দাবি, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় চেন্নাইয়ের কিলাবক্কম বাসস্ট্যান্ডে বাসের জন্য অপেক্ষা করছিলেন তিনি। সেই সময় একটি গাড়ি তাঁকে লিফট দেয়। গাড়িতে শুধু চালক ছিল। কিছুদূর যাওয়ার পর গাড়িচালক কাউকে ফোন করে। কিছুক্ষণ বাদে মাঝ রাস্তা থেকে দুই তরুণ গাড়িতে ওঠে। তারা তরুণীর দুই দিকে বসে তাঁর গাড়ি থেকে বের হওয়ার পথ বন্ধ করে দেয়। ছুরি দেখিয়ে তাঁকে যৌন নিগ্রহ করা হয়। রাত ১১টা নাগাদ তরুণীকে এক জায়গায় নামিয়ে দিয়ে চলে যায় গাড়ি। সেখানে তখন মোহন নামে একজন অটোচালক দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁকে দেখে কেঁদে ফেলেন তরুণী। মোহনের সাহায্যে কাছের থানায় গিয়ে অভিযোগ করেন তিনি। অটোচালকের ফোন থেকেই পরিবারের সদস্যদের ঘটনার কথা জানান।

বিজেপির প্রদেশ সভাপতি কে আন্নামালাই এক্স পোস্টে লিখেছেন, 'একজন ভালো মানুষের সাহায্যে মেয়েটি এ যাত্রায় রক্ষা পেয়েছে। তামিলনাড়ুতে এই ধরনের ঘটনা খুব বেড়ে গিয়েছে। তরুণদের হাতে সহজেই মাদক পৌঁছে যাচ্ছে।... সমাজবিরোধীদের আড়াল করা হচ্ছে। কোনও রাজ্যে এটা চলতে পারে না।'

সুইডেন

বন্দুকবাজের হামলায় নিহত ১১

স্টকহোম, ৫ ফেব্রুয়ারি : আবার রক্তাক্ত হল সুইডেন। রাজধানী স্টকহোম থেকে প্রায় ২০০ কিমি দূরে ওরেব্রোর শহরের ক্যাম্পাস রিসাবার্গস্কা প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষাকেন্দ্রে এক বন্দুকবাজের গুলিতে কমপক্ষে ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের মধ্যে হামলাকারীও রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে। ২০ বছরের বেশি সময় ধরে চলা ওই কেন্দ্রটিতে অভিবাসীদের জন্য সুইডিশ ভাষা শিক্ষা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য একাধিক কোর্সের ব্যবস্থা রয়েছে। সেদিন একটি পরীক্ষার আয়োজন করা হয়েছিল। পরীক্ষার্থীরা বের হওয়ার সময় তাঁদের ওপর হামলা হয়। ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন সুইডেনের প্রধানমন্ত্রী উইফ ক্রিস্টারসন।

গাজা দখল করবে আমেরিকা

ওয়াশিংটন, ৫ ফেব্রুয়ারি : হামাস-ইজরায়েল সংঘর্ষে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে গাজা। তাই প্যালেস্তিনীয় জনপদ দখল করে সেটিকে নতুন করে গড়ে তুলবে আমেরিকা। পুনর্গঠনের কাজের জন্য গাজার বাসিন্দাদের প্রতিবেশী দেশগুলিতে স্থানান্তরিত করা হবে। বুধবার ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে বৈঠকের পর এই কথা জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলেন, 'গাজার মানুষ দুর্বিষহ জীবন কাটাচ্ছেন। এই এলাকা বহু দশক ধরে ধ্বংস ও মৃত্যুর প্রতীক হয়ে রয়েছে। বাসিন্দাদের উচিত অন্যত্র যাওয়া।'

প্যালেস্তিনীয়রা গাজা ছেড়ে চলে গেলে কেউ তাঁদের লক্ষ্য করে গুলি চালাবে না বলেও জানান ট্রাম্প। তাঁর মন্তব্যে স্বাভাবিকভাবেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কূটনৈতিক মহলে। দিনকয়েক আগেও প্যালেস্তিনীয়দের গাজা ছাড়া করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন ট্রাম্প। সেই প্রস্তাব পত্রপাঠ খারিজ করে দিয়েছিল হামাস। স্থানীয় প্যালেস্তিনীয়রাও গাজা ছাড়তে অস্বীকার করেন। গাজাকে জনশূন্য করার তীব্র বিরোধিতা করেছে সমস্ত আরব দেশ। তারপরেও নেতানিয়াহুকে পাশে বসিয়ে ট্রাম্প যেভাবে পুরোনো অবস্থানে অনড়

ট্রাম্পের বার্তা

থাকার বার্তা দিয়েছেন তা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

মার্কিন শীর্ষ নেতার অবস্থানে দৃশ্যত খুশি নেতানিয়াহু। ট্রাম্পকে ইজরায়েলের 'সবচেয়ে বড় বন্ধু' উল্লেখ করে নেতানিয়াহু বলেন, 'আপনি (ট্রাম্প) সরাসরি সমস্যার গভীরে প্রবেশ করেন। কোনও বিষয়কে আপনি যে দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করেন অন্যরা তা পারেন না।'

সাধুদের আখড়ায় নমো

প্রয়াগরাজ, ৫ ফেব্রুয়ারি : মহাকুম্ভে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনায় শোকপ্রকাশ করা ছাড়া তাঁকে এখনও পর্যন্ত টুঁ শব্দ করতে শোনা যায়নি। কিন্তু তাতে ত্রিবেণি সংগমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির স্নান করা আটকাল না। দিল্লিতে বিধানসভা ভোট এবং উত্তরপ্রদেশের মিল্কিপুর বিধানসভা আসনে উপনির্বাচন চলাকালীন বুধবার মহাকুম্ভ মেলায় যান মোদি। পরে ত্রিবেণি সংগমে স্নানও করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।

আরাইল ঘাট থেকে ত্রিবেণি সংগম পর্যন্ত নৌকাভ্রমণ করেন তিনি। সেখানে গাঢ় কমলা রংয়ের পোশাক এবং নীল রংয়ের প্যান্ট পরে ত্রিবেণি সংগমে ডুব দেন মোদি। তাঁর হাতে ও গলায় ছিল রুদ্রাক্ষের মালা। পুণ্যস্নানের পর সূর্য ও গঙ্গাপুজোর পাশাপাশি গঙ্গায় আরতিও করেন। পুজোর সময় তাঁর পরনে ছিল কালো জ্যাকেট, মাথায় হিমাচলি টুপি। প্রধানমন্ত্রীর

স্নান ঘিরে আঁটোসাঁটো নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা হয় প্রয়াগরাজে। স্নান ও পুজোর পর একাধিক আখাড়ার সাধুসন্তের সঙ্গে দেখা করেন তিনি। মোদি এদিন স্নানের আগে এক্স হ্যান্ডেলে মহাকুম্ভের প্রশস্তি করেন। তিনি বলেন, 'প্রয়াগরাজে আসতে পেরে নিজেকে আশীর্বাদধন্য বলে মনে হচ্ছে। সংগমে স্নান করা অত্যন্ত পবিত্র একটি সংযোগ। মা গঙ্গা সবাইকে শান্তি, জ্ঞান এবং সম্প্রীতির আশীর্বাদ দেন।' উল্লেখ্য, মৌনী অমাবস্যার অমৃত স্নান করতে গিয়ে বহু পুণ্যার্থী পদপিষ্ট হয়ে মারা যান। সরকারিভাবে সেই সংখ্যাটি ৩০ বলে জানানো হয়েছে। কিন্তু সপা সভাপতি অখিলেশ যাদব সহ বিরোধী শিবিরের অভিযোগ, পদপিষ্টের ঘটনায় প্রকৃত মৃত্যুর সংখ্যা লুকোচ্ছে যোগী সরকার। সংসদেও সরব হন বিরোধী নেতারা। এই নিয়ে বিজেপির সঙ্গে চাপানউতোরের মধ্যেই এদিন সকালে মহাকুম্ভ মেলা পরিদর্শন করেন মোদি।

বিত্ত মংত্রালয়
MINISTRY OF FINANCE
সত্যমেব জয়তে

কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৫-'২৬
রপ্তানির ক্ষমতায়ন দিগন্ত সম্প্রসারণ ও দেশকে
বিকশিত ভারতের
দিকে চালনা করা

বস্ত্র শিল্প ঃ
▸ সম্পূর্ণ ছাড়যুক্ত বস্ত্র মেশিনারির তালিকায় দুই ধরনের শাটলবিহীন লুম কারিগরি বস্ত্রের অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের প্রোৎসাহন যাতে বয়ন সেক্টরে আধুনিকীকরণ ও ক্ষমতা নির্মাণের সুবিধা হয়। ভারতে নির্মিত কারিগরি বস্ত্র সেক্টর যেমন অ্যাগ্রো টেক্সটাইল, মেডিকেল টেক্সটাইল এবং জিও টেক্সটাইল আরও বেশি জোরদার হয়।
▸ বোনা কাপড়ে আমদানি শুল্ক বৃদ্ধি করা হয়েছে যাতে ভারতীয় বোনা কাপড়ের নির্মাতাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভারে উন্নত করা যায়।

হস্তকলা রপ্তানি ঃ
সামগ্রীর ন'টি নতুন গোষ্ঠী রপ্তানির জন্য হস্তকলা সামগ্রী উৎপাদনে ব্যবহারের জন্য আমদানি শুল্ক মুক্ত করা হয়েছে। এর অতিরিক্ত হস্তকলা সামগ্রীর রপ্তানির জন্য সময়সীমা ৬ মাস থেকে বৃদ্ধি করে ১ বছর পর্যন্ত করা হয়েছে যাতে অতিরিক্ত তিন মাস পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যাবে।

চর্ম শিল্প ঃ
▸ অভ্যন্তরীণ মূল্য সংবর্ধনকে বৃদ্ধি করার জন্য ওয়েটব্লু চামড়ার উপর কাস্টমস ডিউটি ১০% থেকে শূন্য করা হয়েছে।
▸ ছোটি ট্যানারি দ্বারা রপ্তানিকে সুলভ করার জন্য ক্রাস্ট চামড়ার উপর রপ্তানি শুল্ক ২০% থেকে শূন্য করা হয়েছে।

সামুদ্রিক উৎপাদন ঃ
▸ জমে যাওয়া মাছের পেস্ট (সুরিমি) কাস্টমস ডিউটি ৩০% থেকে ৫%-এ হ্রাস করা হয়েছে যাতে রপ্তানির জন্য সুরিমি অ্যানালগ প্রোডাক্টস আরও সস্তায় উৎপাদন করা যায়।
▸ জলীয় আহারের নির্মাণের জন্য মাছ হাইড্রোলাইসেটের উপর কাস্টমস ডিউটি ১৫% থেকে হ্রাস করে ৫% করা হয়েছে।

রেলওয়ে সামগ্রীর রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত এবং ওভারহল ঃ
বিদেশি মূল্যের মেরামত হেতু আমদানি করা সামগ্রীর রপ্তানির সময়সীমা ৬ মাস থেকে বাড়িয়ে ১ বছর করা হয়েছে। রেলওয়ে সম্পর্কিত সামগ্রীর মামলায় এই সময় অতিরিক্ত এক বছর পর্যন্ত বাড়ানো হতে পারে।

রপ্তানিকে জোরদার করা,
আন্তর্জাতিক সুবিধাদির বিস্তার!

আরও বিবরণের জন্য কিউ আর কোড স্ক্যান করুন

CBC 15502/13/0006/2425

কেন্দ্রীয় পরোক্ষ কর এবং সীমা শুল্ক বোর্ড
@cbicindia @cbic_india @cbicindia @CBICINDIA CBIC India

ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নাবলি

চন্দ্রাণী সরকার, *শিক্ষক*
নেতাজি উচ্চবালিকা বিদ্যালয়
শিলিগুড়ি

২০২৫ সালে আসন্ন উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ইতিহাস বিষয়ে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর অর্থাৎ SAQ প্রত্যেকটি অধ্যায় থেকে আলোচনা করা হল। প্রথম অধ্যায় থেকে SAQ থাকে না, তাই দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে শুরু করা হল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১. কোন মহাদেশকে, কেন অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ বলা হত?

উত্তর : ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দ অবধি আফ্রিকা মহাদেশ ছিল বিশ্ববাসীর কাছে একটি অজ্ঞাত ভূখণ্ড। বহির্বিশ্বের সঙ্গে এর কোনও যোগাযোগ ছিল না। এজন্য আফ্রিকাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ বলা হত।

২. শ্বেতাঙ্গদের বোঝা বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : ইউরোপীয় শ্বেতাঙ্গরা নিজেদের উন্নত সভ্যতার ধারক ও বাহক বলে মনে করত, সেজন্য তারা পৃথিবীর অনুন্নত কৃষ্ণাঙ্গ জাতিগুলিকে সুসভ্য করার দায়িত্ব নেয়, যা ছিল আসলে সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের একটি অজুহাত মাত্র। এটিই শ্বেতাঙ্গদের বোঝা নামে পরিচিত।

৩. হবসন - লেনিন তত্ত্ব কী?

উত্তর : ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ জেএ হবসন ও রুশ রাষ্ট্রনেতা লেনিন সাম্রাজ্য ও ঔপনিবেশিকতাবাদ বিস্তারের জন্য পুঁজিবাদের ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাদের এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে হবসন-লেনিন তত্ত্ব বলা হয়।

৪. যোগ্যতমের উদবর্তন তত্ত্বের জনক কে?

উত্তর : যোগ্যতমের উদবর্তন তত্ত্বের জনক হলেন ব্রিটিশ জীববিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন।

৫. মুক্তদ্বার নীতি কী?

উত্তর : আমেরিকার বিদেশসচিব জন হে ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে ঘোষণা করেন যে চিনের অখণ্ডতা বজায় রাখতে হবে এবং অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের বাণিজ্য সংস্থাগুলিকে সেখানে বাণিজ্যিক অধিকার দিতে হবে। এই ঘোষণাকেই মুক্তদ্বার নীতি বলা হয়।

৬. কবে, কাদের মধ্যে ইয়ান্দাবুর সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়?

উত্তর : ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে ব্রহ্মদেশ ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মধ্যে ইয়ান্দাবুর সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়।

৭. লগ্নিপুঁজি কী?

উত্তর : পুঁজিবাদের ধারাকে অব্যাহত রাখতে শিল্প ও বাণিজ্য থেকে অর্জিত অতিরিক্ত পুঁজি বা মুনাফা অর্জনের জন্য পুনরায় কোনও শিল্প বিনিয়োগ করা হয় তখন তাকে লগ্নিপুঁজি বলে।

৮, কবে, কাদের মধ্যে সগৌলির সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়?

উত্তর : ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আর নেপালের মধ্যে সাগৌলির সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়।

৯. জেএ হবসনের বইটির নাম কী?

উত্তর: Imperialism : A Study

১০. উপনিবেশবাদ কী?

উত্তর : একটি দেশ কর্তৃক অন্য কোনও দেশের উপর রাজনৈতিক আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করাকেই উপনিবেশবাদ বলে।

১১. ওয়েলথ অব নেশনস গ্রন্থটির রচয়িতা কে?

উত্তর : অ্যাডাম স্মিথ।

১২. নতুন বিশ্ব বলতে কী বোঝো?

উত্তর : আমেরিকা মহাদেশ নতুন বিশ্ব নামে পরিচিত। এই নামকরণ করেছিলেন আমেরিগো ভেসপুচি।

১৩. সাম্রাজ্যবাদ বলতে কী বোঝো?

উত্তর : লাতিন শব্দ 'Imperare' থেকে 'Imperialism' বা সাম্রাজ্যবাদ শব্দটির উদ্ভব। কোনও বৃহৎ রাষ্ট্র

দ্বারা অপেক্ষাকৃত দুর্বল রাষ্ট্রের উপর ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠাকেই সাম্রাজ্যবাদ বলে।

১৪. ভারতের কোন রাজ্যে ইংরেজরা প্রথম আধিপত্য বিস্তার করে?

উত্তর : বাংলা।

১৫. ভাস্কো দা গামা কবে ভারতে আসেন?

উত্তর : ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে ভাস্কো দা গামা ভারতে আসেন।

১৬. কত খ্রিস্টাব্দে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়?

উত্তর : ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়

তৃতীয় অধ্যায়

১. পলাশির লুণ্ঠন বলতে কী বোঝ?

উত্তর : পলাশির যুদ্ধের পর ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও তার কর্মচারীরা ব্যক্তিগতভাবে বিপুল পরিমাণ অর্থ ইংল্যান্ডে পাচার করতে থাকে, একেই পলাশির লুণ্ঠন বলে।

২. ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কবে কার কাছ থেকে দেওয়ানি লাভ করে?

উত্তর : ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের কাছ থেকে ইংরেজ কোম্পানি দেওয়ানি লাভ করে।

৩. কাকে ভারতের ম্যাকিয়াভেলি বলা হয়?

উত্তর : মারাঠা নেতা নানা ফড়নবিশকে ভারতের মেকিয়াভেলি

উচ্চমাধ্যমিক প্রস্তুতি

বলা হয়।

৪. গ্যারান্টি ব্যবস্থার দুটি শর্ত উল্লেখ করো।

উত্তর : গ্যারান্টি ব্যবস্থার দুটি শর্ত হল...

ক. সরকার কোম্পানিগুলিকে ভারতে রেলপথ নির্মাণের জন্য বিনামূল্যে জমি দেবে।

খ. কোম্পানির বিনিয়োগ করা মূলধনের ওপর সরকার বার্ষিক ৫% হারে সুদ দেবে।

৫. কোন ভূমিবন্দোবস্ত ব্যবস্থায় জমিদাররা জমির ওপর মালিকানা স্বত্ব পেয়েছিল?

উত্তর : চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।

৬. আমিনি কমিশন কী?

উত্তর : ওয়ারেন হেস্টিংস সুবা - বাংলার রাজস্ব সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করার জন্য ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দে যে কমিশন গঠন করেন, সেটিই আমিনি কমিশন নামে পরিচিত।

৭. সর্বশেষ চার্টার আইন কবে প্রবর্তিত হয়?

উত্তর : ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে।

৮. নানকিং সন্ধির দুটি শর্ত লেখো।

উত্তর : ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে স্বাক্ষরিত নানকিং সন্ধির দুটি শর্ত হলো —

(ক) চিন হংকং বন্দরটি ইংল্যান্ডকে ছেড়ে দেবে।

(খ) সাংহাই, ফুচাও, অ্যাময়, ক্যান্টন ও নিংপো - চিনের এই পাঁচটি বন্দর বিদেশিদের কাছে খুলে দিতে বাধ্য হবে।

৯. কাও তাও প্রথা কী?

উত্তর : যখন কোনও বিদেশি দূত বা বণিকরা চিনের মাঞ্চু সম্রাটদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করত, তখন তাদের সম্রাটের সামনে নতজানু হয়ে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হত, এই প্রথাকে বলা হত কাওতাও প্রথা।

১০. বক্সার প্রোটোকল কাদের মধ্যে সম্পাদিত হয় ?

উত্তর : ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে চিনের সঙ্গে এগারোটি বিদেশি শক্তির বক্সার প্রোটোকল স্বাক্ষরিত হয়।

১১. কোন চার্টার আইনের দ্বারা ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার বন্ধ হয়?

উত্তর : ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের চার্টার আইনের দ্বারা।

১২. দস্তক কী?

উত্তর : ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে মুঘল সম্রাট ফারুকশিয়ারের ফরমান অনুসারে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও তার বণিকরা সুবা - বাংলায় বিনাশুল্কে বাণিজ্য করার যে অধিকার বা ছাড়পত্র পায়, তা দস্তক নামে পরিচিত।

১৩. কোন দুটি স্থানের মধ্যে ভারতের প্রথম রেলপথ স্থাপিত হয়?

উত্তর : বোম্বে ও থানে।

১৪. ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে সনদ আইনের গুরুত্ব কী ছিল?

উত্তর : ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে সনদ আইনে ভারতবর্ষ থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকারের অবসান হয়।

১৫ : ক্যান্টন বাণিজ্য কাকে বলে?

উত্তর : ১৭৫৯ খ্রিস্টাব্দে চিনা আদালত এক নির্দেশনামা মারফত ক্যান্টন বন্দরকে বিদেশিদের বাণিজ্য করার জন্য উন্মুক্ত বলে ঘোষণা করে। এর ফলে এই বন্দর মারফত বিদেশিদের সঙ্গে যে বাণিজ্য ব্যবস্থা গড়ে ওঠে তা ক্যান্টন বাণিজ্য নামে পরিচিত।

১৬ : কোন আইন দ্বারা, কবে কলকাতায় সুপ্রিম কোর্ট স্থাপিত হয়?

উত্তর : ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে রেগুলেটিং অ্যাক্ট দ্বারা কলকাতা সুপ্রিম কোর্ট স্থাপিত হয়।

১৭ : কর্নওয়ালিস কোড কী?

উত্তর : লর্ড কর্নওয়ালিস কোম্পানির কর্মচারীদের মধ্যে নৈতিকতা, দায়িত্ববোধ, নিয়মানুবর্তিতা বৃদ্ধি করার জন্য যে সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ করেন (১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে) তাকেই বলা হয় কর্নওয়ালিস কোড।

১৮ : সূর্যাস্ত আইন কী?

উত্তর : চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে স্থির হয় যে বাংলা বছরের শেষ দিন সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে সমস্ত বকেয়া রাজস্ব কোম্পানির তহবিলে জমা দিতে হবে জমিদারদের, এই আইন সূর্যাস্ত আইন নামে পরিচিত।

১৯ : 'পভার্টি অ্যান্ড আন-ব্রিটিশ রুল ইন ইন্ডিয়া' গ্রন্থটির লেখক কে?

উত্তর : দাদাভাই নওরোজি।

(চলবে)

পরিশ্রম ছাড়া সাফল্যের শর্টকাট নেই

২০২৪ সালে উচ্চমাধ্যমিকে রায়গঞ্জ করোনেশন উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্রী অঙ্কিতা সরকার মোট ৯৮ শতাংশ নম্বর পেয়ে উত্তর দিনাজপুর জেলায় প্রথম ও রাজ্যে সপ্তম স্থান অধিকার করেছেন। বাংলায় ১০০ শতাংশ এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ৯৮ শতাংশ নম্বর পেয়ে বর্তমানে তিনি যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ে পড়ছেন। পড়াশোনা বিভাগে নিজের প্রস্তুতির খুঁটিনাটি জানালেন তিনি।

উচ্চমাধ্যমিকে বাংলা প্রথম পরীক্ষা, তাই সামান্য নার্ভাস হওয়া স্বাভাবিক। তবে প্রস্তুতি ভালো থাকলে প্রশ্নপত্র পাওয়ার পর সব চিন্তা দূর হয়ে যাবে। আমার অভিজ্ঞতা এই যে, স্কুলের টেস্ট ভালো না হওয়ার পর থেকে লেগে যাই টেস্টপেপারের সমস্ত MCQ, SAQ সমাধান করতে। সেই সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের প্রশ্নগুলির ওপর অতিরিক্ত জোর দিই যদিও এই অংশ থেকে আশানুরূপ প্রশ্ন পাইনি কিন্তু panic না করে নিজেরমতো করে ভেবে গুছিয়ে লিখি। তোমাদের প্রস্তুতির জন্য বলি, পাঠ্যবই থেকে নির্দিষ্ট লাইন তুলে প্রশ্নের ক্ষেত্রে উল্লিখিত লাইনটির সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্নটিও ভালো করে পড়বে, কারণ একই লাইন দিয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে। প্রবন্ধমূলক রচনার ক্ষেত্রে জীবনীই লেখো বা বিতর্ক লেখা শুরু করার আগে প্রশ্নপত্রে দেওয়া প্রতিটি পয়েন্ট ও লাইন ভালো করে দেখবে, এরপর পয়েন্টগুলির ভিত্তিতে উত্তরটির জন্য একটা কাঠামো ভেবে নেবে এবং তারপরে লেখা শুরু করবে, তাহলে লিখতে গিয়ে আর আটকাবে না।

টপার্স টিপস

এবার যদি বলি আমার প্রিয় বিষয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা তাহলে প্রথমেই বলতে হবে সংক্ষিপ্তধর্মী উত্তরের কথা। যে অধ্যায়গুলি থেকে MCQ ও SAQ আসবে সেই প্রতিটি অধ্যায় পাঠ্যবই থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়বে। প্রতিটি অধ্যায়ের revision শেষ করে অনুশীলনীতে দেওয়া সব সংক্ষিপ্তধর্মী উত্তরগুলি সমাধান করবে। এর সঙ্গে সঙ্গে টেস্টপেপার ও পূর্ববর্তী বছরের প্রশ্নগুলিও সমাধান করবে।

বাংলা হোক বা রাষ্ট্রবিজ্ঞান দুটো বিষয়ের জন্য একটা চ্যালেঞ্জিং দিক হল সময়ের মধ্যে লেখা শেষ করা। এর জন্য তোমাদের অতি অবশ্যই প্রশ্নের প্যাটার্ন বুঝতে হবে। সময়ের মধ্যে উত্তর লিখতে তোমরা নিজের সুবিধামতো প্রতিটি প্রশ্নের জন্য সময় বিভাজন করে নিতে পারো। উদাহরণ হিসেবে নিজের সময় বিভাজনের কথাই বলতে পারি- আমি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সমস্ত সংক্ষিপ্ত উত্তরগুলির জন্য মোট সময় ধরেছিলাম ১৫ মিনিট এবং প্রতিটি ৮ নম্বরের প্রশ্নের জন্য সময় ধরেছিলাম ৩০ মিনিট করে। এভাবে পরীক্ষাটি সহজেই ৩ ঘণ্টার মধ্যে শেষ করে অতিরিক্ত ১৫ মিনিটে খাতা চেক করতে পেরেছিলাম। এমন পদ্ধতি ব্যবহার করলে আশা করি তোমরাও উপকৃত হবে। সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে পরিশেষে একটাই কথা বলব যে, সাফল্যে পরিশ্রমই একমাত্র পথ, এছাড়া কোনও শর্টকাট নেই।

ভৌতবিজ্ঞানে প্রস্তুতির পরামর্শ

ঋতুপর্ণা ধর, *শিক্ষক*
হাকিমপাড়া বালিকা বিদ্যালয়
শিলিগুড়ি

মাধ্যমিক ২০২৫-এর কাউন্টডাউন ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। রইল ভৌতবিজ্ঞান বিষয়ের চূড়ান্ত পর্বের প্রস্তুতির কিছু টিপস-

● প্রথমেই আসি MCQ টাইপ প্রশ্নের কথায়, এক্ষেত্রে নির্বাচিত উত্তরের নম্বর স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে পূর্ণ বাক্যে উত্তর লিখবে।

● SAQ এবং বিশ্লেষণধর্মী প্রশ্নের উত্তর

মাধ্যমিক ২০২৫

হবে যথাযথ ও পরিমিত।

● ভৌতবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষত তাপ, আলো এবং চলতড়িতের মতো অধ্যায়গুলিতে একক/ইউনিট খুব গুরুত্বপূর্ণ। ভুল একক বা একক না লিখলে পুরো নম্বর পাওয়া অসম্ভব।

● গাণিতিক সমস্যার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সূত্র লিখে, প্রতিটি চিহ্নর অর্থ লিখে দিতে হবে এবং সমস্ত সমস্যাজুড়ে একই পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে (CGS অথবা SI)।

● সূত্র লেখার সময় ধ্রুবক রাশিগুলি উল্লেখ করতে হবে। যেমন গ্যাসের আচরণ অধ্যায়ে চার্লসের সূত্রের ক্ষেত্রে ভর ও আয়তন ধ্রুবক রাশি দুটি অবশ্যই উল্লেখ করবে।

● আলোকরশ্মির দিক নির্দেশের জন্যে তির চিহ্ন দিতে হবে। পেন্সিল দিয়ে পরিষ্কার করে চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন করতে হবে (প্রশ্নের নির্দেশ অনুসারে)

● রসায়ন বিভাগে বিক্রিয়া লেখার ক্ষেত্রে সমীকরণের সঙ্গে সঙ্গে বিক্রিয়াটিতে বিশেষ কোনও পরিবর্তন হলে (যেমন বর্ণ, গন্ধ) তার উল্লেখ করতে হবে। সমিত সমীকরণ না জানা থাকলে সমান(=) চিহ্নর বদলে Arrow (→) চিহ্ন ব্যবহার করা যেতে পারে।

● জৈব রসায়নে IUPAC নাম লেখার ক্ষেত্রে বানান অবশ্যই খেয়াল করবে।

● রূপান্তরণের ক্ষেত্রে বিক্রিয়ক, বিক্রিয়াজাত পদার্থের সংকেত লেখার সঙ্গে সঙ্গে বিক্রিয়ার শর্ত অতি অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। যেমন- ইথাইল অ্যালকোহল → ইথিলিন রূপান্তরণ বিক্রিয়ার সঠিক উপস্থাপন -

$$C_2H_5OH \xrightarrow[165^0C]{Conc\ H_2SO_4} H_2C{=}CH_2$$

নিরুদন বিক্রিয়া

● টেস্ট পেপারে যে প্রশ্নগুলি বারবার এসেছে পরীক্ষার আগে সেগুলো অবশ্যই একবার চোখ বুলিয়ে নাও।

● পরিশেষে, যে প্রশ্নগুলির পার্ট মার্কিং বেশি সেই প্রশ্নগুলির উত্তর লেখার চেষ্টা করবে, এতে নম্বর ভালো পাওয়া যায়।

শিক্ষাবিজ্ঞানের সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি

অমরজিৎ সিংহ রায়, *ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক*
বড়ম গোকুলপুর জুনিয়ার হাইস্কুল
দক্ষিণ দিনাজপুর

শিক্ষাবিজ্ঞান বিষয়ে ৮ নম্বরের নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। স্কুলজীবনের গুরুত্বপূর্ণ এই পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের প্রস্তুতিকে মজবুত করতে বিভিন্ন অধ্যায় থেকে সবচেয়ে বেশি

উচ্চমাধ্যমিক ২০২৫

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলি দেওয়া হল।

১. পরিণমন কাকে বলে। শিক্ষাক্ষেত্রে পরিণমনের গুরুত্ব আলোচনা করো।

২. আগ্রহ কাকে বলে। শিক্ষাক্ষেত্রে আগ্রহের ভূমিকা আলোচনা করো।

৩. সংযোজনবাদ তত্ত্বের প্রবক্তা কে? থর্নডাইকের শিখনের সূত্রগুলি লেখো। শিক্ষাক্ষেত্রে যে কোনও দুটি মূল সূত্রের গুরুত্ব আলোচনা করো।

৪. অনুবর্তন কাকে বলে? শিক্ষাক্ষেত্রে সক্রিয় অনুবর্তন তত্ত্বের গুরুত্ব আলোচনা করো।

৫. প্রেষণা কাকে বলে। প্রেষণা হ্রাসের কারণগুলি আলোচনা করো। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রেষণার ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ তার ব্যাখ্যা দাও।

৬. ক্ষমতা কাকে বলে। থার্স্টোনের বহু উপাদান তত্ত্বটি আলোচনা করো।

৭. বুদ্ধি কাকে বলে। স্পিয়ারম্যানের দ্বি-উপাদান তত্ত্বটি আলোচনা করো।

৮. অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখন কাকে বলে? অন্তর্দৃষ্টি শিখন কৌশলের শিক্ষাগত গুরুত্ব আলোচনা করো।

৯. কেন্দ্রীয় প্রবণতা কাকে বলে। কেন্দ্রীয় প্রবণতার শিক্ষামূলক গুরুত্ব লেখো।

১০. সমসুযোগ কাকে বলে। শিক্ষায় সমসুযোগের ধারণাটি ব্যাখ্যা করো।

১১. মুদালিয়ার কমিশনের সুপারিশ

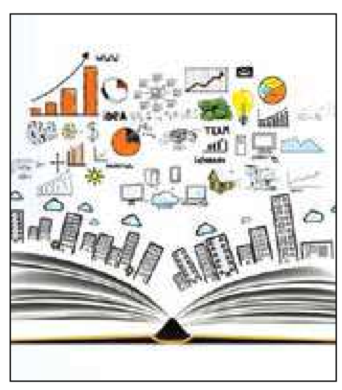

অনুযায়ী মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলি লিখ। সপ্ত প্রবাহ ধারণাটি ব্যাখ্যা করো। কমিশনের মতে মাধ্যমিক শিক্ষার কাঠামো, পাঠ্যক্রম, পরীক্ষা ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করো।

১২. ১৯৮৬ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিতে 'অপারেশন ব্ল্যাকবোর্ড' ও 'নবোদয় বিদ্যালয়' গঠনের ক্ষেত্রে কী কী সুপারিশের কথা বলা হয়েছে।

১৩. প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে কোঠারি কমিশনের সুপারিশগুলি আলোচনা করো।

১৪. বৃত্তি শিক্ষা কাকে বলে? বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব আলোচনা করো।

মাধ্যমিক পরীক্ষার দিন করণীয়

সুপর্ণা দত্ত
প্রধান শিক্ষক
বাগডোগরা বালিকা বিদ্যালয়,
শিলিগুড়ি

পরীক্ষার আগের রাতে কোনওভাবেই কোনও অবস্থাতেই রাত জাগবে না। পরীক্ষার দিনগুলোতে অবশ্যই রুল অফ এইট মেনে চলবে অর্থাৎ ৮ ঘণ্টা পর্যাপ্ত ঘুম, ৮ ঘণ্টা পড়াশোনা এবং আট গ্লাস জল খাওয়া। বাকি ৮ ঘণ্টার মধ্যে অবশ্যই তোমার পরীক্ষা ও পরীক্ষাকেন্দ্রে যাতায়াতের সময় সবটাই আসবে।

রাতেরবেলা যথাসম্ভব হালকা খাবার খাওয়ার চেষ্টা করো যাতে হজমের কোনওরকম সমস্যা না হয়। যেহেতু এখনও শীতের ঠান্ডা পুরোপুরি শুরু হয়নি কিন্তু সকাল-সন্ধ্যায় আবহাওয়া যথেষ্টই ঠান্ডা থাকছে তাই খেয়াল রেখো কোনওভাবেই যেন ঠান্ডা না লেগে যায় এবং তুমি পরীক্ষা শেষ হওয়া অবধি শারীরিক এবং মানসিক দিক থেকে সম্পূর্ণ রূপে সুস্থ্য থাকো।

পরীক্ষাকেন্দ্রে যাওয়ার আগে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যেমন অ্যাডমিট কার্ড, রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটে, পেন-পেন্সিল, স্কেল সমস্ত আগের রাতেই গুছিয়ে রাখো। পরীক্ষাকেন্দ্রে অন্তত আধ ঘণ্টা আগে যাতে পৌঁছে যেতে পারো সেইভাবে তৈরি হও। স্কুলের সঙ্গে যোগাযোগ করে গত বছরের মাধ্যমিকের পুরোনো ফাঁকা খাতা একবার দেখে নিতে পারো কোথায় রোল নম্বর, কোথায় রেজিস্ট্রেশন নম্বর সমস্ত লিখতে হবে। চেষ্টা করো ঠিক যেভাবে প্রশ্নপত্র

প্রশ্নপত্র পড়ার জন্য যে নির্দিষ্ট ১৫ মিনিট সময় দেওয়া থাকে, সেই সময় দেখে নেবে যে কোন প্রশ্নের কতগুলো উত্তর দিতে হবে।

আছে ঠিক সেইভাবেই প্রশ্নের উত্তরগুলো পরপর গুছিয়ে লিখতে। বাঁদিকে মার্জিন এবং ডানদিকে কিছুটা জায়গা ছেড়ে লেখার অভ্যাস করা দরকার যাতে করে যে পরীক্ষক তোমার খাতাগুলো দেখবেন তিনিও নম্বর দেওয়ার পর্যাপ্ত জায়গা পান। প্রশ্নপত্র পাওয়ার পরেই প্রশ্নপত্র পড়ার জন্য যে নির্দিষ্ট ১৫ মিনিট সময় দেওয়া থাকে, সেই সময় দেখে নেবে যে কোন প্রশ্নের কতগুলো উত্তর দিতে হবে। mcq এর ক্ষেত্রে যদি কিছু

মাত্র তোমার কনফিউশন থাকে সেক্ষেত্রে চেষ্টা করবে সবগুলো mcq প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আসতে। সাধারণত দেখা গিয়েছে, বড় কোয়েসচন-এর একবারে উত্তর লেখার থেকে যে প্রশ্নগুলো ভেঙে ভেঙে থাকে সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর করলে নম্বর বেশি ওঠে। এমনিতেই মাধ্যমিকের খাতা যথেষ্ট মোটা হয় কিন্তু তারপরেও যদি তোমার লুজ শিটের দরকার হয় সেক্ষেত্রে সেই লুজ শিটগুলোতেও রোল নম্বর এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর লিখতে ভুলবে না। মনে রেখো, পরীক্ষা শেষের ১৫ মিনিট ওয়ার্নিং বেল পড়ার পরে কিন্তু শুধুই রিভিশন করবে। ওয়ার্নিং বেল পড়ার সঙ্গে সঙ্গে খাতা সময় থাকতে বেঁধে নেবে নয়তো পরীক্ষাকেন্দ্রে পরীক্ষা শেষের তাড়াহুড়োতে কোনও পাতা এদিক-ওদিক হয়ে যেতে পারে।

পরিশেষে, সকল পরীক্ষার্থীকে তাদের জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষার জন্য অনেক শুভেচ্ছা। তোমরা সকলে শান্ত মনে নির্বিঘ্নে পরীক্ষা দাও এই শুভকামনা রইল।

মাধ্যমিক জীবনবিজ্ঞান প্র্যাকটিস সেট

পৌলমী সরকার
শিক্ষক, চকচকা
উচ্চবিদ্যালয়, কোচবিহার

সঠিক উত্তর নির্বাচন করে তার ক্রমিক সংখ্যা সহ বাক্যটি সম্পূর্ণ করে লেখো। (প্রতিটি প্রশ্নের মান ১)

● নীচের কোনটি সঠিক নয় তা চিহ্নিত করো-

a/অ্যাড্রিনালিন -হার্দ উৎপাদ কমায়

b/ ইনসুলিন- কোষপর্দার মাধ্যমে কোষের ভিতরে গ্লুকোজের শোষণে সাহায্য করে

c/FSH, LH, প্রোলেক্টিন বিভিন্ন ধরনের GTH

d/প্রোজেস্টেরন স্ত্রীদেহে প্লাসেন্টা গঠনে সাহায্য করে।

● সঠিক জোড়টি নির্বাচন করো-

i) ঘান নিঃসরণ- সুষুম্নাশীর্ষক

ii) দেহের ভারসাম্য- গুরুমস্তিষ্ক

iii) প্রতিবর্তী কেন্দ্র- মধ্যমস্তিষ্ক

iv) দর্শন ও শ্রবণকেন্দ্র- পনস

● কোষচক্রের সঠিক পর্যায়ক্রমটি নির্ণয় করো-

a /M>G1>G2>S

b/M >G1>S> G2

c/S >G1>G2>M

d/G1>S>G2>M

● হলুদ রঙের গোলাকার বীজযুক্ত মটর গাছের সঙ্গে সবুজ রঙের কুঞ্চিত বীজযুক্ত মটর গাছের সংকরায়ণের ফলে দ্বিতীয় অপত্য বংশে হলুদ ও কুঞ্চিত বীজযুক্ত মটর গাছের সংখ্যা হবে

a/ 1 b/ 2 c/ 3 d/9

● নিউক্লিওটাইড-এর গঠন সংক্রান্ত নীচের কোনটি ঠিক তা চিহ্নিত করো-

a/নাইট্রোজেন বেস+ফসফেট b/নাইট্রোজেন বেস+শর্করা c/শর্করা+নাইট্রোজেন বেস+ফসফেট

d/শর্করা+হাইড্রোজেন

● দৃষ্টির ত্রুটি সংক্রান্ত কোন কোন বক্তব্যগুলি সঠিক?

i) মায়োপিয়ায় বস্তুর প্রতিবিম্ব রেটিনার সামনে গঠিত হয়

ii) উত্তল লেন্সযুক্ত চশমা ব্যবহারে মায়োপিয়ার ত্রুটি দূর হয়

iii) হাইপারমেট্রোপিয়ায় বস্তুর প্রতিবিম্ব রেটিনার পিছনে গঠিত হয়

iv/ অবতল লেন্সযুক্ত চশমা ব্যবহারে হাইপারমেট্রোপিয়ার ত্রুটি দূর হয়

a/ i এবং ii b/ ii এবং iii c/iii এবং iv d/i এবং iii

● কোনটি ডারউইনবাদের সঠিক সজ্জাক্রম?

1) জীবের অত্যধিক সংখ্যা বৃদ্ধি 2) ভেদ সৃষ্টি 3) জীবনসংগ্রাম 4) প্রাকৃতিক নির্বাচন 5) প্রজাতির উৎপত্তি 6) যোগ্যতমের উদ্বর্তন

a/ 1>2>4>3>5>6

b/1>3>2>6>4>5

c/ 1>3>6>2>4>5

d/ 1>2>3>4>5>6

● ক-স্তম্ভে দেওয়া শব্দের সঙ্গে খ-স্তম্ভের শব্দের সমতাবিধান করে নীচের উত্তরগুলির মধ্যে কোনটি সঠিক নির্বাচন করো-

ক-স্তম্ভ	খ-স্তম্ভ
A) ফোটোন্যাস্টিক	i) উষ্ণতার তীব্রতা
B) সিসমোন্যাস্টিক	ii) আলোকের তীব্রতা
C) থারমোনাস্টিক	iii) স্পর্শ, ঘর্ষণ, আঘাত ইত্যাদি

a)A-iii, B-ii, C-i

b)A-ii, B-iii, C-i

c)A-i, B-iii, C-ii

d)A-ii, B-i, C-iii

● ইউক্যারিওটিক কোষে জিনের অবস্থানের সঠিক ক্রমটি হল-

a) নিউক্লিয়াস-DNA- ক্রোমোজোম-নিউক্লিওজালক- জিন b)নিউক্লিয়াস- নিউক্লিয়জালক-ক্রোমোজোম-DNA-জিন

c) DNA-ক্রোমোজোম-নিউক্লিওজালক-নিউক্লিয়াস-জিন

d) DNA-নিউক্লিওজালক-নিউক্লিয়াস-ক্রোমোজোম-জিন

● বর্ণান্ধ পিতা এবং বর্ণান্ধ বাহক মাতার মাঝে স্বাভাবিক কন্যা জন্মানোর হার কত?

a)0% b) 25% c) 50% d)75%

● বেথুয়াডহরি, জলদাপাড়া নন্দাদেবী, মানস, গরুমারা, চাপড়ামারি এগুলির মধ্যে অভয়ারণ্য জাতীয় উদ্যান ও বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের সংখ্যা স্থির করো-

a)2,2,2 b)4,1,1 c)2,3,1 d)1,2,3

● নীচের কোনটি অভিসারী অভিযোজন-এর উদাহরণ তা স্থির করো-

a/আরশোলার ডানা- পায়রার ডানা

b/তিমির ফ্লিপার-পাখির ডানা

c/মানুষের হাত -ঘোড়ার অগ্রপদ

d/ মানুষের হাত -পাখির ডানা

● ডায়াবিটিস ইনসিপিডাস বা বহুমূত্র রোগের কারণ হল-

a/ইনসুলিনের কম ক্ষরণ b/ইনসুলিনের অতিক্ষরণ c/ ADH-এর অতিক্ষরণ d/ADH-এর কম ক্ষরণ।

● সঠিক জোড়টি নির্বাচন করো-

a/সীসা-ইটাই ইটাই

b/ক্যাডমিয়াম-ডিসলেক্সিয়া c/পারদ-মিনামাটা

d/আর্সেনিক-ফ্লুরোসিস

● সর্পগন্ধা, ঘৃতকুমারী ভেষজ উদ্ভিদের সংখ্যা ও বৈচিত্র্য হ্রাসের কারণ হল-

a/অতি ব্যবহার

b/বহিরাগত প্রজাতির অনুপ্রবেশ

c/দূষণ

d/প্রাকৃতিক দুর্যোগ।

● তুমি একটি কোষ বিভাজনের সময় কোনও বেমতন্তু তৈরি হতে দেখলে না, এই ধরনের কোষ বিভাজনকে বলা হয়

a/অ্যামাইটোসিস b/প্রথম মিয়োটিক বিভাজন c/দ্বিতীয় মিয়োটিক বিভাজন d/মাইটোসিস।

● ডাবের জলে যে হরমোনটি পাওয়া যায় সেটি হল-

a/অক্সিন b/সাইটোকাইনিন c/ইথিলিন d/জিব্বেরেলিন।

● NOR (নিউক্লিওলার অর্গানাইজার) ক্রোমোজোমের যে অংশে অবস্থিত সেটি হল-

a/গৌণ খাঁজ b/মুখ্য খাঁজ c/টেলোমিয়ার d/স্যাটেলাইট।

● এন্টোমোফিলি ফুলের পরাগযোগের বাহক হল-

a/বায়ু b/জল c/পতঙ্গ d/পক্ষী

মেহেন্দির স্বপ্ন দেখাচ্ছেন প্রীতিকা

বস্তি থেকে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর পর এখন বস্তির অন্য মেয়েদের স্বনির্ভরতার পাঠ দিচ্ছেন প্রীতিকা সরকার। সময়ের চাহিদা বুঝে নিজের তাগিদে মেহেন্দি আর্ট শিখেছেন। এবার বিনেপয়সায় সেই শিক্ষাই বিলিয়ে দিচ্ছেন অন্য মেয়েদের, আলোকপাত করলেন **মাম্পী চৌধুরী**

শিলিগুড়ি, ৫ ফেব্রুয়ারি : বস্তির মেয়েদের মেহেন্দি পরানোর কাজ শিখিয়ে উপার্জনের পথ দেখাচ্ছেন আরও এক বস্তির মেয়ে প্রীতিকা সরকার। ছোট থেকে লড়াই করে বড় হওয়া প্রীতিকা আজ নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছেন, সেইসঙ্গে আরও কয়েকজনকে স্বনির্ভর হওয়ার পথ দেখাচ্ছেন। পেশায় একটি বেসরকারি কম্পিউটার ক্লাসের শিক্ষিকা প্রীতিকা। সময় বাঁচিয়ে বিভিন্ন বস্তিতে ঘুরে ঘুরে মেহেন্দি পরানো শেখান। কোনও পারিশ্রমিক নেন না।

প্রীতিকা বলেন, 'আমি নিজে ছোট থেকে বড় হয়েছি বিভিন্ন প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করে। বস্তিতে বড় হওয়ার দরুন ছোট থেকেই দেখেছি অনেককে পরিচারিকার কাজ করে সংসার চালাতে। আমি চাই বস্তির মেয়েরা পিছিয়ে না থেকে এগিয়ে আসুক। পড়াশোনার পাশাপাশি হাতের কাজ করে তারা যেন অর্থ উপার্জন করতে পারে।' প্রীতিকার কথায়, 'আমি ছোট থেকেই আঁকতে পারি এবং মেহেন্দি পরাতে জানি। আমার এই শিক্ষা আমি অন্যের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চাই।'

শান্তিপাড়ার অন্বেষা সরকারের মা পরিচারিকার কাজ করেন। তিনি বলেন, 'আমি লেখাপড়া জানি না বললেই চলে। আমি চাই, আমার মেয়ে প্রীতিকা ম্যামের দেখানো পথে চলুক। আর আমার মেয়ে যেন আমার মতো অন্যের বাড়িতে কাজ না করে।' পঞ্চু দাস, টুম্পা মণ্ডল, অনীতা সরকাররা সকলেই চান, তাঁদের সন্তানরা পড়াশোনার পাশাপাশি মেহেন্দি পরানো শিখে ঠিকভাবে নিজেদের পায়ে দাঁড়াক।
আর বর্ষা, বৃষ্টি, লক্ষ্মী, দীপা, রুকসানাদের মতো কিশোরীদের স্বপ্নের উড়ানের পথ দেখাচ্ছেন প্রীতিকা।

জীবনে রংয়ের সন্ধান

- মেহেন্দি আর্টের মাধ্যমে অল্পখরচে বেশি আয়ের সুযোগ থাকে
- প্রীতিকা বস্তির মেয়েদের জন্য এই বিদ্যাকেই বেছে নিয়েছেন
- বিনা পারিশ্রমিকে ঘরে ঘরে ঘুরে তিনি মেয়েদের মেহেন্দি পরানোর কৌশল শেখান

" আমি ছোট থেকেই আঁকতে পারি এবং মেহেন্দি পরাতে জানি। আমার এই শিক্ষা আমি অন্যের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চাই।

বাইরের বাইক হাসপাতালে

রোগীর সঙ্গে বাহন নিয়ে নাজেহাল পরিজন

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ৫ ফেব্রুয়ারি : হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় বাইকে করে মাকে হাসপাতালে এনেছিলেন বিশ্বজিৎ রায়। হাসপাতালে ঢুকেই মাথায় হাত। কোথায় বাইক রাখবেন, বুঝে উঠতে পারছেন না তিনি। গোটা হাসপাতাল চত্বরই তখন ছড়িয়ে রয়েছে বাইকে। পরিস্থিতি এমনই হয়েছে যে, ইমার্জেন্সি থেকে প্যাথলজি ও রেডিওলজি বিভাগের ভবন পর্যন্ত যাওয়ার রাস্তা কার্যত সারিসারি বাইকে অবরুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। প্রায় ১৫ মিনিটের চেষ্টায় এক ব্যক্তি বাইক নিয়ে বেরোনোর পর সেখানে বাইক রাখলেন বিশ্বজিৎ। তখন আর ক্ষোভ চেপে রাখতে পারলেন না। বলে উঠলেন, 'এত বড় হাসপাতাল। সারাদিনে হাজার হাজার মানুষ আসে। অথচ পার্কিংয়ের পর্যাপ্ত জায়গা নেই।'

প্রতিদিন সকাল থেকে হাসপাতাল চত্বরে বাইক রাখার জায়গা পেতে হিমসিম খেতে হয় রোগী ও পরিজনকে। এরমধ্যে প্যাথলজি ও রেডিওলজি ভবনে যাওয়ার রাস্তাটা কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে যাওয়ায় সমস্যায় পড়ছেন স্বাস্থ্যকর্মীরাও। কারণ ওই রাস্তা দিয়ে শুধু ওই ভবনই নয়, ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান ও মর্গে যাওয়ার রাস্তাও সেটাই। হাসপাতাল চত্বরে প্রতিদিন যানজট সমস্যার পেছনেও বহিরাগতদের বাইক রেখে যাওয়ার প্রবণতাকেই দায়ী করছেন নিরাপত্তারক্ষীরা। এক নিরাপত্তারক্ষী বলেন, 'হাসপাতালে রোগীর বেশি চাপ থাকে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত। এরপর রোগীর সংখ্যা কমে গেলেও বাইক থেকেই যায়।'

কেন এমন হয়?

এর কারণই হল, আশপাশের মার্কেট এলাকার মানুষজনের একাংশ হাসপাতালে এসে বাইক রেখে যান। এনিয়ে হাসপাতাল রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান গৌতম দেব বলেন, 'হাসপাতালের পাশে থাকা কোয়ার্টারগুলিতে আগে পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এখন কী পরিস্থিতিতে রয়েছে তা আমাকে খতিয়ে দেখতে হবে।' যদিও এই সমস্যার দ্রুত সমাধান হোক, চাইছেন হাসপাতালে আসা সাধারণ মানুষ। এদিন হাসপাতালে আসা প্রান্তিক দাস বলেন, 'এই সমস্যার দ্রুত সমাধান করা প্রয়োজন। নইলে রোগী দেখাতে নিয়ে এসে, বাইক রাখার জায়গা খুঁজতে গিয়েই সময় চলে যাবে।' এনিয়ে হাসপাতাল সুপার চন্দন ঘোষকে একাধিকবার ফোন করেও কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি।

শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতাল চত্বর দখল করে রেখেছে বাইরের বাইক।

কোথায় সমস্যা

- সকাল থেকে হাসপাতালে বাইক রাখার জায়গা পেতে হিমসিম খেতে হয় পরিজনকে
- দিনেরবেলায় ব্যস্ত সময়ে হাসপাতাল চত্বরে যানজটের পেছনেও রয়েছে বহিরাগতদের বাইক
- আশপাশের মার্কেট এলাকার অনেকেই হাসপাতালে এসে বাইক রেখে যান
- এর ফলে ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান ও মর্গে যাওয়ার রাস্তাও কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে

হায়দরপাড়ায় গাড়িতে আগুন দিল 'চোর'

শিলিগুড়ি, ৫ ফেব্রুয়ারি : চুরি করতে ঢুকে চার গাড়ি জ্বালিয়ে দিল চোর! বাড়ি খালি থাকার সুযোগে মঙ্গলবার এই ঘটনা ঘটেছে হায়দরপাড়ায়। এই ঘটনাকে প্রকাশ্যে আসার পরেই স্থানীয়রা হাতেনাতে ধরে ফেলেন সেই অভিযুক্তকে। তাকে মারধর করা হয় পরে। ভক্তিনগর থানার পুলিশ এসে উদ্ধার করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। ওই বাড়ি মালিকের তরফে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

সেই অভিযুক্তের চিকিৎসার ব্যবস্থা নিয়েও আবার জলঘোলা হয়। তাকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়েছিল। বুধবার দুপুরের দিকে হঠাৎই পুলিশের কাছে প্রিজন লক আপ থেকে ফোন আসে যে, চিকিৎসক সেখানে ঢুকে চিকিৎসা করতে পারবেন না। তাই ওই অভিযুক্তকে জেনারেল বেডে রাখতে হবে। কিন্তু সেখান থেকে যদি সে পালিয়ে যায়? সেই ঝুঁকি নিতে চায়নি পুলিশ। শেষমেশ অবশ্য চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলে প্রিজন লক আপে রেখেই চিকিৎসা করাতে পেরেছে পুলিশ।

সেবক মোড়ে অবৈধ নির্মাণ ভাঙার হুঁশিয়ারি গৌতমের

সরব শাসকদলের নেতারা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৫ ফেব্রুয়ারি : সেবক মোড়ের একটি বহুতলের সংস্কার নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই অভিযোগ উঠছিল। অভিযোগ, সংস্কারের নামে ওই বহুতলটি পুনর্নির্মাণ করা হচ্ছে। যা প্রকাশ্যে আসতে পুরনিগম মাঝে হস্তক্ষেপও করে। কিন্তু ফের ওই নির্মাণ নিয়ে প্রশ্ন তুলে সমাজমাধ্যমে খোদ তৃণমূল কংগ্রেস নেতার পোস্ট ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। তিনি ওই পুনর্নির্মাণ হওয়া বহুতলের একাধিক ছবিও পোস্ট করেছেন। সেই পোস্টেই শাসকদলের নেতারা এই ধরনের বেআইনি নির্মাণ নিয়ে পুরনিগমকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন। মেয়র গৌতম দেব অবশ্য বলেছেন, 'ওই বহুতলের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠার পরেই আমরা নোটিশ করে অনেকটা নির্মাণ ভাঙতে বাধ্য করেছিলাম। এর পরেও যদি কোনও বেআইনি নির্মাণ হয়ে থাকে, তাহলে কড়া পদক্ষেপ করব। প্রয়োজনে আমি নিজে গিয়ে বেআইনি নির্মাণ ভেঙে দেব।'

সেবক মোড় থেকে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ের গলির মুখেই প্রায় ৬৫ বছরের পুরোনো একটি বহুতল রয়েছে। গত দেড়, দু'বছর ধরে পুরোটা ঘিরে দিয়ে ভিতরে নির্মাণকাজ হচ্ছে। সূত্রের খবর, ওই বহুতলটিতে শপিং মল তৈরি হচ্ছে। প্রথম দিকে ওই বহুতলের মাঝখান দিয়ে কংক্রিটের পিলার তোলা, লিফট বসানোর কাজও শুরু হয়েছিল। এই বেআইনি নির্মাণ নিয়ে কয়েক মাস আগে ওই বহুতলের নীচে ফ্লেক্স সেঁটে পুরনিগমের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল। সেখানে ৬ নম্বর ওয়ার্ডের নাগরিকদের পক্ষে লেখা ফ্লেক্সে ওই বেআইনি নির্মাণ বন্ধ করার দাবি করা হয়। এর পরেই পুরনিগম ওই বহুতল কর্তৃপক্ষকে নোটিশ করে। সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে মেয়র ইঞ্জিনিয়ারদের সেখানে পাঠিয়ে কাজ বন্ধ করান। পুরনিগম সূত্রের খবর, ওই বহুতলটি সংস্কার বা মেরামতির জন্য অনুমতি নেওয়া হয়েছিল। তবে, সেখানে নতুন কোনও নির্মাণ করা যাবে না, তা স্পষ্ট করে দিয়েছিল পুরনিগম। ইঞ্জিনিয়ারদের নির্দেশ পেয়ে কিছু বেআইনি নির্মাণ ভেঙে দিয়েছিল মালিকপক্ষ। কিন্তু এই নির্মাণ বেআইনি বলে অভিযোগ তুলে ওয়ার্ডের বাসিন্দা তৃণমূল নেতা মিলন দত্ত ফেসবুকে পোস্ট করেছেন। সেই পোস্টের নীচে দলেরই একাধিক নেতাও পুরনিগমের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। মেয়র-ঘনিষ্ঠ নেতা জয়ন্ত কর লিখেছেন, 'আমাদের এই শহরেই জন্ম। ধীরে ধীরে শহরটার এত পরিবর্তন হল যে ভাবাই যায় না। আগে একতলা বাড়ি ছিল, টিনের চাল ছিল, পাড়ায় পাড়ায় শান্তি ছিল। ফুটবল, ক্রিকেট খেলা ছিল। এখন সবই লোক দেখানো। এর থেকে বেশি কিছু আশা করা যায় না। এর ফলে আগামীতে আমাদের মতো সাধারণ মানুষ ভুগবে।' সুবীর সরকার লিখেছেন, 'বড় ধরনের টাকা লেনদেন না হলে এসব হতে পারে না।' দেবাশিস মৈত্রর বক্তব্য, সঠিক জায়গায় টাকা দিতে পারলে এই দুনিয়ায় কোনও কিছুই অসম্ভব নয়। কল্যাণ রাহা লিখেছেন, 'একেই শহরে পার্কিংয়ের সমস্যা। তার মধ্যে সেবক মোড়ের মতো ব্যস্ততম জায়গায় এই শপিং মল হলে গাড়ি পার্ক করবে কোথায়?'

সেবক মোড়ের এই বহুতলে নির্মাণ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

সতীর্থের তোপ

- সেবক মোড়ের এক বহুতলে সংস্কারের নামে পুনর্নির্মাণ চলছে
- এই বেআইনি নির্মাণ নিয়ে শাসকদলের নেতারা পুরনিগমকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন
- অভিযোগ তোলা হয়েছে, বড় ধরনের টাকা লেনদেন না হলে এসব হতে পারে না

মদ্যপের দৌরাত্ম্য

শিলিগুড়ি, ৫ ফেব্রুয়ারি : রেস্টুরেন্ট কাম বারে একদল মদ্যপের হুজ্জতি। ছুড়ে ফেলা হল ডিজে-প্লেয়ার, ভাঙা হল সিসিটিভি। আর এই ঘটনাতে ফের একবার মদ্যপের দৌরাত্ম্যের বিষয়টা সামনে এল। ইতিমধ্যেই ওই তরুণদের বিরুদ্ধে ভক্তিনগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে ওই রেস্টুরেন্ট কাম বার কর্তৃপক্ষ। ওই কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, সোমবার রাতে কয়েকজন তরুণ ঢুকেই হুজ্জতি শুরু করে। এমনকি সেখানে থাকা স্টাফ ও ফ্লোর ম্যানেজারের সঙ্গে অশ্লীল আচরণ শুরু করে। এমনকি সিসিটিভিও নষ্ট করে দেয়। মঙ্গলবার ভক্তিনগর থানায় অভিযোগ দায়েরের পাশাপাশি শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের পুলিশ কমিশনার, ডেপুটি কমিশনার (ইস্ট), এসিপি(ইস্ট)-কেও চিঠি দিয়েছেন ওঁরা। তাদের প্রশ্ন, এভাবে হুজ্জতি চালালে ব্যবসা করব কীভাবে?

বাসের ধাক্কায় মৃত্যু

শিলিগুড়ি, ৫ ফেব্রুয়ারি : সেনার স্কুলবাসের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক সেনা জওয়ানের পাঁচ বছরের শিশুকন্যার। মঙ্গলবার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায় শালুগাড়া সেনাছাউনিতে। ইতিমধ্যেই ওই বাসের চালকের বিরুদ্ধে ভক্তিনগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই সেনা জওয়ান। অভিযোগপত্রে সেনা জওয়ান সতবীর সিং গুজ্জার জানিয়েছেন, মঙ্গলবার দুপুরে তাঁর পাঁচ বছরের শিশুকন্যা সেনাছাউনির কোয়ার্টারের সামনে সাইকেল চালিয়ে খেলছিল। এমন সময় ওই স্কুলবাস তাকে ধাক্কা মেরে চলে যায়। ওই শিশুকে প্রথমে এমআই রুমে নিয়ে যান। ওই শিশুর শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকলে তাকে ফিল্ড হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ভক্তিনগর থানার পুলিশ।

শিশুকে ছুড়ে ফেলার ঘটনায় বিপাকে পুলিশ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৫ ফেব্রুয়ারি : নেতাজি উচ্চবিদ্যালয়ের সামনের রাস্তায় টোটো থেকে শিশুকে ছুড়ে ফেলে দেওয়ার ঘটনায় নতুন মোড়। বুধবার ওই শিশুকন্যাকে নিয়ে সটান থানায় হাজির হন তার দিদা। তিনি সাফ জানান, আর নাতনিকে রাখতে পারবেন না। পুলিশ শিশুটিকে আশ্রয় না দিলে তিনি থানা চত্বর থেকে নড়বেন না, তাও স্পষ্ট করে দেন ওই মহিলা। যদিও ঘণ্টাখানেক পর শেষপর্যন্ত নাতনিকে সঙ্গে নিয়েই তাঁকে বাড়ি ফিরতে হয়।

কেন তিনি নাতনিকে রাখতে পারবেন না, এই সংক্রান্ত প্রশ্নের কোনও উত্তর উত্তরবঙ্গ সংবাদকে দিতে চাননি মেয়েটির দিদা। তবে শিলিগুড়ি থানার সেকেন্ড অফিসার দীপ্তজিৎ ধরের কাছে তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'জামাইয়ের মা-বাবা রয়েছে, ওরা দেখুক। নাতনিকে রাখার ক্ষমতা নেই আমার।' এমন কথা শুনে রীতিমতো চমকে যান সেকেন্ড অফিসার। পুলিশের মধ্যে প্রশ্ন উঠেছে, 'এ কেমন দিদা?' এদিকে, পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, তদন্তে দেখা গিয়েছে টোটোয় স্বামী-স্ত্রী ঝগড়া করছিলেন। সেসময় ওই শিশু টোটো থেকে কোনওভাবে পড়ে যায়। তাই অভিভাবকের বিরুদ্ধে জুভেনাইল জাস্টিস অ্যাক্টে কোনও মামলা করা হয়নি।

নাতনিকে রাখতে নারাজ দিদা

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতাল থেকে ছুটি পাওয়ার পর সিডব্লিউসি-র নির্দেশমতো শিশুটিকে দিদার হাতে তুলে দেওয়া হয়। সেসময় শিশুটিকে নিতেও রাজি হন তিনি। যাবতীয় আইনি প্রক্রিয়াও সম্পন্ন করেন সে। যদিও এদিন হঠাৎ করেই পরিস্থিতি বদলে যায়। শিশুটির দিদা সেকেন্ড অফিসারকে বলেন, 'ওকে আমি রাখতে পারব না। জামাইয়ের মা-বাবা আছে, ওরা রাখুক। আসলে সব দায়িত্ব আমার ওপর চাপানোর চেষ্টা।' এরপর সেকেন্ড অফিসার বলেন, 'আপনি তো কালকেই বললেন আপনার নাতনি, আপনার কাছে থাকবে।' মহিলার জবাব, 'কালকে বলেছি, তাই কালকে রেখেছি। আজ থেকে রাখতে পারব না।'

এরপর ঘণ্টাখানেক থানা চত্বরে শিশুকে নিয়ে ঘুরে বেড়ান ওই মহিলা। তাঁকে বোঝানো শুরু হয়। বলা হয় আইনের কথা। শেষমেশ পুলিশকর্তারা তাঁকে অনুরোধ করেন, একদিন রাখার জন্য। পুলিশকর্তা মহিলাকে বলেন, 'বৃহস্পতিবার আপনার মেয়ের ছুটি হয়ে যাবে। এরপর মা ও বাবা নিতে চাইলে আমরা ওঁদের হাতে শিশুটিকে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেব।' এই আশ্বাস পেয়ে নাতনিকে নিয়ে থানা ছাড়েন দিদা।

হিলকার্ট রোড থেকে বিধান মার্কেটে ঢোকার মুখে টোটোর জট। ছবি : সূত্রধর

ভাইকে ফেলে উধাও দাদা

শিলিগুড়ি, ৫ ফেব্রুয়ারি : ভাইকে মোবাইলের দোকানে রেখে উধাও দাদা। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার রাতে চাঞ্চল্য ছড়ায় প্রধাননগর থানার শিলিগুড়ি স্টেট গেস্টহাউস সংলগ্ন এলাকায়। পুলিশ সূত্রে খবর, বুধবার দুপুরে মোবাইলের দোকানে এক তরুণ তার ভাইকে নিয়ে আসে। এরপর মোবাইল কেনার কথা বলে। তার এটিএম কার্ডে টাকা না থাকায় সে তার ভাইকে দোকানে রেখে টাকা আনতে যায়। রাত হয়ে গেলেও ওই তরুণ ফিরে না আসায় দোকান মালিক প্রধাননগর থানার পুলিশকে খবর দেন। পরবর্তীতে পুলিশ ওই নাবালককে হোমে নিয়ে যায়। বুধবার দুপুরে পরিবারের সদস্যরা এলেও ওই তরুণের এখনও খোঁজ মেলেনি বলে জানা গিয়েছে। ওই তরুণের খোঁজ করছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, ওই তরুণ তার ভাইকে নিয়ে বীরপাড়া থেকে এসেছিল।

বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ কম্পিউটারের

শিলিগুড়ি, ৫ ফেব্রুয়ারি : মাতৃসংঘ জনকল্যাণ আশ্রমের উদ্যোগে এবং শিলিগুড়ির কলেজপাড়ার সফটেক কম্পিউটার সেন্টারের সহযোগিতায় প্রায় ৫০ জনেরও বেশি ছাত্রছাত্রীকে বিনামূল্যে বেসিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। বুধবার যৌথ সাংবাদিক বৈঠক করে বিষয়টি তুলে ধরেন মাতৃসংঘের সম্পাদক উদয় সেনগুপ্ত ও সফটেক কম্পিউটার সেন্টারের ডিরেক্টর গৌতম চক্রবর্তী। উদয় বলেন, 'আগামীদিনে আরও বেশি সংখ্যক পড়ুয়াকে এখানে উন্নতমানের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।' গৌতমের বক্তব্য, 'সমাজে পিছিয়ে পড়া পরিবারের ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে প্রশিক্ষণের পর ইচ্ছুকদের গ্রাফিক্স ডিজাইন, ট্যালি প্রাইম উইথ জিএসটি, হার্ডওয়্যার, ওয়েব ডিজাইনিং, ডিজিটাল মার্কেটিং সহ নানা কোর্স করানো হবে।' তিনি জানান, শিলিগুড়িতেই হায়দরাবাদ, বেঙ্গালুরুর মতো আধুনিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ পাচ্ছে সফটেকের ছাত্রছাত্রীরা। এখানকার ছাত্রছাত্রীদের দেশের পাশাপাশি বিদেশেও কর্মসংস্থান হয়েছে।

ট্রেন থেকে লাখ টাকার গাঁজা বাজেয়াপ্ত

শিলিগুড়ি, ৫ ফেব্রুয়ারি : ট্রেন থেকে লক্ষাধিক টাকার গাঁজা উদ্ধার করল শিলিগুড়ি জংশন টাউন আরপিএফ। আরপিএফ সূত্রে খবর, গোপন সূত্রে তাঁদের কাছে খবর আসে আলিপুরদুয়ার থেকে কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস ট্রেনে গাঁজা পাচার হচ্ছে। শিলিগুড়ি জংশন স্টেশনে ওই ট্রেন আসতেই আরপিফ অভিযান চালায়। এরপর সন্দেহজনক একটি ব্যাগ থেকে ১৫ কেজি গাঁজা বাজেয়াপ্ত করা হয়। যদিও ঘটনায় কাউকে ধরতে পারেনি আরপিএফ।

বহিরাগতরাই

প্রথম পাতার পর

ছাত্র সংসদের টাকা ছাত্রদের স্বার্থের টাকা। কিন্তু ওই নেতারা ছড়ি ঘুড়িয়ে নিজেদের স্বার্থ রেখে টাকা খরচ করাচ্ছে।' কলেজের একাধিক অধ্যাপকও ওই ছাত্র নেতাদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তবে শুধু শিলিগুড়ি কলেজ নয়, সূর্য সেন, মুন্সী প্রেমচাঁদ, মহিলা কলেজেও ছড়ি ঘোরানোর অভিযোগ আছে প্রাক্তনীদের বিরুদ্ধে। সূর্য সেন কলেজের এক অধ্যাপক বলছেন, 'দীর্ঘদিন ছাত্র সংসদের ভোট হয়নি। ফলে ছাত্র সংসদ বলে কিছু নেই। তা সত্ত্বেও পুরোনো পদাধিকারীরা এখনও সবেতেই মাতব্বরি করছে।'

অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের শিলিগুড়ির সম্পাদক অনিকেত দে সরকারও একই কথা বলছেন। তাঁর যুক্তি, 'যতদিন না কলেজে নির্বাচন হচ্ছে, ততদিন বুড়োরাই কলেজ ছাত্রদের হকের অনুষ্ঠানে ছড়ি ঘোরাবে। নির্বাচন হলে এই নেতারা থাকবে না।' প্রতিটি কলেজ প্রাঙ্গণে এই প্রাক্তনীদের যাতায়াত অহরহ। কলেজের পাঠ অনেক বছর আগে চুকে গেলেও তাদের প্রবেশে কেউ বাধা দেন না। এমনকি কলেজের অনুষ্ঠানের আগে নেতাদের সঙ্গে বিভিন্ন কলেজের শিক্ষকরা আলোচনা করে নেন। অনুষ্ঠানেও আসন আলো করে বসে থাকতে দেখা যায় তাঁদের। বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ি কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ রঞ্জন সরকার অবশ্য বলছেন, 'কোনও অনুষ্ঠানের আয়োজনের ক্ষেত্রে বর্তমান পড়ুয়ারাই থাকে। বহিরাগতদের গুরুত্ব দেওয়া হয় না।'

একই দাবি করেছেন শিলিগুড়ি কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ সুজিত ঘোষ। তাঁর কথায়, 'কলেজে পরিচয়পত্র ছাড়া কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। সেখানে কলেজের অনুষ্ঠানে বহিরাগতদের হস্তক্ষেপেরও কোনও জায়গা নেই।' ঘটনায় দলের শীর্ষ নেতৃত্বের কাছেও রিপোর্ট গিয়েছে বলে খবর। টিএমসিপি'র দার্জিলিং জেলা কমিটির সভাপতি তনয় তালুকদারের কথায়, 'প্রতিটা কলেজে আমাদের যে ইউনিট রয়েছে তা বর্তমান ছাত্রদের রেখেই তৈরি। অধিকাংশ কলেজে এবছর সরস্বতীপুজো ছাত্র সংসদ দ্বারা আয়োজিত হয়নি। যদি কেউ নিজের ইচ্ছেমতো সেই আয়োজনে নাক গলায় তবে তার দায়িত্ব দল নেবে না। বিষয়টি দল নিশ্চিতভাবে দেখবে।' এসএফআই তোলাবাজির অভিযোগ তুললেও এই প্রসঙ্গে অবশ্য 'স্পিকটি নট' টিএমসিপি নেতারা।

শাবক সহ হাতিরা

প্রথম পাতার পর

সজল দে বলেন, 'সন্ধ্যায় হাতিগুলিকে নাগরাকাটার জঙ্গলে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। গতিবিধির প্রতি সতর্ক নজর রেখে চলা হচ্ছে। বারবার সচেতনতার প্রচার সত্ত্বেও কী কারণে মানুষ এভাবে ভিড় করছে তা বোধগম্য নয়।'

বন দপ্তর ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে একটি শাবক সহ তিনটি মাকনাকে প্রথম দেখা যায় নাগরাকাটা চা বাগানের সুখনবাড়ি ডিভিশনে। এই খবর চাউর হতেই মুহূর্তের মধ্যে কয়েকশো বাসিন্দার ভিড় জমে যায় সেখানে। খবর পেয়ে চলে আসেন বন দপ্তরের চালসা ও ডায়না রেঞ্জ এবং খুনিয়া ও মালবাজার স্কোয়াডের কর্মীরা। কার্যত চক্রব্যূহের মধ্যে পড়ে গিয়ে হাতিগুলিও তখন অতিষ্ঠ। পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রশাসনের পক্ষ থেকে ১৬৩ ধারা জারি করা হয়। তবুও হাতি দেখার জন্য জনতা যেন হামলে পড়ে। বনকর্তাদের ধারণা, চারটি হাতি মঙ্গলবার রাতে লোকালয়ে আসে। এদিন ফেরার সময় সকাল হয়ে যাওয়ায় চা বাগানেই ডেরা বাঁধে। দিন কয়েক আগেই মালবাজারের ডামডিম এলাকায় একটি হাতিকে দিনভর প্ররোচিত করা হয়েছিল। আর্থমুভার নিয়ে তেড়ে যাওয়া হয় হাতিটির দিকে। প্রথমদিকে শান্ত থাকা হাতিটি মানুষের প্ররোচনায় একসময় পালটা তেড়ে আসে। একটি নজরমিনারে হামলা করে। মানুষের হাত থেকে নিস্তার পেতে একসময় সেটি চা বাগানে ঢুকে পড়ে। সেই সময় ব্লেডতারে ক্ষতবিক্ষত হয় তার দেহ। এর কয়েকদিন পরেই মালেরই কুমলাই চা বাগানের খাঁচাবিন্দ একটি চিতাবাঘের লেজ ধরে টানাটানিও করার দৃশ্যও ক্যামেরাবিন্দ হয়। এদিন নাগরাকাটা চা বাগানে হাতির দলটির উপর হামলা না হলেও তাদের চরম উত্ত্যক্ত করা হয়। মানুষের আচরণ যে কোনও সময় বিপদ ডেকে আনবে বলেই মত বনকর্মীদের।

মদের বোতল

প্রথম পাতার পর

লুকিং গ্লাস ভেঙে দেয়। এরপর গাড়ি কিছুটা এগিয়ে রহমত এসআই বিশ্বজিৎকে ফোন করেন। কিন্তু এর মধ্যে ফের পিছু নিতে থাকে বাইকে থাকা ওই দুই তরুণ। টহলদারি ভ্যান অনেকটা পিছু ধাওয়া করে শেষ পর্যন্ত ওই দুজনকে পাকড়াও করতে পারে।

পুলিশ সূত্রে খবর, এর আগে অবশ্য ওই এলাকায় এধরনের টাকা তোলার খবর তাদের কাছে আসেনি। প্রধাননগর থানার আইসি বাসুদেব সরকার বলেন, 'এসআই বিশ্বজিৎ বিশ্বাস বুদ্ধিমানের পরিচয় দিয়েছেন। টহলদারি ভ্যান যে সক্রিয়ভাবে রাস্তায় রয়েছে, দুই দুষ্কৃতী পাকড়াও হওয়ার ঘটনা সেটারই প্রমাণ।'

আশা-নিরাশার দোলাচলে উত্তরের শিল্প মহল

ডাবগ্রাম শিল্পতালুকে খুশির হাওয়া

সিডবি'র সঙ্গে কাল মউ স্বাক্ষর

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৫ ফেব্রুয়ারি : উত্তরবঙ্গে প্রথম স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার (সিডবি) সঙ্গে মউ স্বাক্ষর হচ্ছে ডাবগ্রাম শিল্পতালুকের। শুক্রবার এই মউ স্বাক্ষরের পর নতুন শিল্প গড়ার ক্ষেত্রে কিংবা শিল্প-কারখানার পরিধি বিস্তারের লক্ষ্যে সিডবি থেকে সহজশর্তে ঋণ যেমন মিলবে, তেমনই বিশ্বব্যাপী ব্যবসার একটা সুযোগও মিলতে পারে এখানকার ক্ষুদ্র শিল্পপতিদের। স্বাভাবিকভাবেই এমন মউ চুক্তিকে কেন্দ্র করে এখন খুশির হাওয়া এই শিল্পতালুকে।

সিডবি'র তরফে দেশে যে ১০০টি শিল্প ক্লাস্টারকে ঋণ ও ক্ষুদ্রশিল্পে অন্যান্য সুযোগসুবিধা দেওয়ার জন বেছে নেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে ডাবগ্রাম ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কও। সম্প্রতি কলকাতার পর শিলিগুড়িতে সিডবি'র শাখার উদ্বোধন হয়েছে। যার ফলে সিডবি'র বিভিন্ন স্কিম সম্পর্কে জানা যাবে এখান থেকে। একইসঙ্গে শিল্পক্ষেত্রে ঋণ নিতে গেলে এখন আর কলকাতায় যাওয়ার প্রয়োজন হবে না। ক্ষুদ্র শিল্পপতিরা শিলিগুড়ি থেকেই ঋণের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পেশ করতে পারবেন।

তবে কী সুবিধা হবে সিডবি'র সঙ্গে মউ স্বাক্ষরে? ক্ষুদ্র শিল্পপতিরা বলছেন, একদিকে যেমন ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে সুবিধা হবে, তেমনই তাঁদের উৎপাদিত সামগ্রী বিশ্বব্যাপী বাজারজাত করার প্রক্রিয়া সহজ হবে। কেননা, সাহায্য পাওয়া যাবে সিডবি'র থেকে। সে কারণ শুক্রবারের দিকে তাঁকিয়ে রয়েছেন উত্তরবঙ্গের ক্ষুদ্র শিল্পপতিদের একটা বড় অংশ। ডাবগ্রাম শিল্পতালুকের ক্ষুদ্র শিল্পপতি তথা জলপাইগুড়ি ডাবগ্রাম ইন্ডাস্ট্রিজ ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সহ সভাপতি চন্দ্রকান্ত মেহতা বলেন, 'সিডবি'র সঙ্গে মউ স্বাক্ষর হলে আমরা যারা মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পপতি রয়েছি, তারা ভীষণভাবে উপকৃত হব। তাছাড়া, সিডবি'র থেকে শিল্প গড়ার ক্ষেত্রে ঋণও অনেক সহজ শর্তে পাওয়া যাবে।'

ডাবগ্রাম শিল্পতালুকে এই মুহূর্তে প্রায় ১৫০টি ইউনিট রয়েছে। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, প্লাস্টার অফ প্যারিস, রাইস মিল, ডেয়ারি সহ বেশ কিছু সামগ্রী উৎপাদন হচ্ছে এখান থেকে। এতদিন এখানকার শিল্পপতিরা ক্ষুদ্র ব্যাংক থেকে চড়া হারে ঋণ নিয়ে

> সিডবি'র সঙ্গে মউ স্বাক্ষর হলে আমরা যারা মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পপতি রয়েছি, তারা ভীষণভাবে উপকৃত হব। তাছাড়া, সিডবি'র থেকে শিল্প গড়ার ক্ষেত্রে ঋণও অনেক সহজ শর্তে পাওয়া যাবে।
>
> **চন্দ্রকান্ত মেহতা** *সহ সভাপতি*
> জলপাইগুড়ি ডাবগ্রাম ইন্ডাস্ট্রিজ ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন

ইউনিট চালালেও, সিডবি'র সঙ্গে চুক্তির পর অপেক্ষাকৃত কম সুদে ইউনিটগুলি ঋণ পাবে। শিল্পপতিদের বক্তব্য, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নে কাজ করা যেখানে সিডবি'র মূল লক্ষ্য, সেখানে ক্ষুদ্র শিল্পপতিদের ব্যবসার পরিধিও বৃদ্ধির সম্ভাবনা অনেক বেশি। মেশিনপত্র কেনার ক্ষেত্রে যে ঋণ পাওয়া যাবে, তার সুদের ক্ষেত্রে ২ শতাংশ ছাড় পাওয়া যাবে।

জলপাইগুড়ি ডাবগ্রাম ইন্ডাস্ট্রিজ ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মোহন দেবনাথের বক্তব্য, 'আমরা চাইছিলাম সিডবি এখানে আসুক। সম্প্রতি শিলিগুড়িতে সিডবি'র শাখা তৈরি হয়েছে। অ্যাসোসিয়েশনের লক্ষ্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়ন। তাই এই ক্ষেত্রে যদি সিডবি'র সহযোগিতা পাওয়া যায়, তবে আমাদের সদস্যদের উৎসাহিত করতে পারব।'

এক বছরে প্রাপ্তি শূন্য

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৫ ফেব্রুয়ারি : ফের আরও একটি বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন। আবার নিউটাউনে চাঁদের হাট। লগ্নি প্রস্তাবের ছড়াছড়ি এবং বিনিয়োগকারীদের হুড়োহুড়ি। কিন্তু '২৩-এর ২১ ও ২২ নভেম্বর হওয়া বাণিজ্য সম্মেলনের খাতাটি খুললে, এক বছর পেরিয়ে উত্তরের প্রাপ্তির হিসেব শূন্য ছাড়া কিছুই নয়। তাই এমন সম্মেলনের বাস্তবায়ন কোথায়, উঠছে প্রশ্ন। 'মিথ্যের বেসাতি' ছাড়া কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকার প্রস্তাবে কিছুই খুঁজে পাচ্ছে না উত্তরবঙ্গের শিল্প-বাণিজ্য মহলের বড় অংশ।

'২৩-এর বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে ১৮৮টি মউ চুক্তি হয়েছিল। ৩ লক্ষ ৭৬ হাজার ২৮৮ কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাব জমা পড়েছিল। কিন্তু ওই বিনিয়োগ প্রস্তাবের কত শতাংশ লগ্নি হয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। যেমন, কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে উত্তরবঙ্গে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে নজর দিয়ে চার হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব জমা পড়েছিল। কিন্তু এক বছর পেরিয়ে প্রাপ্তি শূন্য। একটি তথ্যপ্রযুক্তি কেন্দ্র এখানে এই সময়ে গড়ে ওঠেনি বা ভিত তৈরির কাজ শুরু হয়নি।

'২৩-এ আইটিসি'র সঙ্গে ৯৩টি মউ সাক্ষর হয়েছিল। বাণিজ্য মঞ্চে ১,৩১৪ কোটি টাকার বিনিয়োগের আশ্বাস দিয়েছিলেন আইটিসি'র চেয়ারম্যান সঞ্জীব পুরী। এমন ঘোষণাকে দু'হাত তুলে স্বাগত জানিয়েছিল উত্তরের পর্যটন মহল। কিন্তু এখনও পর্যন্ত উত্তরবঙ্গে আইটিসি'র একটিও হোটেল গড়ে

নিউটাউনে বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন। বুধবার।

ওঠেনি। রাজ্যের বাকি অংশেও আইটিসি'র বিনিয়োগ নিয়ে রয়েছে প্রশ্ন। প্রতিটি বাণিজ্য সম্মেলনে জোর দেওয়া হয় টি ট্যুরিজমে। ব্যতিক্রম হয়নি এবারও। কিন্তু বাস্তব বলছে, একাধিক চা বাগানের প্রস্তাবে 'ধুলো জমেছে'। টি অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার সচিব সুমিত ঘোষের বক্তব্য, 'আবেদনে ভুলত্রুটি থাকলে অনেক ক্ষেত্রেই সংশোধনের জন্য রাজ্য সরকার ফেরত পাঠায়। তবে যে পন্থায় চলছে, তার সরলীকরণ প্রয়োজন।'

শিল্পে উত্তরবঙ্গে চিমনির ধোঁয়া দেখা যায় না। যে কারণে বাম জমানা থেকেই এমএসএমই বা ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পে জোর দেওয়ার কথা শোনা যাচ্ছে।

প্রতিটি শিল্প বা বাণিজ্য সম্মেলনে বিনিয়োগের প্রস্তাব জমা পড়ছে। '২৩-এ ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিটে বিনিয়োগের প্রস্তাব ছিল ৩৫০ কোটি টাকা। কিন্তু গত এক বছরে নতুন করে সরকারি উদ্যোগে কোনও ইউনিট গড়ে ওঠেনি। অথচ কোচবিহারের চকচকা, জলপাইগুড়ির রানিনগর, শিলিগুড়ির ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট বা ফুলবাড়ির মতো একাধিক শিল্পতালুক রয়েছে।

কেন লগ্নির ক্ষেত্রে অনাগ্রহী বিনিয়োগকারীরা? অনেক শিল্পপতি মনে করেন, বাম জমানাতেও সিঙ্গল উইন্ডো সিস্টেম চালু হয়নি, তৃণমূলের আমলেও অবস্থা একইরকম। সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে ফায়ার সংক্রান্ত লাইসেন্স পাওয়ার ক্ষেত্রে।

যদিও সিআইআইয়ের উত্তরবঙ্গ জোনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও শিল্পপতি সঞ্জিত সাহা মনে করেন, 'বর্তমান রাজ্য সরকার অনেক চেষ্টা করছে পরিস্থিতির পরিবর্তনের। যে কারণে পাঁচ বছর আগে প্রচুর ইউনিট গড়ে উঠেছিল। ওই উদ্যমে এখন কিছুটা খামতি রয়েছে। তবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেষ্টায় তা দ্রুত মিটে যাবে।'

তবে সরকারি উদ্যোগে গত এক বছরে একটি ইউনিট গড়ে ওঠেনি বলে সাফ দাবি করছেন নর্থবেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সুরজিৎ পাল। তিনি বলছেন, 'আমাদের প্রচেষ্টাতে ৬২টি ইউনিট হয়েছে শুধু। যে টাকা এধরনের সম্মেলনে খরচ হয়, তা যদি সরকার প্রত্যেক বছর একটি জেলার শিল্পে বিনিয়োগ করে, তবে উত্তরবঙ্গের শিল্পের চেহারাটা বদলে যাবে।'

> **আক্ষেপের সুর**
>
> পর্যটনের প্রসারে উত্তরবঙ্গকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে খামতি রয়েছে। বর্তমান সময়ে পর্যটনের উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রয়োজন মিটিং, ইনসেনটিভ, কনফারেন্স ও এগজিবিশন বা মাইস। কিন্তু এখনও এ ধরনের উদ্যোগ নজরে পড়েনি।
>
> **দেবাশিস চক্রবর্তী**
> পর্যটন ব্যবসায়ী

শুধু আম্বানির

প্রথম পাতার পর

জিও নেটওয়ার্কে পশ্চিমবঙ্গ সবথেকে বেশি ডেটা ব্যবহার করে। আগামী এক দশকে এ রাজ্যে আমাদের বিনিয়োগ হবে আরও ৫০ হাজার কোটি টাকা। জিও'র মূল ডেটা সেন্টার তৈরি হবে পশ্চিমবঙ্গে। এই রাজ্য থেকে আমরা জিও শুরু করেছিলাম। এখন গোটা বিশ্বে আমাদের নেটওয়ার্ক সবচেয়ে বড়।' সজ্জন জিন্দাল বলেন, 'এই রাজ্যের মতো দক্ষ, সুলভ শ্রমিক, পরিকাঠামো ও সরকারি সুবিধা অনেক রাজ্যে পাওয়া যায় না। সেজন্যই আমরা এ রাজ্যে পরবর্তী প্রকল্প করব। দুর্গাপুরে একটি বন্ধ কারখানারও আমরা উদ্বোধন করব। সেখানে অনেক কর্মসংস্থান হবে।' অম্বুজা গোষ্ঠীর হর্ষ নেওটিয়া বলেন, 'আমাদের বিনিয়োগের ৭০ শতাংশই এই রাজ্যে। আমার জন্ম থেকে বড় হওয়া, পড়াশোনা এ রাজ্যে। তাই এ রাজ্যের প্রতি আমার আলাদা আবেগ রয়েছে।' তিনি আগামী এক বছরে ১৫ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের ঘোষণা করে বলেন, 'বাংলা ভবিষ্যৎ দেখাবে।' বীরভূমের দেউচাপাঁচামিতে যে কয়লাখনির বরাত পেয়েছিল রাজ্য সরকার, বৃহস্পতিবারই সেখানে খনন শুরুর ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানেও বিপুল কর্মসংস্থানের আশ্বাস দিলেন তিনি।

৩০ শতাংশে

প্রথম পাতার পর

মঞ্চ শিল্প সম্মেলনের হলেও সেখানে ঠাঁই হয়নি রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী শশী পাঁজার। বাস্তবে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়া রাজ্য মন্ত্রীসভার অন্য সমস্ত সদস্যদের বসতে হয়েছে মঞ্চের নীচে। মঞ্চে অবশ্য মধ্যমণি ছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অমিত মিত্র। যাঁকে তাঁর সরকারের 'কি ম্যান' বলে পরিচয় করিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'অমিত মিত্র বিশ্ব অর্থনীতি জানেন।'

শিল্প সম্মেলনের মূল চাবিকাঠি অমিত মিত্র বলে মমতা বারবার উল্লেখ করলেও শিল্পমন্ত্রীর নাম মুখে আনেননি। সম্মেলন শুরুর আগে অমিতের সঙ্গে কথা বলে মঞ্চ থেকে নেমে যেতে দেখা যায় শশীকে। তবে পরে শশী ছাড়াও অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, বন প্রতিমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা প্রমুখ মহিলাদের মঞ্চে ডাক পড়ে অতিথিদের বরণ করতে। শিল্পমন্ত্রীর উপস্থিতি ওইটুকুই।

জিবিএস আক্রান্ত বাড়ছে কোচবিহারে

শিবশংকর সূত্রধর ও রণজিৎ ঘোষ

কোচবিহার ও শিলিগুড়ি, ৫ ফেব্রুয়ারি : কোচবিহারে গুলেন বারি সিনড্রোম (জিবিএস) আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। বুধবারও এক মহিলা ওই রোগে আক্রান্ত হয়ে এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। বর্তমানে এমজেএন মেডিকেলে জিবিএস আক্রান্ত তিনজন রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। জেলায় জিবিএস আক্রান্তের সংখ্যা বাড়লেও এনিয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরের তেমন কোনও হেলদোল নেই বলে অভিযোগ। স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে কোনওরকম সচেতনতামূলক প্রচার নজরে আসছে না। ফলে স্বাস্থ্য দপ্তরের ভূমিকা নিয়েও বড়সড়ো প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। যদিও মুখ্য জেলার স্বাস্থ্য আধিকারিক সুকান্ত বিশ্বাসের দাবি, 'জিবিএস নিয়ে উদ্বেগের কিছু নেই। প্রতিটি হাসপাতালে বলা হয়েছে জিবিএসের উপসর্গ নিয়ে কেউ এলে যাতে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়।' এদিকে, জিবিএস নিয়ে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চারদিন ধরে এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে বিনা চিকিৎসায় ফেলে রাখার অভিযোগ তুলেছে তার পরিবার। জিবিএস চিহ্নিত হওয়ার পর যে ইনজেকশন দিতে হয় তা মেডিকেল কলেজে সরবরাহ না থাকায় সমস্যা তৈরি হয়েছে চিকিৎসায়।

গত মাসের শেষের দিকে কোচবিহারের এক শিশুর জিবিএসে আক্রান্তের ঘটনা প্রকাশ্যে আসে। সে শিলিগুড়িতে একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করিয়েছে। পরবর্তীতে তুফানগঞ্জের একজন ও কোচবিহার-২ ব্লকের দুজনের সেই রোগ ধরা পড়ে। পরের তিনজন এমজেএন মেডিকেলে চিকিৎসা করান। এদিন ফের এক মহিলা এই সংক্রান্ত উপসর্গ নিয়ে ভর্তি হন। পরবর্তীতে তাঁর জিবিএসে আক্রান্ত নিশ্চিত করেন আধিকারিকরা। এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এমএসভিপি ডাঃ সৌরদীপ রায়ের কথায়, 'আমরা প্রতিটি রোগীকেই বিশেষ দেখভালের ব্যবস্থা রেখেছি।'

স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, যাঁরা রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন তাঁদের বাড়ির এলাকায় আধিকারিকরা পরিদর্শন করছেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের এই রোগ সম্পর্কে সচেতন করা হচ্ছে। কিন্তু অন্যান্য জায়গায় এই রোগ নিয়ে

> **প্রশ্নে স্বাস্থ্য দপ্তর**
>
> - কোচবিহার এমজেএন মেডিকেলে জিবিএস আক্রান্ত তিনজন রোগী চিকিৎসাধীন
> - স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে কোনওরকম সচেতনতামূলক প্রচার নজরে আসছে না
> - জিবিএস আক্রান্তের ক্ষেত্রে ব্যাকটিরিয়াল বা ভাইরাল ইনফেকশনে স্নায়ুতন্ত্রে সমস্যা দেখা যায়
> - জিবিএস আক্রান্তকে যে ইনজেকশন দিতে হয় খোলাবাজারে তার একটি ডোজের দাম ৪০ হাজার টাকা

সচেতনতামূলক কোনও কর্মসূচি নজরে আসছে না বলে অভিযোগ। কোচবিহারে জিবিএসে আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ফলে সর্বত্রই এবিষয়ে সচেতনতার প্রয়োজন বলে মনে করছেন অনেকেই। জিবিএস আক্রান্তের ক্ষেত্রে ব্যাকটিরিয়াল বা ভাইরাল ইনফেকশনে স্নায়ুতন্ত্রে সমস্যা দেখা যায়। প্রথমে দুর্বলতা দেখা দেয় আক্রান্তের শরীরে। ফলে ধীরে ধীরে শরীরের বিভিন্ন অংশ অবশ হতে থাকে। শ্বাসকষ্ট, বমি বমি ভাব, ডায়ারিয়ার মতো উপসর্গও দেখা যায়। স্নায়ু সম্পর্কিত এই রোগের চিকিৎসায় স্নায়ু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের প্রয়োজন থাকলেও এমজেএন মেডিকেল সহ মহকুমা হাসপাতালগুলিতে স্থায়ী কোনও নিউরোসার্জন নেই। ফলে এই সমস্যা মেটানোরও দাবি উঠেছে।

মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ওই কিশোরের পরিবারের অভিযোগ, জিবিএস চিহ্নিত হওয়ার পর যে ইনজেকশন দিতে হয় সেটার সরকারিভাবে সরবরাহ নেই বলে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে। খোলাবাজারে ওই ইনজেকশনের এক-একটি ডোজের দাম ৪০ হাজার টাকার কাছাকাছি। অন্যের জমিতে কৃষিকাজ করে সংসার চালানো কোচবিহার-২ ব্লকের ওই পরিবারের পক্ষে এত টাকার ব্যবস্থা করে বাইরে থেকে কিনে দেওয়া সম্ভব না হওয়ায় ওই কিশোর স্যালাইন ছাড়া কিছুই পায়নি। ফলে তার শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি হয়েছে। বাধ্য হয়ে কিশোরের বাবা রমেশ দাস স্থানীয় স্তরে আর্থিক সাহায্য চেয়ে আবেদন করেন। এর পরেই কোচবিহারের ওই কিশোরের স্কুলের তরফে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়। সেই টাকায় ইন্ট্রাভেনাস ইমিউনোগ্লোবুলিন (আইভিআইজি) একটি ডোজ কিনে দেওয়া হয়েছে। একটি ডোজ কয়েকটি ভাগে ভাগ করে মঙ্গলবার রাত থেকে ইনজেকশনের মাধ্যমে কিশোরকে দেওয়া হচ্ছে। মেডিকেল সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক বলেছেন, 'সবসময় আইভিআইজির সরবরাহ স্বাভাবিক থাকে না। আমরা স্বাস্থ্য ভবনে বলেছি। সেখান থেকে না আসা পর্যন্ত কিছু করার নেই। স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের মাধ্যমেও ওই ইনজেকশন কেনা যাবে না।' রমেশ বলেন, 'বিনা খরচে ভালো চিকিৎসা হবে বলে ছেলেকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে নিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু এখানে এনে আরও বিপাকে পড়েছি।'

পদ্মে মণ্ডল সভাপতি নির্বাচনে না দিল্লির

কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি : সাংগঠনিক নির্বাচনের শুরুতেই বড় ধাক্কা বিজেপিতে। মণ্ডল সভাপতি বাছাই স্থগিত হয়ে গেল পশ্চিমবঙ্গে। ফেব্রুয়ারি মাসের ৭-৮ তারিখের মধ্যে বুথ স্তরের কমিটি তৈরি করে মণ্ডল সভাপতিদের তালিকা প্রকাশ করার ঘোষিত কর্মসূচি ছিল। কিন্তু বুধবার রাতে দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব আপাতত সেই প্রক্রিয়ায় দাঁড়ি টেনে দিয়েছে। বিজেপি সূত্রে খবর, এই সিদ্ধান্তটি অনির্দিষ্টকালের জন্য। এতে বাংলায় বিজেপির গোটা সাংগঠনিক নির্বাচনটাই থমকে গেল।

মণ্ডল সভাপতি বাছাই আটকে দিয়ে ওই সংক্রান্ত সমস্ত নথি দিল্লিতে পাঠাতে নির্দেশ পাঠিয়েছে সর্বভারতীয় নেতৃত্ব। ওই সূত্রের খবর, সাংগঠনিক পরিকাঠামোর একেবারের নীচের দিকে এই মণ্ডল সভাপতি নির্বাচনকে ঘিরেই দলের অভ্যন্তরে স্বজনপোষণ ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। যার আভাস সল্টলেকে কিছুদিন আগে দলীয় বৈঠকে রাজ্যের পর্যবেক্ষক সুনীল বনসলের মন্তব্যে ছিল।

তিনি জানিয়েছিলেন, কোনও কোনও জেলার সভাপতি নিজের পদ বজায় রাখতে মণ্ডল কমিটি পছন্দের লোকেদের দিয়ে তৈরি করতে চাইছেন। সাংগঠনিক নির্বাচনের নিয়ম অনেকে মানছেন না বলে সুনীল সেদিন কাউকে কাউকে ধমকও দিয়েছিলেন। বিজেপির অভ্যন্তরীণ সূত্রে জানা গিয়েছে, তারপরেও একইরকম পক্ষপাত চলছে বলে খবর পেয়ে এই কড়া পদক্ষেপ করল কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। সাংগঠনিক নির্বাচন আটকে গেলে রাজ্য সভাপতি পদে অ্যাড হক নিয়োগের বার্তা দেওয়া হয়েছে। আগামী ১৮ ফেব্রুয়ারি অ্যাড হক সভাপতির নাম ঘোষণা হতে পারে। ওই পদে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পছন্দের নেতাই মণ্ডল সভাপতি নির্বাচনের প্রক্রিয়ায় বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ। তাঁর রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এই পদক্ষেপ করেছে। অ্যাড হক সভাপতিকে সংগঠন সাজানোর দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে। দলের কেউ মন্তব্য না করলেও মুর্শিদাবাদে ভারত সেবাশ্রম সংঘের বিজেপি-ঘনিষ্ঠ সন্ন্যাসী কার্তিক মহারাজের 'আমরা দিল্লির ভূমিকায় সন্তুষ্ট নই' মন্তব্যটি তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বুধবার ওই মন্তব্য করেছেন।

পেটের দায়ে ভিনরাজ্যে

আলিপুরদুয়ার, ৫ ফেব্রুয়ারি : ১৭ ডিসেম্বর থেকে বক্সা-জয়ন্তীর রিসর্ট ও হোমস্টেগুলিতে রাত্রিবাস বন্ধ। প্রায় বন্ধ পর্যটকদের আনাগোনাও। তাই সেখানকার পর্যটনশিল্পের সঙ্গে জড়িতদের মাথায় হাত। পর্যটন ব্যবসায়ীরা যেমন লোকসানের অঙ্ক গুনছেন, তখনই বিভিন্ন রিসর্ট বা হোমস্টেগুলোতে নানা কাজে যুক্ত তরুণরা রাজাভাতখাওয়া, জয়ন্তী ছেড়ে ভিনরাজ্যে পাড়ি দিচ্ছেন কাজের খোঁজে।

যেমন জয়ন্তীর কালু গুরুং ও সুরজ ঝা আপাতত কাজের সন্ধানে জয়ন্তী ছেড়ে দিল্লি পাড়ি দিয়েছেন। আবার শ্রীনাথ রায়, শিবনাথ রায়রা চলে গিয়েছেন ইন্দোরে। পর্যটনশিল্পে মুখ থুবড়ে পড়ায় প্রদীপ দে নামে এক তরুণ কয়েকদিন আগে সিকিমে চলে গিয়েছেন। এই কালু, শিবনাথ, প্রদীপরা প্রত্যেকেই জয়ন্তীর বিভিন্ন হোমস্টের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ভরা পর্যটনের মরশুমে কাজ হারিয়ে শুধু কালু বা সুরজ নয়, আরও অনেক তরুণ ভিনরাজ্যে চলে গিয়েছেন।

বক্সা টাইগার রিজার্ভের জয়ন্তী, লেপচাখা, রাজাভাতখাওয়া, বক্সা ফোর্ট রায়মাটাং, ২৮ বস্তি সহ বিভিন্ন পর্যটনকেন্দ্রগুলোতে প্রায় ১৫০টি হোমস্টে রয়েছে। হাইকোর্টে একটি মামলার জেরে গত দেড় মাস ধরে সেখানে পর্যটকদের রাত্রিযাপন বন্ধ রয়েছে। ফলে বিপাকে পড়েছেন হোমস্টের মালিকদের পাশাপাশি কর্মীরাও। কালুদের মতো তরুণরা কেউ এসব জায়গায় রান্নার কাজ করতেন, আবার কেউ রুম সার্ভিসের কাজে যুক্ত ছিলেন। পর্যটক আসছেন না বলে প্রায় সকলেই কাজ হারিয়েছেন। কবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে, তা কেউ নির্দিষ্ট করে বলতে পারছেন না। পরিস্থিতি আদৌ পালটাবে কি না, তা নিয়েও সংশয়ে রয়েছে পর্যটন ব্যবসায়ী মহল। আলিপুরদুয়ার ডিস্ট্রিক্ট ট্যুরিজম অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক মানব বক্সী বলেন, 'রিসর্ট, হোমস্টেগুলো টানা বন্ধ থাকায় কর্মীরা চলে যাচ্ছেন। আমরাও তো কর্মীদের বেতন দিতে পারছি না।'

দুর্ঘটনায় হত তিন পরীক্ষার্থী

কিশনগঞ্জ, ৫ ফেব্রুয়ারি : পরীক্ষা দিতে যাচ্ছিল তিন কিশোর। অনেক স্বপ্ন ছিল বুকে। কিন্তু এক লহমায় সব স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। পথ দুর্ঘটনা কেড়ে নিল তিনটি তরতাজা প্রাণ। বুধবার ভোরে বাসস্ট্যান্ডের সামনের রাস্তায় বাইক দুর্ঘটনাটি ঘটে। কাটিহার জেলার বলরামপুর থেকে কিশনগঞ্জ জেলা সদরে বাইকে চেপে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিতে আসছিল ওই তিনজন।

স্থানীয় সূত্রের খবর, বাইকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রথমে রাস্তার পাশে ডিভাইডারে ধাক্কা মারে। গতি এতটাই বেশি ছিল যে, তারপর একটি ট্রাকের পিছনে গিয়েও ধাক্কা মারে বাইকটি। তিনজনই অনেকটা দূরে ছিটকে পড়ে। স্থানীয়রা পুলিশে খবর দেন। পুলিশ এসে তিনজনকে সদর হাসপাতালে পাঠায়। চিকিৎসক সকলকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

মৃত তিন পরীক্ষার্থী আদিত্য নারায়ণ, সুজল কুমার এবং বিট্টু বসাক। মৃতদের পরিবারকে দুর্ঘটনার খবর দেয় পুলিশ। পরিবারের সদস্যরা হাসপাতালে পৌঁছান। কান্নায় ভেঙে পড়েন আদিত্যর মা সুনীতাদেবী। বাকিদের অভিভাবকরাও কথা বলার মতো অবস্থায় ছিলেন না। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক গৌতম কুমার জানিয়েছেন, তিনটি মৃতদেহের ময়নাতদন্ত শুরু হয়েছে। বাইকটি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

ঘটনায় প্রশ্ন উঠেছে, কিশোরদের লাইসেন্স থাকার কথা নয়। তা সত্ত্বেও তারা এতটা রাস্তা বাইকে চেপে গেল কীভাবে? পুলিশের নজরদারিতে ঘাটতি থাকছে কি? এও প্রশ্ন উঠছে, দ্রুতগতিতে যান চলাচল রোধে এতবার সচেতন করা সত্ত্বেও সাধারণের কি আদৌ হুঁশ ফিরছে? জবাব আপতত নেই।

সিডেটিভ ড্রাগস, গাঁজা উদ্ধার

কিশনগঞ্জ, ৫ ফেব্রুয়ারি : বিহারের সুপোলের নেপাল সীমান্তের ভীমনগর থানার ঠুটি গ্রামে এসএসবি-র ৫৬ নম্বর ব্যাটালিয়ন ও ঘূর্ণা থানার যৌথ অভিযানে বুধবার সকালে ৪০ লাখ টাকার সিডেটিভ ড্রাগ, গাঁজা উদ্ধার করেছে। ঘটনায় এক মহিলাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, ওই গ্রামের রমেশ মেহেতার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ৩৪৯৮ বোতল কাফ সিরাপ, ৯৪৫৮টি সিডেটিভ ট্যাবলেট, ৩৯৯টি সিরিঞ্জ, প্রচুর পরিমাণে ইনজেকশনের অ্যাম্পিউল ও ৯০০ গ্রাম গাঁজা বাজেয়াপ্ত করা হয়। অভিযানের আগেই সঙ্গীদের নিয়ে রমেশ পালিয়ে যায়। কিন্তু তার স্ত্রী অনীতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ওই ব্যাটালিয়নের কমান্ডিং অফিসার সুরেন্দ্র বিক্রম এ খবর জানান। তিনি জানান, সীমান্ত এলাকায় এসএসবি লাগাতার মাদক বিরোধী অভিযান চালাবে। তাদের কাছে খবর ছিল, ওই বাড়ি থেকে নেপাল ও সীমান্তবর্তী এলাকায় মাদক পাচার হচ্ছে।

ওয়াইসির ছবি বিকৃতি, নালিশ

কিশনগঞ্জ, ৫ ফেব্রুয়ারি : এআইএমআইএম (মিম) সুপ্রিমো আসাদউদ্দিন ওয়াইসির ছবি বিকৃত করার অভিযোগ উঠল। সেই ছবি এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। বুধবার কিশনগঞ্জের মিম নেতারা সদর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। মিমের রাজ্য সচিব মহম্মদ ইসতিয়াক আহমেদ বলেন, 'ওই ছবি অত্যন্ত আপত্তিকর। সেটা ভাইরাল করেছেন একজন রাজ্য সরকারি কর্মী প্রকাশ সিনহা।' সদর থানার আইসি অভিষেক রঞ্জন জানিয়েছেন, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

ভস্মীভূত ৬ ঘর

কিশনগঞ্জ, ৫ ফেব্রুয়ারি : গভীর রাতে ছয়টি ঘর ভস্মীভূত হয়ে গেল। কোচাধামন থানার বোয়ালদহ গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। একটি ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির মালিক মহম্মদ হান্নান শাহ জানান, কীভাবে আগুন লেগেছে তা তাঁরা বুঝতে পারছেন না। মহকুমা শাসক লতিফুর রহমান আইন অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন।

বামেদের জমি দখলের লক্ষ্য আরএসএসের

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি : রাজ্যে সংঘশক্তি বাড়িয়ে বিজেপিকে সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী করতে বাম সংগঠনের রাজনৈতিক জমি দখলই লক্ষ্য আরএসএস-এর। এই লক্ষ্যেই এবার বর্ধমানে আরএসএস-এর নতুন কার্যালয়ের উদ্বোধন ও প্রকাশ্য সমাবেশ করবেন আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত।

রাজ্যে ১০ দিনের সফরে বৃহস্পতিবার রাতে কলকাতায় পৌঁছোবেন ভাগবত। ৭ থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কলকাতার দক্ষিণবঙ্গ ও পূর্বাঞ্চলের কেন্দ্রীয় দপ্তর কেশব ভবনে থাকবেন তিনি। সেই সময় বিশিষ্টজনদের সঙ্গে সাক্ষাতে আরজি কর-এর নির্যাতিতার বাবা-মায়ের সঙ্গেও দেখা করার সম্ভবনাও উড়িয়ে দেয়নি আরএসএস। এরপর, মোহনজি ১৩ থেকে ১৬ ফেব্রুয়ারি থাকবেন বর্ধমানে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে বৃহস্পতিবার বামশাসিত কেরল থেকে বাংলায় আসছেন ভাগবত। '২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যে আরএসএস-এর শীর্ষনেতার এই দীর্ঘতম সফর যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করে রাজনৈতিক মহল। ২ বছর আগে ২০২৩-এর ২৩ জানুয়ারি নেতাজির জন্মদিনে কলকাতার শহিদ মিনারে প্রকাশ্য সমাবেশ করেছিলেন মোহন ভাগবত। তখন সামনে ছিল ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচন। এবার '২৬-এর নির্বাচনের আগে আরএসএস-এর পাখির চোখ এককালের সিপিএমের বামদুর্গ বলে পরিচিত বর্ধমান। রাজ্যে আরএসএস-এর সংগঠন ৩টি খণ্ডে বিভক্ত। উত্তরবঙ্গ, মধ্যবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গ। সাংগঠনিক শক্তি ও বয়সের বিচারে মধ্যবঙ্গ এখনও কিছুটা দুর্বল ও নবীন হলেও সংগঠন বিস্তারের নিরিখে সবচেয়ে সম্ভাবনাময়। রামধ্যবঙ্গের জেলাগুলির মধ্যে রয়েছে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম, বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদ। কেন এই জেলাগুলি রাজ্যে আরএসএস-এর বিস্তারের জন্য অনুকূল? সংঘের একটি সূত্রের দাবি, সামাজিক পরিবর্তনের লক্ষ্যে আরএসএস-এর পঞ্চ পরিবর্তন হল স্ব-আধার, সামাজিক সমরসতা, কুটুম্ব প্রবোধন, পর্যাবরণ ও নাগরিক কর্তব্য। এর মধ্যে মূল হল সামাজিক সমরসতা। অর্থাৎ জাতপাতহীন হিন্দু সমাজ গড়া। '২৬-এর বিধানসভা ভোটে বিজেপির হাতিয়ার মেরুকরণ। সেই লক্ষ্যে সফল হতে তপশিলি জাতি, উপজাতি সহ সমগ্র হিন্দু সমাজকে বিজেপির ছাতার তলায় আনতে হবে। সেই লক্ষ্যে রাজনৈতিকভাবে মাঠে নেমে পড়েছেন রাজ্য বিজেপির হিন্দুত্বের পোস্টার বয় শুভেন্দু অধিকারী। কিন্তু অন্তরায় সংগঠন। আরএসএস মনে করে, জল, জঙ্গলের মতো প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকারের দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য মধ্যবঙ্গের বাঁকুড়া, বীরভূম ও পুরুলিয়ার মতো জেলাগুলিতে সেই সম্ভাবনা যথেষ্ট। সংঘের তরফে জিষ্ণু বসু বলেন, 'সংঘের নিয়মানুযায়ী সংঘের দু'জন উচ্চ শীর্ষ পদাধিকারী সরসংঘচালক এবং সরকার্যবাহ দেশের ৪৬টি প্রদেশে বছরে ২ বার প্রবাস করেন। ২ বছর আগে দক্ষিণবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের প্রবাসে এসে শহিদ মিনারে 'নেতাজি লহ প্রণাম'-এর প্রকাশ্য সভায় উপস্থিত ছিলেন। এবার তিনি দক্ষিণ ও মধ্যবঙ্গের প্রবাসে এসে বর্ধমানে সভা করবেন। একবছর আগে সংঘের অখিল ভারতীয় সভায় স্থির হয়েছে।'

> সামাজিক পরিবর্তনের লক্ষ্যে সংঘের সর্বভারতীয় বৈঠকে নেওয়া 'পঞ্চ পরিবর্তন'-এর লক্ষ্য সফল করার জন্য এই রাজ্যের মধ্যবঙ্গেই সবচেয়ে অনুকূল পরিস্থিতি রয়েছে। সরসংঘচালকের থেকে মার্গদর্শন নিয়ে সেই সুযোগকে আমরা কাজে লাগাতে চাই।
>
> **শচীন সিংহ**
> আরএসএসের কর্মকর্তা

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ড্রেস রিহার্সাল

নাগপুর, ৫ ফেব্রুয়ারি : শিয়রে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি।

হাতে সপ্তাহ দুয়েক। ২০ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ ম্যাচ দিয়ে অভিযান শুরু মেন ইন ব্লু-র। দুবাইগামী বিমানে ওঠার আগে শেষবেলার প্রস্তুতিতে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজে নামছে রোহিত শর্মার ভারত। আরও এক আইসিসি ট্রফির লক্ষ্যে নাগপুরে আগামীকাল শুরু তিন ম্যাচের দ্বৈরথ ভারতের কাছে একঝাঁক উত্তর খুঁজে নেওয়ার মঞ্চ।

টি২০ সিরিজে জস বাটলারদের গুঁড়িয়ে দিয়েছে ভারত। যদিও কুড়ি-কুড়ি দ্বৈরথ দিয়ে আসন্ন ওডিআই টক্করকে মাপতে যাওয়া ভুল। ফর্ম্যাট আলাদা। দলেও বিস্তর রদবদল। থাকছে শেষ ওডিআই সিরিজে শ্রীলঙ্কার কাছে হারের টাটকা স্মৃতিও। সবকিছু ছাপিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ড্রেস রিহার্সাল। থাকছে দুবাইয়ে মেগা আসরে নামার আগে যাবতীয় পরীক্ষানিরীক্ষা সেরে নেওয়ার চ্যালেঞ্জ।

কমলালেবুর শহরে গত কয়েকদিন ধরে ঘাম ঝরাচ্ছে ভারতীয় দল। আলোচনার কেন্দ্রে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা। ২০২৩ ওডিআই বিশ্বকাপে দুই সিনিয়ারের কাঁধে চড়ে ভারতীয় ব্যাটিং ছড়ি ঘুরিয়েছিল। যদিও দুজনের ব্যাটেই বর্তমানে রানের খরা। চাপ সরিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে বদ্ধপরিকর বিরাটরা। অন্যথা হলে বিপাকে পড়বে ভারতের মিশন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি।

নাগপুর (৬ ফেব্রুয়ারি), কটক (৯ ফেব্রুয়ারি) ও আহমেদাবাদ (১২ ফেব্রুয়ারি)- সিরিজের তিন ম্যাচই দুই মহাতারকার জন্যই অ্যাসিড টেস্ট। থাকছে রোহিতের নেতৃত্ব নিয়ে টানাটানি ঘিরে জল্পনা-বিতর্ক। সাংবাদিক সম্মেলনে বিতর্ককে উড়িয়ে দিলেও টানা ব্যর্থতায় কোণঠাসা হিটম্যানের রূঢ় বাস্তবটা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না। ৬ বছর পর নাগপুরে ওডিআই ম্যাচের আসর। শেষবার ২০১৯ সালে অস্ট্রেলিয়া-বধে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিল বিরাটের ১১৬ রানের ইনিংস। আগামীকাল তেমনই ইনিংসের খোঁজে ভারতীয় 'রান মেশিন'। বড় রানের অপেক্ষায় অধিনায়ক রোহিতও। আলোচনায় ওডিআই অভিষেক না হওয়া যশস্বী জয়সওয়াল ও বরুণ চক্রবর্তীও।

টি২০-তে স্বপ্নের ফর্মের সুবাদে রাতারাতি ওডিআই দলে বরুণ। নেপথ্যে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ভাবনা। টপ অর্ডারে যশস্বীর আগ্রাসী ব্যাটিংয়েও অবজ্ঞা করা মুশকিল। তবে ওডিআই অভিষেকের জন্য যশস্বীর অপেক্ষা দীর্ঘ হবে। রোহিত-শুভমান গিল ওপেনিং জুটির পর বিরাট, শ্রেয়স আইয়ার, লোকেশ রাহুলরা গুরুত্ব পাচ্ছে। এমনকি ঋষভ পন্থকে বিশ্রাম দিয়ে লোকেশকে উইকেটকিপার-ব্যাটারের দ্বৈত ভূমিকাতেও দেখা যেতে পারে। শেষবেলার প্র্যাকটিসে সেরকম ইঙ্গিত। লোকেশ বেশিরভাগ সময় কাটালেন উইকেটকিপিংয়ে শান দিতে, ঋষভ ব্যস্ত নেটে ব্যাট হাতে।

বরুণের অন্তর্ভুক্তিকে স্পিন কম্বিনেশন বদলের হাতছানি। রবীন্দ্র জাদেজা, কুলদীপ যাদব, ওয়াশিংটন সুন্দর, অক্ষর প্যাটেলরাও রয়েছে। ইংল্যান্ডের স্পিন-ভীতি কাজে লাগাতে বাড়তি স্পিনারের ভাবনা। দুবাইয়েও স্পিন 'হাতিয়ার' হতে চলেছে। ফলে সতর্কভাবে পা ফেলতে হবে গম্ভীরদের।

ইংল্যান্ড অবশ্য প্রথামাফিক ম্যাচের আগের দিন একাদশ ঘোষণা করে দিয়েছে। মূলত টি২০ সিরিজের দলই ধরে রেখেছে। উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন বলতে জো রুটের অন্তর্ভুক্তি। ভারতের স্পিন-হুংকারে ব্রেক লাগাতে ১৪ মাস পর ওডিআইয়ে ফেরা রুটের দিকে তাকিয়ে থ্রি লায়ন্স। দক্ষিণ আফ্রিকার এসএ টি২০ লিগে ভালো ছন্দে ছিলেন রুট। ৫৫ গড়ে ২৭৯ রান করেন।

রুটও মুখিয়ে নাগপুরে নামার জন্য। বলেছেন, 'টেস্ট টিমে বাজের (ম্যাককুলাম) সঙ্গে কাজ করেছি। এবার ওডিআই সিরিজ। ওডিআই দলে ফিরতে পেরে আমি উত্তেজিত। দলের সবচেয়ে সিনিয়ার ব্যাটার হিসেবে দায়িত্বটা সামলাতে চাই।' বেন ডাকেট-ফিল সল্টের পর ৩ নম্বরে নামবেন রুট, এদিন পরিষ্কার করে দেন অধিনায়ক বাটলার।

রুট, ফিল সল্ট, বেন ডাকেটদের পাশাপাশি স্বয়ং বাটলার ভারতীয় বোলিংয়ের জন্য বড় কাঁটা। চোখ মহম্মদ সামির দিকে। জসপ্রীত বুমরাহকে নিয়ে সংশয় বাড়ছে। ফলে পেস-ব্রিগেডের নেতৃত্ব দিতে সামির অভিজ্ঞতা দলের হাতিয়ার। টি২০ সিরিজে প্রত্যাবর্তন ঘটলেও ২০২৩ বিশ্বকাপ ফাইনালের পর প্রথম ওডিআই সিরিজে নামতে চলেছেন সামি। প্রশ্ন হারানো ছন্দ ফিরে পাবেন তো সামি?

অপরদিকে, জোফ্রা আর্চার, সাকিব আহমেদ, আদিল রশিদরা মরিয়া অভিষেক শর্মার আতঙ্ক ঝেড়ে নতুনভাবে ঝাঁপাতে। ২০২৩ বিশ্বকাপে শেষ ওডিআই সাক্ষাতে ইংল্যান্ডকে ১০০ রানে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল ভারত। প্রাক সাংবাদিক সম্মেলনে বাটলার জানান, বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়া, ভারত যে আগ্রাসী ক্রিকেট খেলেছিল, চলতি সিরিজে সেই পথই অনুসরণ করতে চান।

ঘুরেফিরে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ড্রেস রিহার্সাল, অনেক হিসেবনিকেশ মেলানোর পালা। সমাধান সূত্র আদৌ মেলে, নাকি আরও ঘেঁটে ঘ হয়, সেটাই দেখার।

মুখোমুখি

ম্যাচ ১০৭ | ভারত ৫৮ | ইংল্যান্ড ৪৪
টাই ২ | নো রেজাল্ট ৩

শেষ পাঁচে

ভারত ৪ | ইংল্যান্ড ১

নেটে ঝড় তুলছেন বিরাট কোহলি। বুধবার নাগপুরে পিটিআইয়ের তোলা ছবি।

ভারত বনাম ইংল্যান্ড
আজ প্রথম ওডিআই

সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট
স্থান : নাগপুর
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও হটস্টারে

কখনও অস্বস্তি, কখনও বিরক্তি রোহিতের

'ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলতে আসিনি'

নাগপুর, ৫ ফেব্রুয়ারি : তাঁকে নিয়ে জল্পনার শেষ নেই। কবে ফর্মে ফিরবেন তিনি? আর কতদিন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট আঙিনায় দেখা যাবে রোহিত শর্মাকে? ভারত অধিনায়ককে নিয়ে জল্পনা অব্যাহত ভারতীয় ক্রিকেট সংসারে। তার মধ্যেই আজ এক সর্বভারতীয় দৈনিকে দাবি করা হয়েছে, জাতীয় নির্বাচকরা রোহিতের কাছে জানতে চেয়েছেন তাঁর কেরিয়ারের ভবিষ্যৎ। সত্যিই কি তাই? আগামীকাল নাগপুরে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজের প্রথম ম্যাচ। তার আগে আজ বিকেলে নাগপুরের জামথার ভিসিএ ক্রিকেট মাঠে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলন শুরুর আগে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়েছিলেন হিটম্যান। সেখানে তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্নের সামনে রোহিতকে কখনও অস্বস্তিতে আবার কখনও বা প্রবল বিরক্তি প্রকাশ করতে দেখা গিয়েছে। নীরবতা ভেঙে ভারত অধিনায়ক আজ বলেছেন, 'সাংবাদিক সম্মেলনে আমি আমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে কথা বলব, কীভাবে এমনটা সম্ভব? এই ব্যাপারে কথা বলার আদর্শ মঞ্চই নয় এটা।'

ভারত অধিনায়ক তথা টিম ইন্ডিয়ার একজন সদস্য হিসেবে রোহিতের প্রাথমিক ভাবনায় আপাতত রয়েছে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হতে চলা তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজ। ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ব্যাপারেও গুরুত্ব দিয়ে ভাবছেন ভারত অধিনায়ক। রোহিতের কথায়, 'সংবাদমাধ্যমে কোথায় কী প্রকাশিত হচ্ছে, সেটা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। অতীতেও এমন হয়েছে। আপাতত ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজ ও চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দিকেই মূল ফোকাস আমার। পরবর্তী সময়ে যা হবে, তখন সেটা দেখা যাবে।' আগামীদিনে রোহিতের অবসর সিদ্ধান্ত কোন পথে যাবে, সময় তার জবাব দেবে। আপাতত ভারত অধিনায়ক আজ সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে যেভাবে অস্বস্তিতে পড়ার পাশে বিরক্তি দেখিয়েছেন, নিশ্চিতভাবেই সেটা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। তাছাড়া তাঁর ব্যাটে রানের খরা নিয়েও তাঁর মনের মধ্যে যে অস্বস্তি চলছে, তাও আজ স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে রোহিতের ব্যাটে তিন ম্যাচের পাঁচ ইনিংসে মাত্র ৩১ রান যার বড় প্রমাণ। হিটম্যান একা নন, বিরাট কোহলিও একেবারেই ছন্দে নেই। রোহিতের মতো তিনিও রানের সন্ধানে, প্রবল চাপেও রয়েছেন। এমন অবস্থায় রোহিত-বিরাটের ক্রিকেটীয় ভবিষ্যৎ কোন পথে যায়, তা নিয়ে আগ্রহ ক্রমশ বাড়ছে।

২০২৩ সালের একদিনের বিশ্বকাপ ফাইনালের পর থেকে টিম ইন্ডিয়া খুব বেশি ওয়ান ডে ম্যাচ খেলেনি। কোচ গৌতম গম্ভীরের জমানাতেও ভারতীয় দল বেশি একদিনের ম্যাচ খেলেনি। তাছাড়া আগামীকাল ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে শুরু হতে চলা সিরিজের মধ্যে দিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির বাজনাও বেজে যাবে। এমন অবস্থায় ভারত অধিনায়ক রোহিত তাঁর সতীর্থদের নয়া শুরুর ডাক দিয়েছেন আজ। বলেছেন, 'আহমেদাবাদে সেই একদিনের বিশ্বকাপ ফাইনালের পর প্রায় দেড় বছর পার হয়ে গিয়েছে। অতীত নিয়ে আর বেশি না ভেবে আমাদের সামনে তাকাতে হবে। নতুনভাবে শুরু করতে হবে আগামীর লক্ষ্যে।'

আগামীকাল থেকে শুরু হতে চলা সিরিজ ও আসন্ন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে লোকেশ রাহুল ও ঋষভ পন্থের মধ্যে প্রথম পছন্দের উইকেটকিপার-ব্যাটার কে হবেন, তা নিয়েও ধোঁয়াশা বজায় রাখলেন হিটম্যান। বলেছেন, 'গত দেড় বছরে চোটের জন্য ঋষভ দলের বাইরে ছিল। সেই সময়টা লোকেশ উইকেটকিপারের ভূমিকা দুর্দান্ত পালন করেছে। ঋষভেরও দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন নেই। ফলে সবদিক ভেবেই আমরা সিদ্ধান্ত নেব। তবে স্কোয়াডে দুজন উইকেটকিপার-ব্যাটারের উপস্থিতি দলের জন্য ভালো মাথাব্যথা।'

একদিনের বিশ্বকাপের আসরে টানা দশ ম্যাচ জিতে ফাইনালে পৌঁছেছিল টিম ইন্ডিয়া। সবসময় সেই ছন্দ ধরে রাখা যে সহজ কাজ নয়, স্বীকার করে নিয়েছেন ভারত অধিনায়ক। পাশাপাশি চোটের কারণে আপাতত দলের বাইরে থাকা জসপ্রীত বুমরাহকে নিয়েও মুখ খুলেছেন রোহিত। ভারত অধিনায়ক বলেছেন, 'জসপ্রীত আমাদের দলের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। ওর স্ক্যানের রিপোর্টের অপেক্ষায় আমরা সকলেই রয়েছি। দেখা যাক কী হয়।' বরুণ চক্রবর্তীকেও যে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির স্কোয়াডে যুক্ত করার কথা ভাবছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট, সরাসরি না বললেও আজ হিটম্যানের কথায় এমন ইঙ্গিত মিলেছে।

> গত দেড় বছরে চোটের জন্য ঋষভ দলের বাইরে ছিল। সেই সময়টা লোকেশ উইকেটকিপারের ভূমিকা দুর্দান্ত পালন করেছে। ঋষভেরও দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন নেই। ফলে সবদিক ভেবেই আমরা সিদ্ধান্ত নেব। তবে স্কোয়াডে দুইজন উইকেটকিপার-ব্যাটারের উপস্থিতি দলের জন্য ভালো মাথাব্যথা।
>
> **রোহিত শর্মা**

পাক-বধে ফের 'অস্ত্র' হতে চান

নিজের নয়, দেশের জন্য খেলি : হার্দিক

নাগপুর, ৫ ফেব্রুয়ারি : চোট-আঘাত, বিতর্ক, ব্যর্থতা ঝেড়ে আবারও স্বমহিমায় হার্দিক পান্ডিয়া। আসন্ন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারতীয় দলের ভারসাম্যে হার্দিকের চলতি ফর্ম গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। দেশের জার্সিতে সেই প্রত্যাশা মেটাতে চান তারকা অলরাউন্ডার। সাফ কথা, নিজের জন্য নয়, তিনি খেলেন দেশকে সাফল্য এনে দিতে। সেই লক্ষ্য নিয়েই নামবেন।

২০ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু। ২৩ ফেব্রুয়ারির পাকিস্তান দ্বৈরথ, হার্দিকের চোখও যে যুদ্ধে। আইসিসি-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে হার্দিক বলেছেন, 'তুমি চাপ কীভাবে সামলাচ্ছ, সেটাই মূল কথা। আমি কখনও 'হার্দিক পান্ডিয়া'-র জন্য খেলিনি। খেলি ভারতের জন্য। ম্যাচের শেষ ২ বল হোক বা ৬০ বল, লক্ষ্য বল বুঝে খেলা এবং দলকে জয়ের পথে পৌঁছে দেওয়া। চাপ থাকবে। দেখা যাক চাপ কে নিতে পারে, আর চাপে কে বা কারা ভেঙে পড়ে।'

অনলাইনে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের টিকিট বিক্রি শুরুর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই হাউসফুল বোর্ড। সমর্থকদের পাশাপাশি অপেক্ষায় হার্দিকও। ভারত-পাক দ্বৈরথের আবেগ নিয়ে জানান, মাঠে পা রাখার পর যে পরিবেশ, সমর্থকদের উৎসাহ, উদ্দীপনা দেখেন তা অবিশ্বাস্য। ধাতস্থ হতে কিছুটা সময় লাগে। অন্যান্য ম্যাচের থেকে একেবারে আলাদা।

হার্দিক আরও বলেছেন, 'বেশ কিছু ম্যাচ খেলেছি আমি। কিন্তু ভারত-পাক ম্যাচের পরিবেশ সবসময় স্পেশাল। বছরের পর বছর ধরে যে দ্বৈরথের আকর্ষণ অটুট। বাইশ গজে প্রতিটি ইঞ্চির জন্য মরিয়া লড়াইয়ের সঙ্গে জড়িয়ে অনেক আবেগও।'

> বেশ কিছু ম্যাচ খেলেছি আমি। কিন্তু ভারত-পাক ম্যাচের পরিবেশ সবসময় স্পেশাল। বছরের পর বছর ধরে যে দ্বৈরথের আকর্ষণ অটুট। বাইশ গজে প্রতিটি ইঞ্চির জন্য মরিয়া লড়াইয়ের সঙ্গে জড়িয়ে অনেক আবেগও।
>
> **হার্দিক পান্ডিয়া**

মর্যাদার যে ম্যাচে গেমচেঞ্জার হতে চান। হার্দিকের মতে জসপ্রীত বুমরাহর মতো স্কিল তাঁর কাছে নেই। কিন্তু নিজের ক্ষমতাটুকু সম্পর্কে পুরোদস্তুর ওয়াকিবহাল। আর সেই দক্ষতাকে কীভাবে কাজে লাগাতে হয় জানেন। মূল অস্ত্র যে 'ব্যাক অফ লেংথ' ডেলিভারি, রাখঢাক না করেই জানিয়েও দিলেন। হার্দিকের মতে, ম্যাচ পরিস্থিতি, পরিবেশ বুঝে অস্ত্রের কার্যকর প্রয়োগ করাই মূল বিষয়। আত্মবিশ্বাসী ২৩ ফেব্রুয়ারির মহারণে ফের তা করে দেখাতে পারবেন।

সামনে পাকিস্তান মানে বরাবরই হার্দিকের পারফরমেন্স গ্রাফ উর্ধ্বমুখী। ২০১৭ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ফাইনালে পাকিস্তানের কাছে হারা ম্যাচ হোক বা ২০২২, ২০২৪ টি২০ বিশ্বকাপ। হার্দিক নজর কেড়েছেন। বিশেষত, ২০২২ সালের দ্বৈরথে বিরাট কোহলির সঙ্গে জয়ের অন্যতম কারিগর হার্দিক (৪০ রান ও ৩ উইকেট)।

আসন্ন পাক-দ্বৈরথের আগে অতীতে ডুব দিলেন। হার্দিক বলেছেন, 'আক্রমণাত্মক বোলিংয়ে বিশ্বাস করি। সবসময় উইকেট নিতে চাই। লক্ষ্য, মারার বল দেব না। মারলে ভালো বলে চালাও। যে স্ট্র্যাটেজি কাজে এসেছিল ২০২২ টি২০ বিশ্বকাপের পাক ম্যাচে। ফাঁদ পেতে উইকেট নিয়েছিলাম। জানতাম, ওরা আমাকে কোথায় মারতে পারে।' গুরুত্বপূর্ণ সময়ে শাদাব খান, হায়দার আলি, মহম্মদ নওয়াজকে আউট করে পাক-ইনিংসকে নাগালের মধ্যে আটকে রাখেন।

টিম ইন্ডিয়ার নতুন ওডিআই জার্সি গায়ে ফোটোশুটে হার্দিক পান্ডিয়া। বুধবার।

হেডকে 'ধাওয়া' অভিষেকের

দুবাই, ৫ ফেব্রুয়ারি : তুলনা চলছিল। প্রতিফলন আইসিসি র‍্যাংকিংয়েও। টি২০ ব্যাটিং ক্রমতালিকায় শীর্ষস্থান দখলের লক্ষ্যে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের সতীর্থ ট্রাভিস হেডকে ধাওয়া অভিষেক শর্মার। ওয়াংখেড়েতে ৫৪ বলে ১৩৫-এর বিস্ফোরক ইনিংসের পর আলোচনার কেন্দ্রে ভারতীয় ক্রিকেটের নয়া 'পোস্টার বয়'। স্বপ্নের যে ফর্মের হাত ধরে বর্তমানে ব্যাটিং র‍্যাংকিংয়ে সেকেন্ড বয়।

অস্ট্রেলিয়ার বিস্ফোরক ব্যাটার হেড শীর্ষস্থান দখলে রাখলেও ঘাড়ের ওপর নিঃশ্বাস ফেলছেন অভিষেক। গত আইসিসি ক্রমতালিকায় ৪০তম স্থানে ছিলেন। চমকে দেওয়া পারফরমেন্সের হাত ধরে ৩৮ ধাপ উন্নতি। যার সুবাদে হেডের ঠিক পিছনে দ্বিতীয় স্থানে অভিষেক (৮২৯ পয়েন্ট)। হেডের (৮৫৫) সঙ্গে মাত্র ২৬ রেটিং পয়েন্টের ব্যবধান।

হেডকে ধরার দৌড়ে রয়েছেন টিম ইন্ডিয়ার আরেক তরুণ তুর্কি তিলক ভার্মা। অভিষেকের উত্থানে এক

ধাপ পিছিয়ে তিনে রয়েছেন তিলক (৮০৩)। প্রথম দশে তৃতীয় ভারতীয় টি২০ দলের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। কয়েক সপ্তাহ আগে শীর্ষস্থানে থাকলেও গত কয়েক সিরিজে ফ্লপ শোয়ের ধাক্কায় পিছোতে পিছোতে পাঁচে সূর্য (৭৩৮)। টি২০ সিরিজে না থাকা যশস্বী জয়সওয়াল সেখানে দ্বাদশ স্থানে। ইংল্যান্ডের তারকা ওপেনার ফিল সল্ট চার নম্বরে।

ইংল্যান্ড সিরিজে সাফল্যের সুবাদে ব্যাটারদের তালিকায় ৩৮ ধাপ উন্নতি করেছেন শিবম দুবেও

শীর্ষের পথে বরুণও

(৫৮তম)। হার্দিক পান্ডিয়া রয়েছেন ৫১ নম্বরে। অলরাউন্ডার বিভাগে অবশ্য সবার আগে হার্দিক (২৫৫ পয়েন্ট)। মার্কাস স্টোয়িনিস (৩, ২০৯ পয়েন্ট), লিয়াম লিভিংস্টোনদের (৪, ২০৭ পয়েন্ট) অনেকটা পিছনে ফেলে শীর্ষে ভারতীয় তারকা। তারকাদের ভিড়ে দ্বিতীয় স্থানে উল্লেখযোগ্য নাম নেপালের দীপেন্দ্র সিং আরি (২৩১ পয়েন্ট)।

ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজে অভিষেকের মতো 'গেম চেঞ্জার' বরুণ চক্রবর্তী। ৫ ম্যাচে ১৪ উইকেট নিয়ে সিরিজ সেরাও। পুরস্কারস্বরূপ তিন ধাপ এগিয়ে ইংল্যান্ডের তারকা স্পিনার আদিল রশিদের সঙ্গে যৌথভাবে দ্বিতীয় স্থানে ভারতীয় দলের রহস্য স্পিনার। দুজনেরই সংগৃহীত পয়েন্ট ৭০৫। শীর্ষস্থানে থাকা ক্যারিবিয়ান স্পিনার আকিল হোসেনের থেকে মাত্র ২ রেটিং পয়েন্টের পার্থক্য।

সেরা দশে বরুণ চক্রবর্তীর দুই সতীর্থ রবি বিষ্ণোই (ষষ্ঠ) ও অর্শদীপ সিং (নবম) জায়গা করে নিয়েছেন। অর্শদীপ যেখানে ১ ধাপ পিছিয়েছেন, সেখানে ৪ ধাপ এগিয়েছেন লেগস্পিনার বিষ্ণোই। টি২০ ফর্ম্যাটে সর্বাধিক উইকেট প্রাপক রশিদ খান রয়েছেন অষ্টম স্থানে।

মুম্বই-হরিয়ানা রনজি ম্যাচ ইডেন গার্ডেন্সে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি : হওয়ার কথা ছিল হরিয়ানার রোহতকে। শেষপর্যন্ত সেই ম্যাচ হতে চলেছে কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে।

বাংলার রনজি ট্রফি অভিযান আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে। বাংলার গ্রুপ থেকেই রনজির কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছেছে হরিয়ানা। সেই হরিয়ানা এবার রনজি সেমিফাইনালের লক্ষ্যে মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলবে ইডেনে। শনিবার থেকে সেই ম্যাচ শুরু হচ্ছে। গতকাল রাতের দিকে হরিয়ানা থেকে ম্যাচ সরানোর সিদ্ধান্তের খবর ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের মাধ্যমে আসে সিএবি-তে। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শুরু হয়ে যায় রনজি কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ আয়োজনের প্রস্তুতি। মুম্বইয়ের হয়ে টিম ইন্ডিয়ার টি২০ অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব, অলরাউন্ডার শিবম দুবে থেকে শুরু করে আজিঙ্কা রাহানের মতো তারকারা আজ রাতেই কলকাতায় পৌঁছে গিয়েছেন।

আজ সন্ধ্যার দিকে ইডেনে সিএবি সভাপতি ও সচিব একাদশের মধ্যে একটি প্রদর্শনী ম্যাচ ছিল। সেই ম্যাচ শেষ হওয়ার পরই শুরু হচ্ছে রনজি কোয়ার্টার ফাইনালের জন্য মাঠ তৈরির চূড়ান্ত প্রস্তুতি। সন্ধ্যার দিকে সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় এই ব্যাপারে বলেছেন, 'ইডেনে রনজি কোয়ার্টার ফাইনালের ম্যাচ হতে চলেছে। সেই ম্যাচে দুর্দান্ত পিচ উপহার দেওয়ার জন্য আমরা তৈরি।'

> ইডেনে রনজি কোয়ার্টার ফাইনালের ম্যাচ হতে চলেছে। সেই ম্যাচে দুর্দান্ত পিচ উপহার দেওয়ার জন্য আমরা তৈরি।
>
> **স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়**

বুমরাহতেই 'আটকে' ভারতের ভাগ্য

নয়াদিল্লি, ৫ ফেব্রুয়ারি : জসপ্রীত বুমরাহর থাকা আর না-থাকার মধ্যে বিস্তর ব্যবধান। জসপ্রীত বুমরাহ থাকলে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে অন্যতম ফেভারিট ভারত। বুমরাহহীন ভারতের সম্ভাবনা মেরেকেটে ৩০-৩৫ শতাংশ। এমনই পূর্বাভাস রবি শাস্ত্রী ও রিকি পন্টিংয়ের।

বুমরাহর ফিটনেস নিয়ে 'ধোঁয়াশা' কাটেনি। আপাতত এনসিএ-তে রয়েছেন। ফিট সার্টিফিকেট নিয়ে আদৌ মেগা আসরে নামতে পারবেন কি না, জোর দিয়ে বলতে পারছেন না কেউই। আইসিসি-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে যে সংশয় রবি শাস্ত্রীর গলায়ও। সতর্ক করছেন, ১০০ ভাগ নিশ্চিত না হলে বুমরাহকে ফেরানো নিয়ে। যুক্তি, সামনে ব্যস্ত এবং গুরুত্বপূর্ণ একঝাঁক সিরিজ রয়েছে ভারতের। একটা টুর্নামেন্টের জন্য 'আনফিট' বুমরাহকে খেলানো বিশাল ঝুঁকি হবে।

শাস্ত্রী আরও বলেছেন, 'বুমরাহ যদি ফিট না হয়, তাহলে ভারতের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ের সম্ভাবনা আক্ষরিক অর্থে ৩০-৩৫ শতাংশ। পুরোদস্তুর ফিট বুমরাহ থাকা মানে ডেথের গুরুত্বপূর্ণ ওভারে দলের জন্য বিশাল নিশ্চয়তা। বুমরাহ আনফিট মানে সেই সুবিধা হাতছাড়া। যা তফাত গড়ে দেবে।' শাস্ত্রীর মতে, বুমরাহকে নিয়ে সমর্থক, দলের প্রত্যাশা ঊর্ধ্বমুখী। কিন্তু চোট কাটিয়ে সরাসরি আইসিসি টুর্নামেন্টে যদি নেমেও পড়ে, প্রত্যাশা মিটিয়ে আগুন ঝরানো সহজ নয়।

একসুর শাস্ত্রী-পন্টিংয়ের

বিশ্বজয়ী অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক রিকি পন্টিং সহমত হয়েছেন শাস্ত্রীর সঙ্গে। তাঁর মতে, গত অস্ট্রেলিয়া সফরে মহম্মদ সামির অনুপস্থিতিতে বাড়তি ওয়ার্কলোড নিতে হয়েছে। যার ফল পিঠের সমস্যা। সামি থাকলে চাপ কমত। সিরিজের প্রাক্কালে এই আশঙ্কাই করেছিলেন। সেদিক থেকে মহম্মদ সামির প্রত্যাবর্তন ভারতীয় দলের জন্য ইতিবাচক দিক। আসন্ন ইংল্যান্ড-ভারত ওডিআই সিরিজে ফর্ম, ফিটনেসের পাশাপাশি সামি কতটা প্রস্তুত, তা অনেকটা পরিষ্কার হবে।

সামির প্রত্যাবর্তনকে স্বাগত জানাচ্ছেন রবি শাস্ত্রীও। জানান, সামিকে তিনটি ম্যাচ খেলায় কি না, সেদিকে চোখ রাখবেন। ধারণা, প্রথম ও তৃতীয় ম্যাচে হয়তো খেলাবে ভারতীয় থিংকট্যাংক। আসন্ন সিরিজের পারফরমেন্সের ভিত্তিতে সামিকে নিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ভাবনা পরিষ্কার হবে বলে মনে করছেন। টি২০-তে চার ওভার বোলিং আর ওডিআইয়ে ১০ ওভার বোলিং আলাদা। প্রত্যাবর্তনে সামি এই চ্যালেঞ্জের জন্য কতটা প্রস্তুত সেটাই দেখার।

অপর এক সাক্ষাৎকারে জাহির খান ভারতীয় দলের অন্যতম চাবিকাঠি ধরছেন সামিকে। প্রাক্তন বাঁহাতি পেসার বলেছেন, 'ভারতীয় দলের সাফল্যে ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে আমার বিশ্বাস। বুমরাহর সঙ্গে অর্শদীপ সিং রয়েছে। নিঃসন্দেহে পেস বিভাগকে বেশ শক্তিশালী দেখাচ্ছে। আমি খুশি সামির প্রত্যাবর্তনে। কারণ, সামি ছন্দে থাকলে আইসিসি টুর্নামেন্টে রোহিত শর্মা অ্যান্ড কোংয়ের কাজ তুলনায় সহজ হয়ে যাবে। সাদা বলে অর্শদীপও অত্যন্ত সফল। পরিবেশ, পরিস্থিতিকে কীভাবে কাজে লাগাতে হয় জানে। টিম কম্বিনেশন শেষপর্যন্ত কী হয় চোখ রাখব।'

> বুমরাহ যদি ফিট না হয়, তাহলে ভারতের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ের সম্ভাবনা আক্ষরিক অর্থে ৩০-৩৫ শতাংশ। পুরোদস্তুর ফিট বুমরাহ থাকা মানে ডেথের গুরুত্বপূর্ণ ওভারে দলের জন্য বিশাল নিশ্চয়তা। বুমরাহ আনফিট মানে সেই সুবিধা হাতছাড়া। যা তফাত গড়ে দেবে।
>
> -রবি শাস্ত্রী

প্লে-অফ নিশ্চিত বাগানের

ঘরের মাঠে টানা ৯ জয়

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-৩
(ম্যাকলারেন-২ ও লিস্টন)
পাঞ্জাব এফসি-০

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি : জেমি ম্যাকলারেন কি এদেশের ফুটবলে মানিয়ে নিতে পারছেন না?

একদিন আগেই অজি তারকাকে নিয়ে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট হেড কোচের কাছে সন্দেহ প্রকাশ করেন এক সাংবাদিক। এদিন যেন তাঁর প্রশ্নেরই জবাব দিয়ে দিলেন ম্যাকলারেন। দর্শনীয় গোল করে নিস্তরঙ্গ ম্যাচের হিসাবই পালটে দিলেন এ লিগের সর্বকালের সর্বাধিক গোলদাতা। ম্যাচের শুরু থেকে আধিপত্য থাকলেও গোলের আগে পর্যন্ত একটা ছাড়া সুযোগ নেই মোহনবাগানের। সেই ম্যাচ থেকেই তিন পয়েন্ট তুলে নিয়ে লিগ-শিল্ডের আরও কাছে চলে গেল হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার দল।

আইএসএলে সর্বাধিক ৫০টি ক্লিনশিট রাখার জন্য বিশেষ জার্সি তুলে দেওয়া হল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট গোলরক্ষক বিশাল কেইথকে। বুধবার।

গোলের পর সতীর্থদের সঙ্গে উল্লাস জেমি ম্যাকলারেনের। ছবি : ডি মণ্ডল

৩৭ মিনিটের মাথায় সাহাল আব্দুল সামাদ চোট পেয়ে উঠে যাওয়ায় মোহনবাগানের মাঝমাঠ কমজোরি হয়ে যাবে বলে মনে হচ্ছিল। একটা বল নিয়ে এগোবার সময়ে হঠাৎই হাঁটুতে লেগে যাওয়াটা দুর্ভাগ্যজনক। তাঁর পরিবর্তে অভিষেক সূর্যবংশীকে নামিয়ে দেন মোলিনা। আসলে দ্বিতীয়ার্ধের জন্য অন্য পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন তিনি। প্রথম একাদশে মাত্র তিনজন বিদেশি থাকায় দিমিত্রিস পেত্রাতোস বা জেসন কামিংসের মধ্যে একজনকে নামালে বলার কিছু থাকত না। কিন্তু আত্মবিশ্বাসী মোলিনা ঝুঁকিটা নিলেন।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই নিজস্ব পরিকল্পনা কাজে লাগালেন। আশিস রাইকে তুলে আশিক কুরনিয়ানকে নামালে শুভাশিস বসু ভিতরে ঢুকে আসেন দীপেন্দুকে ডানদিকে দিয়ে। আর তাতেই দীপেন্দু বিশ্বাসের খেলায় ধার বেড়ে যায়। ডানদিকে তাঁর ক্রস ধরেই ৫৬ মিনিটে ম্যাকলারেনের গোল। অসাধারণ দক্ষতায় পা তুলে আকশির মতো নামিয়ে এনে ছোট্ট টার্নে গোলটা দেখার মতো। তিনি ৬০ মিনিটেই নিজের এবং দলের দ্বিতীয় গোলটা করে ফেলতে পারতেন। টাংরির তোলা বলটা ঠিক জায়গায় ওঁত পেতে থেকে পেয়েও গেছিলেন। দুই হাত দূর থেকে নেওয়া শট দুর্দান্ত সেভ করেন রবি কুমার। ৬৩ মিনিটে লিস্টন কোলাসোর বাঁদিক থেকে নেওয়া শট দ্বিতীয় পোস্টে লেগে গোলে ঢুকে যায়। ৯০ মিনিটে ম্যাকলারেনের করা তিন নম্বর গোলটা পাঞ্জাব এফসি-র হারের কফিনে শেষ পেরেক। আশিস প্রধান ব্যাক পাস করতে গেলে কামিংস ট্যাপ করে বলটা ধরে বাড়ান ম্যাকলারেনকে। ঘরের মাঠে টানা ৯ নম্বর জয় মোহনবাগানের।

মাত্র ১০ মিনিটে গ্রেগ স্টুয়ার্টের তিনকাঠির মধ্যে থাকা শট দুর্দান্ত দক্ষতায় রবি কোনওরকমে হাত লাগিয়ে তুলে দেন বারের উপর দিয়ে। শুরুরদিকে শুধু এই সুযোগটাই নয়, পাঞ্জাব অর্ধেই খেলা হল বেশিরভাগ সময়। আগের ম্যাচে প্লে-মেকারের দায়িত্বে থাকা জেসন কামিংসকে এদিন প্রথম একাদশে রাখেননি মোলিনা। তাঁর জায়গায় শুরু করেন স্টুয়ার্ট। বাকি দুই পরিবর্তন তাঁকে করতেই হত। টম অ্যালড্রেড ও আপুইয়ার পরিবর্তে আগের ম্যাচে না খেলা আলবার্তো রডরিগেজ ও দীপক টাংরি এদিন শুরু করেন। এদিন নিজের ৫১তম ক্লিনশিটটা রেখে যোগ্য সংগত করেন বিশাল কেইথ।

> মিলিত প্রচেষ্টা ও কঠোর পরিশ্রমের ফসল টানা নয় ম্যাচে জয়। শুধু ফুটবলাররাই নয়, এই দলটার সঙ্গে যুক্ত প্রতিটি মানুষ নিজেদের কাজ সঠিকভাবে করেছে বলেই আজ এই সাফল্য এসেছে।
>
> **হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা**

মঙ্গলবার পাঞ্জাব কোচ লুকা মাজসেনকে বেঞ্চে রেখে দল নামান। লুকা না থাকার জন্যই সম্ভবত পাঞ্জাব ফুটবলাররা এদিন টেকনিক্যালি সুবিধা না করতে পেরে গায়েগতরে খেলার চেষ্টা করতে থাকেন। বিরতির পর কিন্তু প্রথম সুযোগ তাদেরই। ৫৫ মিনিটে পেত্রোস গিয়াকোমাকিসের শট পোস্টে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসায় তাদের প্লে-অফে যাওয়াও প্রায় অনিশ্চিত হয়ে গেল।

এদিনের জয়ের পর মোহনবাগানের ২০ ম্যাচে হল ৪৬ পয়েন্ট। এদিন প্রথম দল হিসাবে প্লে-অফ নিশ্চিত করল মোহনবাগান।

মোহনবাগান : বিশাল, আশিস (আশিক), দীপেন্দু, আলবার্তো, শুভাশিস, মনবীর, সাহাল (অভিষেক), টাংরি, লিস্টন, স্টুয়ার্ট (কামিংস) ও ম্যাকলারেন।

বুধবার ছিল ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর ৪০তম জন্মদিন। বিশেষ দিনে পায়ের রিকভারি সেশনে সিআরসেভেন।

সিআরসেভেনের জন্মদিনে প্রশংসা আন্সেলোত্তির

নিজেকেই ‘শ্রেষ্ঠ’ আখ্যা রোনাল্ডোর

রিয়াধ, ৫ ফেব্রুয়ারি : ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো বরাবরই প্রচারের আলোয় থাকতে ভালোবাসেন। বুধবার চল্লিশে পা দিলেন পর্তুগিজ মহাতারকা। তার একদিন আগেই জোড়া গোল করে এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আল নাসেরকে জিতিয়েছেন। এদিন আবার বোমা ফাটালেন সিআরসেভেন। ফুটবলের ইতিহাসে নিজেকেই ‘সর্বশ্রেষ্ঠ’ বলে দাবি করলেন তিনি। স্প্যানিশ টিভি চ্যানেল লা সেক্সটাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে রোনাল্ডোর মন্তব্য, ‘ফুটবলের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ গোলস্কোরার আমিই। আমি বাঁ পায়ের ফুটবলার নই, তবুও বাঁ পায়ে সর্বোচ্চ গোলস্কোরারদের মধ্যে প্রথম দশে রয়েছি।’

ফুটবলে সর্বকালের সেরা কে তা নিয়ে আগেও বিতর্ক কম হয়নি। আর্জেন্টাইন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন লিওনেল মেসির প্রশংসা করলেও শেষ পর্যন্ত নিজেকেই এগিয়ে রেখেছেন রোনাল্ডো। এক্ষেত্রে আল নাসের স্ট্রাইকারের যুক্তি তিনি পরিপূর্ণ ফুটবলার। বাঁ পা, ডান পায়ের

> ভালো হেড করি। ফ্রি কিকও দুরন্ত। আমি যেমন শক্তিশালী তেমনই দ্রুত গতিতে দৌড়াই। আমার থেকে ভালো আর কাউকে দেখিনি। আর এটা আমি মন থেকেই বলছি।
>
> **ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো**

সঙ্গে সঙ্গে হেডে গোল করতেও তিনি সিদ্ধহস্ত। এছাড়া ফিটনেস তো বরাবরই তাঁর ইউএসপি। রোনাল্ডোর কথায়, ‘ভালো হেড করি। ফ্রি কিকও দুরন্ত। আমি যেমন শক্তিশালী তেমনই দ্রুত গতিতে দৌড়াই। আমার থেকে ভালো আর কাউকে দেখিনি। আর এটা আমি মন থেকেই বলছি।’

জন্মদিনে রোনাল্ডো সমর্থন পেয়েছেন রিয়াল মাদ্রিদ কোচ কার্লো আন্সেলোত্তির। প্রাক্তন শিষ্যকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়ে আন্সেলোত্তি বলেছেন, ‘এই প্রজন্মের ওপরে ক্রিশ্চিয়ানো নিজের ছাপ রেখে যাচ্ছে। আমার মতে ওই সেরা।’

সর্বোচ্চ ২১৭টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলে সর্বাধিক ১৩৫ গোলের রেকর্ড রোনাল্ডোর দখলে। সর্বোচ্চ পাঁচটি বিশ্বকাপেও গোল করে ফেলেছেন ইতিমধ্যেই। তবে মেসির প্রাক্তন সতীর্থ ও বর্তমানে ইন্টার মায়ামির কোচ জাভিয়ের মাসচেরানো রোনাল্ডোর সঙ্গে একমত হতে পারছেন না। তাঁর মন্তব্য, ‘ক্রিশ্চিয়ানোকে সম্মান করি। হয়তো এটা (রোনাল্ডো সর্বশ্রেষ্ঠ) ওর মতামত। তবে আমার মত সম্পূর্ণ আলাদা।’

জাতীয় গেমসে সোনা বীণার

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি : গত জাতীয় গেমসে রুপো জিতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল তাঁকে। সেই আক্ষেপ মেটালেন এবার। লন বলে মহিলাদের সিঙ্গলসে সোনা জিতেছেন বাংলার বীণা শাহ। কলকাতা নিবাসী এই লন বল খেলোয়াড়ের পরবর্তী লক্ষ্য কমনওয়েলত গেমস।

মঙ্গলবার সোনা জেতার পর সুদূর উত্তরাখণ্ড থেকে মুঠো ফোনে উত্তরবঙ্গ সংবাদকে বীণা বলছিলেন, ‘গতবার রুপো জিতেছিলাম। একটু আক্ষেপ ছিল। এবার অবশ্য ফাইনালে সোনা জেতার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী ছিলাম।’ পরবর্তী লক্ষ্য কমনওয়েলথ গেমস, সেটাও জানিয়ে দিয়েছেন বীণা। তিনি বলেছেন, ‘জাতীয় গেমসের পর আমার লক্ষ্য গ্লাসগো কমনওয়েলথ গেমসে দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করা। সেই লক্ষ্যে প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করব।’ রয়্যাল ক্যালকাটা গলফ ক্লাবের সদস্যা বীণা। সেখানকার অন্য সদস্যদের লন বল খেলতে দেখে খেলাটির প্রতি আগ্রহ জন্মায়। সেখান থেকে লন বল খেলা শুরু এই বাঙালি খেলোয়াড়ের। তারপর দুইবার জাতীয় গেমস থেকে পদক জিতেছেন তিনি। মঙ্গলবার বীণা ছাড়াও লন বলে পুরুষদের অনূর্ধ্ব ২৫ বিভাগে ব্রোঞ্জ জিতেছেন বাংলার দিব্যাং সাওয়ালকা। লন বলে মহিলাদের ‘ফোর’ বিভাগে বাংলা রুপো জিতেছে। পুরুষদের ‘ট্রিপল’ বিভাগে ব্রোঞ্জ পেয়েছে বাংলা।

ইস্টবেঙ্গলের নতুন স্ট্রাইকার রাফায়েল

বাকি মরশুমে নেই হিজাজি, জানাল ক্লাব

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি : সরকারিভাবে হিজাজি মাহেরকে বিদায় জানাল ইস্টবেঙ্গল। একইসঙ্গে তাঁর পরিবর্তে দলে আপাতত ডিফেন্ডার নয়, দলে যোগ দেওয়ার কথা একজন স্ট্রাইকারের।

এদিনও অনুশীলন করলেন না ক্লেইটন সিলভা। দলের সঙ্গে শুরুতে থাকলেও অনুশীলন শুরু হতে দ্রুত মাঠ ছাড়েন। তাঁর কুঁচকিতে চোট বলে শোনা যাচ্ছে। আগেই পিঠের ব্যথায় কাবু ছিলেন ক্লেইটন। কেরালা ব্লাস্টার্সের বিপক্ষে খেললেও মুম্বই সিটি এফসি-র বিপক্ষে মাঠেই নামতে পারেননি। তারপর এই কুঁচকির চোট নিশ্চিতভাবেই তাঁকে সমস্যায় ফেলেছে। এমনিতেই তাঁকে নিয়ে প্রশ্ন ছিল দলে। কিন্তু চুক্তির জন্যই ক্লেইটনকে ছাঁটাই করতে পারছে না ম্যানেজমেন্ট। তবে তিনি খেলতে পারুন বা নাই পারুন, ইতিমধ্যেই তাঁর পরিবর্ত বা এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের জন্য নতুন এক বিদেশি স্ট্রাইকার নিয়ে আসতে চলেছে ইস্টবেঙ্গল। সরকারি ঘোষণা না হলেও রাফায়েল মেসি বউলির সঙ্গে ক্লাবের চুক্তি হয়ে গিয়েছে বলেই খবর। চেন্নাইয়ান এফসি ম্যাচের আগেই তাঁর এসে পড়ার কথা। ক্যামেরুনজাত এই স্ট্রাইকারের এদেশে খেলার অভিজ্ঞতা আছে। ২০১৯-’২০ মরশুমে তিনি কেরালা ব্লাস্টার্সে খেলে গিয়েছেন। আপাতত খেলছিলেন চাইনিজ লিগের সিজাহুং গংফুতে। সেখানে ১৮ ম্যাচ খেলে ৯ গোল তাঁর। রাফায়েল মেসি আসার খবরের সঙ্গে সঙ্গেই সরকারিভাবে ক্লাবের তরফে এই মরশুমের মতো হিজাজি মাহেরের বিদায়ের খবর ঘোষণা করা হয়। তিনি যে চোটের কারণে বাকি মরশুমের জন্য ছিটকে গিয়েছেন, তা আগেই পরিষ্কার হয়ে যায়। তবে সরকারিভাবে এদিন এই খবর জানাল ক্লাব।

এদিকে, বল পায়ে মাঠে নেমে পড়লেন সাউল ক্রেসপো। তিনি নিজেই জানান, ‘মাঠে নামতে পেরে খুব ভালো লাগছে।’ তিনি ছাড়াও আনোয়ার আলিও এদিন ফিজিকাল ট্রেনারের কাছে ফিটনেস ট্রেনিং শুরু করে দিলেন।

এই ছবি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করে হিজাজি মাহেরকে সরকারিভাবে বিদায় জানাল ইস্টবেঙ্গল।

হিজাজির পরিবর্তে দলে এলেন রাফায়েল মেসি বউলি।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে হয়তো নেই কামিন্স

মেলবোর্ন, ৫ ফেব্রুয়ারি : চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য অস্ট্রেলিয়া দলে অনিশ্চিত অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। ইতিমধ্যেই মিচেল মার্শ চোটের কারণে ছিটকে গিয়েছেন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি থেকে। জোশ হ্যাজেলউডও ব্যস্ত চোট সারাতে। এমন পরিস্থিতিতে অধিনায়কের দলে না থাকা নিশ্চিতভাবেই ধাক্কা দেবে অজিদের।

বুধবার অজি কোচ অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ড বলেছেন, ‘কামিন্স কোনও ধরনের বোলিং শুরু করতে পারেনি এখনও। তাই ওকে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।’

নেতৃত্বের দৌড়ে হেড, স্মিথ

বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির পর হাঁটুর চোটে জন্য বিশ্রামে ছিলেন কামিন্স। আসেননি শ্রীলঙ্কা সফরেও। তাঁর অনুপস্থিতিতে প্রথম টেস্টে দলকে নেতৃত্ব দেন স্টিভেন স্মিথ। তবে অজি ম্যানেজমেন্ট আশায় ছিল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে চোট সারিয়ে ফিরে আসবেন কামিন্স। সেই মতো কামিন্সকে অধিনায়ক রেখেই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল ঘোষণা করে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া।

এদিন ম্যাকডোনাল্ড স্বীকার করেছেন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে অস্ট্রেলিয়া দলকে নেতৃত্ব দিতে পারেন ট্রাভিস হেড অথবা স্মিথ। কোচের কথায়, ‘কামিন্স না থাকলে আমাদের একজন অধিনায়ক দরকার হবে। সেই জায়গায় হেড এবং স্মিথের কথা ভাবা হচ্ছে।’

টি২০-তে সর্বাধিক উইকেট রশিদের

জোহানেসবার্গ, ৫ ফেব্রুয়ারি : টি২০ ক্রিকেটে নতুন নজির গড়লেন আফগান স্পিনার রশিদ খান। ক্যারিবিয়ান তারকা ডোয়েন ব্রাভোকে টপকে টি২০ ক্রিকেটের ইতিহাসে সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি তিনি। মঙ্গলবার এসএ টি২০ লিগে কেপটাউনের হয়ে পার্ল রয়্যালসের দুনিথ ওয়েল্লালাগেকে আউট করে এই নজির গড়েন। সব মিলিয়ে ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ, আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সব মিলিয়ে ৪৬১ ম্যাচ খেলে ৬৩৩টি উইকেট রয়েছে রশিদের ঝুলিতে। ব্রাভো ৬৩১টি উইকেট পেয়েছিলেন। তবে তিনি রশিদের থেকে ১২১টি ম্যাচ বেশি খেলেছিলেন।

টি২০-তে সর্বাধিক উইকেট শিকারিদের তালিকা
রশিদ খান (৬৩৩ উইকেট)
ডোয়েন ব্রাভো (৬৩১ উইকেট)
সুনীল নারায়ণ (৫৭৪ উইকেট)
ইমরান তাহির (৫৩১ উইকেট)
সাকিব আল হাসান (৪৯২ উইকেট)

রশিদের রেকর্ড গড়ার দিনে ৩৯ রানে জয় পেয়েছে কেপটাউন। এই জয়ের সুবাদে তারা কোয়ালিফায়ারে উঠে গিয়েছে। রেকর্ড গড়ে আপ্লুত রশিদ বলেছেন, ‘এটা একটা অনন্য অনুভূতি। আফগানিস্তানের কোনও খেলোয়াড়ের এমন কৃতিত্ব গড়াটা অবশ্যই গর্বের। ব্রাভো টি২০ ক্রিকেটের অন্যতম সেরা বোলার। ওর রেকর্ড ভাঙাটা অনেক সম্মানের। আমি আরও এগিয়ে যেতে চাই।’

সেটপিস থেকে গোল হজম, চিন্তায় মেহরাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি : চেন্নাইয়ান এফসি ম্যাচের আগে রক্ষণ চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের অন্তর্বর্তীকালীন কোচ মেহরাজউদ্দিন ওয়াডুর। নতুন বছরের শুরু বেশ আঁটোসাঁটো লাগছিল সাদা-কালো রক্ষণকে। তবে শেষ দুই-তিনটি ম্যাচে রক্ষণের জমাটভাব উধাও। বিশেষ করে সেটপিস থেকে গোল খাওয়াটা যেন অভ্যাসে পরিণত করেছেন ফ্লোরেন্ট ওগিয়েররা। গত ডার্বিতে চারটি গোলের তিনটিই মহমেডান হজম করেছিল সেটপিস থেকে। মঙ্গলবার অনুশীলনে তাই ডিফেন্সে বাড়তি নজর দিলেন মেহরাজ। হায়দরাবাদ এফসি ম্যাচেও জোসেফের খেলার কোনও সম্ভাবনা নেই। তাই ফ্লোরেন্ট ওগিয়ের-জো জোহেরলিয়ানা জুটির ওপরেই ভরসা রাখতে হচ্ছে সাদা-কালো কোচকে। এদিকে বৃহস্পতিবার সকালে অনুশীলন করে বিকালে হায়দরাবাদের উদ্দেশে রওনা দেবে মহমেডান।

উত্তরের খেলা

তৃতীয় রাউন্ডে মিঠুন-দীপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৫ ফেব্রুয়ারি : সূর্যনগর বলাকা ক্লাবের বিশু দত্ত, পরেশচন্দ্র কর, মণিকা কর ও আরআর রিটেইল অকশন ব্রিজে বুধবার দ্বিতীয় রাউন্ডের খেলা হয়েছে। তৃতীয় রাউন্ডে উঠেছেন বাপ্পা দেবনাথ-অরূপ মণ্ডল, মিঠুন অধিকারী-দীপ রাহা, পূর্ণেন্দু গাঙ্গুলি-প্রবীর জোয়ারদার, পরিতোষ বসাক-অসীম কর্মকার, সুবল অধিকারী-দেবাশিস কর, স্বপন বিশ্বাস-গোপাল গোস্বামী, উৎপল সরকার-অনলকান্তি সরকার, অনুপ সরকার-সঞ্জীব দত্ত, দেবু সাহা-মধু সূত্রধর, স্বপন দাস-কমল গুহ, মানিক সরকার-সঞ্জয় দাস ও মিলন রায়-সুখেন দাস।

শ্রীদীপের ৭০

আলিপুরদুয়ার, ৫ ফেব্রুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ক্রিকেটে বুধবার ডিআরএসসি ৫ উইকেটে অরবিন্দনগর ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। টাউন ক্লাবের মাঠে ডিআরএসসি টসে হেরে অরবিন্দনগর ৩৫ ওভারে ৫ উইকেটে ২২২ রান তোলে। শ্রীদীপ পোদ্দার ৭০ রানে অপরাজিত থাকেন। জয় রাউত ৩৬ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে ডিআরএসসি ২৯.৪ ওভারে ৫ উইকেটে ২২৭ রান তুলে নেয়। অর্ণব চৌধুরী ৮৭ রান করেন।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১কোটির বিজয়ী হলেন
উত্তর ২৪ পরগণা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর ২৪ পরগণা - এর একজন বাসিন্দা আসাদুল হক - কে 01.11.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 94C 19568 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি আমার মত অনেক সাধারণ মানুষের বিশ্বাস ও ভরসা বাড়িয়ে দিয়েছে, যার ফলপ্রসূ আমি আমার ভাগ্য পরীক্ষা করার চেষ্টা করেছিলাম এবং এক কোটি টাকার বিশাল পরিমাণ প্রথম পুরস্কারের অর্থ জয়লাভ করেছি। আমার পরিবারের সকল সদস্য খুবই আনন্দিত এবং এর জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।"
* বিজ্ঞপ্তির তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

৫ উইকেট রাজার

ম্যাচের সেরা রাজা মল্লিক।

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৫ ফেব্রুয়ারি : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের প্রথম ডিভিশন ক্রিকেটে সুপার সিক্সে বুধবার তরুণ তীর্থ ৪ উইকেটে মহানন্দা স্পোর্টিং ক্লাবকে হারিয়েছে। টসে জিতে মহানন্দা ৪৩.৪ ওভারে ১৫৯ রানে অল আউট হয়। রাহুল কুণ্ডু ৪৬ ও সৌরভ দাসগুপ্ত ৪০ রান করেন। ম্যাচের সেরা রাজা মল্লিক ২৭ রানে পেয়েছেন ৫ উইকেট। ভালো বোলিং করেন মনোজ মল্লিক (৩১/৩)। জবাবে তরুণ ৩৭.৫ ওভারে ৬ উইকেটে ১৬০ রান তুলে নেয়। মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ ৫৬ ও মনোজ ৩১ রান করেন। সাগ্নিক বিশ্বাস ২১ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। বৃহস্পতিবার খেলবে শিলিগুড়ি কিশোর সংঘ ও নেতাজি সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাব।

চ্যাম্পিয়ন সঞ্জীব-বাসুদেব

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৫ ফেব্রুয়ারি : পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের আন্তঃসদস্য অকশন ব্রিজে চ্যাম্পিয়ন হলেন সঞ্জীব পাল-বাসুদেব পাল। ফাইনালে তারা রামকানাই পাল-গোপালকৃষ্ণ ভৌমিককে হারিয়েছেন। তৃতীয় হয়েছেন উত্তম ঘোষ-কার্তিকসুন্দর পোদ্দার। স্থান নির্ধারণী ম্যাচে তারা মৃণাল ভৌমিক-পঙ্কজ মণ্ডলের বিরুদ্ধে জয় পান।